বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৬-২০১৭

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.probashi.gov.bd

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বার্ষিক প্রতিবেদন
জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৭

নির্দেশনায়: ড. নমিতা হালদার এনডিসি
ভারপ্রাপ্ত সচিব

সম্পাদনায়: সম্পাদনা কমিটির সদস্যবৃন্দ

(১)	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)	আহ্বায়ক
(২)	অতিরিক্ত সচিব (মিশন ও কল্যাণ)	সদস্য
(৩)	যুগ্মসচিব (কর্মসংস্থান ও পলিসি)	সদস্য
(৪)	যুগ্মসচিব (প্রশিক্ষণ)	সদস্য
(৫)	যুগ্মসচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট)	সদস্য
(৬)	যুগ্মসচিব (বাজেট ও সেবা)	সদস্য
(৭)	যুগ্মসচিব (সংস্থা)	সদস্য
(৮)	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (কর্মসংস্থান), বিএমইটি	সদস্য
(৯)	মহাব্যবস্থাপক, বোয়েসেল	সদস্য
(১০)	উপব্যবস্থাপনা পরিচালক , প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	সদস্য
(১১)	উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড	সদস্য
(১২)	যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	সদস্য সচিব

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন:
প্রকাশনায়: সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা, প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মুদ্রণে:

প্রকাশকাল:
--- ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
১৫ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

সূচিপত্র

অধ্যায়		বিষয়	পৃষ্ঠা
০১		মন্ত্রণালয় পরিচিতি	
	১.১	ভূমিকা	৪
	১.২	ভিশন ও মিশন	৫
	১.৩	কৌশলগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৫
	১.৪	প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলি	৫
	১.৫	সাংগঠনিক কাঠামো	৫
	১.৬	জনবল কাঠামো	৬
	১.৭	মন্ত্রণালয়ের কার্যবন্টন	৭
	১.৮	অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল	৯
	১.৯	বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে অবস্থিত শ্রম উইংসমূহ	১০
	১.১০	মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১০
	১.১১	অন্যান্য কার্যাবলী	১১
০২		বাজেট ২০১৬-১৭	১২
০৩		২০১৬-১৭ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের অগ্রগতি	১৩
০৪		২০১৬-১৭ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বাস্তবায়িত কার্যক্রমের অগ্রগতি	৪৫
	৪.১	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)	৪৫
	৪.২	বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)	৪৯
	৪.৩	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড	৫১
	৪.৪	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	৫২
০৫		উপসংহার	৫৫
	পরিশিষ্ট-ক	বিদেশস্থ শ্রমউইং সমূহের তালিকা	৫৬
	পরিশিষ্ট-খ	ফটোগ্যালারী	৫৯

অধ্যায়-১
মন্ত্রণালয় পরিচিতি

১.১ ভূমিকা:

বাংলাদেশের বিকাশমান অর্থনীতিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বৈদেশিক কর্মসংস্থান আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম সহায়ক শক্তি। তাঁরা কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশে প্রেরণ করে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে শক্তিশালী করে চলেছে। জনশক্তিতে সমৃদ্ধ বাংলাদেশে ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৬০% জনগোষ্ঠী ১৮-৫৯ বয়স সীমার মধ্যে। সম্ভাবনাময় কর্মক্ষম এ জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার এ সেক্টরকে 'থ্রাস্ট সেক্টর' হিসেবে ঘোষণা করেছে।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও কর্মী প্রেরণ বিষয়ে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর সাথে সমঝোতার সৃষ্টি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে মধ্যপ্রাচ্যে ও উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে বাংলাদেশী কর্মীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে অভিবাসন শুরু হয়। বৈদেশিক কর্মসংস্থানকে উৎসাহিত ও সহায়তা করার লক্ষ্যে সরকার ১৯৭৬ সালে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে সরকারি পর্যায়ে কর্মী বাছাই ও বিদেশে কর্মী প্রেরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটিড (বোয়েসেল) নামে একটি সরকারি রিক্রুটিং সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর ১৯৯০ সালে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল প্রতিষ্ঠা করা হয় বর্তমানে যা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড নামে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রবাসীকর্মীদের কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে বাংলাদেশ সরকার ২০০১ সালের ২০ ডিসেম্বর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নামে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করে। এ মন্ত্রণালয় গঠনের উদ্দেশ্য হল প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ করা। দেশের সকল অঞ্চল হতে কর্মীদের বিদেশ যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টিসহ অভিবাসী কর্মীর কল্যাণ নিশ্চিত করতে এ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পরবর্তীকালে অভিবাসী কর্মীদের অভিবাসন ব্যয় নির্বাহের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ২০১১ সালের এপ্রিল মাসে 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়া, নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন, বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের পুনঃএকত্রিকরণ (Reintegration) এবং বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরীর জন্য ২০১০ সালে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিড মানি হিসেবে প্রদত্ত ১৪০ কোটি টাকা দিয়ে মন্ত্রণালয়ের আওতায় "অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল" গঠিত হয়।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০ এ অবস্থিত। এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ০১ জন সচিব, ০৩ জন অতিরিক্ত সচিব, ০৯ জন যুগ্মসচিব. ১১ জন উপসচিব, ০১ জন উপপ্রধান, ০৮ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব, ০১ জন সিনিয়র সহকারী প্রধান/ সহকারী প্রধান কর্মরত আছেন।

এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্নমুখী কর্মতৎপরতার ফলে বিশ্বের ১৬২ টি দেশে ১ কোটির অধিক বাংলাদেশী কর্মী গমন করেছে। দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশের বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ায় একদিকে যেমন দেশের বেকারত্ব হ্রাস পেয়েছে, তেমনি অন্যদিকে প্রবাসীদের প্রেরিত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা দেশের আমদানি ব্যয় মেটানো, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ১ লা জুলাই/২০১৬ হতে ৩০ জুন/২০১৭ পর্যন্ত ৮,৯৪,০৫৪ জন কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছে এবং তাদের অর্জিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ১২৭৬৯.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১.২ ভিশন ও মিশন:

ভিশন:

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ, প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং নিরাপদ অভিবাসনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

মিশন:
আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ, প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের অধিকতর কল্যাণ ও স্বার্থ সংরক্ষণ ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে অভিবাসন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন।

১.৩ কৌশলগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

১. দক্ষ জনবল তৈরি
২. বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ
৩. প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের কল্যাণ, নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিতকরণ
৪. রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি

১.৪ প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

ALLOCATION OF BUSINESS AMONG THE DIFFERENT MINISTRIES AND DIVISIONS (schedule I of the Rules of Business, 1996) অনুযায়ী প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১. অভিবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের সার্বিক কল্যাণ, নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ;
২. বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আগ্রহী বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য বিদেশে প্রচলিত শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ এবং নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ;
৩. নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের লক্ষ্যে নতুন/অপ্রচলিত শ্রমবাজার সংক্রান্ত গবেষণার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
৪. নার্স, গৃহকর্মী, বয়স্কসেবা, শিশু পরিচর্যা, গার্মেন্টস ইত্যাদি পেশায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অধিক হারে মহিলা কর্মী বিদেশে প্রেরণে কার্যক্রম গ্রহণ ও মহিলা কর্মীদের জন্য নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান;
৫. বৈদেশিক শ্রম বাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী সৃষ্টি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন;
৬. অভিবাসন ব্যয় হ্রাসসহ অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা;
৭. রিক্রুটিং এজেন্সিগুলির নিবন্ধন, লাইসেন্স প্রদান ও তাদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
৮. দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অধিক হারে অংশগ্রহণ ও বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা;
৯. দেশের সকল অঞ্চল হতে বিশেষত অনগ্রসর মঙ্গাপ্রবণ উত্তরাঞ্চল হতে কর্মীদের বিদেশে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি;
১০. রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি ও বৈধ চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণে বাংলাদেশি কর্মীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তা প্রদান;
১১. প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে বাংলাদেশের সংস্কৃতি চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা;
১২. দেশে প্রত্যাগত প্রবাসী কর্মীদের বিদেশে অর্জিত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে দেশের উন্নয়নে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ;
১৩. মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর ও দপ্তরসমূহের (বিএমইটি, বোয়েসেল, ওয়েজ আনার্স কল্যাণ তহবিল, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক) কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ;
১৪. বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের শ্রম উইং-এ জনবল নিয়োগ ও তাদের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
১৫. অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল পরিচালনা;
১৬. আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ এবং অন্যান্য দেশের সরকার ও সংস্থার সাথে এ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সম্পাদন;
১৭. এ মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত বিষয় সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, আইন ও বিধিসমূহ প্রণয়ন/সংশোধন;
১৮. অবৈধ অভিবাসন বন্ধে ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স পরিচালনা করা;
১৯. বৈধ পথে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য জনগণের মাঝে উৎসাহ সৃষ্টি ও অবৈধ অভিবাসনের ঝুঁকি ও প্রতারণা সম্পর্কে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ;
২০. বিদেশে নিয়োগকৃত কর্মী, নিয়োগকারী দেশ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংরক্ষণ।

১.৫ সাংগঠনিক কাঠামো:

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো (TO&E) অনুযায়ী ০৪টি অনুবিভাগের অধীন ১২টি অধিশাখা, ১৭টি শাখা ও একটি শ্রমবাজার গবেষণা সেলের আওতায় এ মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল ১৩৮ জন যার মধ্যে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা মোট ৩৯ জন, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির জনবল মোট ৯৯ জন। মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে সচিব ০১ জন, অতিরিক্ত সচিব ০৩ জন, যুগ্মসচিব ০৯ জন, উপসচিব ১১ জন, উপপ্রধান ০১ জন, সিনিয়র সহকারি সচিব/ সহকারি সচিব/ সচিবের একান্ত সচিব ২১ জন, সিনিয়র সহকারি প্রধান/ সহকারি প্রধান ০১ জন, সহকারি প্রোগ্রামার ০১ জন ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

০১ জন কর্মরত আছেন। এছাড়া এ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিদেশস্থ মোট ২৬টি দেশে ২৯টি শ্রম উইং রয়েছে। শ্রম উইংসমূহে মোট জনবল ১৮৫ জন যার মধ্যে প্রথম শ্রেণি ৪৬ জন, দ্বিতীয় শ্রেণি ১৬ জন, তৃতীয় শ্রেণি ১২২ জন ও চতুর্থ শ্রেণি ০১ জন। মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেলের ০৮টি এবং আইন শাখার ০৩টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। পরবর্তী আনুষ্ঠানিকতা শেষে জনবল নিয়োগ করা হবে।

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুবিভাগ ও আওতাধীন অধিশাখাসমূহ নিম্নরূপ:

ক্রম	অনুবিভাগসমূহ		অধিশাখাসমূহ
১	প্রশাসন ও অর্থ	১	প্রশাসন
		২	বাজেট ও সেবা
		৩	সংস্থা
২	কর্মসংস্থান, পলিসি ও গবেষণা	৪	কর্মসংস্থান-১
		৫	কর্মসংস্থান-২
		৬	মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট
৩	মিশন ও কল্যাণ	৭	মিশন-১
		৮	মিশন-২
		৯	কল্যাণ
৪	উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ	১০	পরিকল্পনা
		১১	প্রশিক্ষণ
		১২	উন্নয়ন

১.৬ জনবল কাঠামো:

মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত জনবল কাঠামো (বিদেশস্থ শ্রম উইং ব্যতিত) নিম্নরূপ :

গ্রেড নম্বর	পদবি	অনুমোদিত পদ	কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারী	শূন্য পদ	মন্তব্য
গ্রেড-১	সচিব	০১	০১	--	--
গ্রেড-২	অতিরিক্ত সচিব	০১	০৩	--	অতিরিক্ত ০২ জন সংযুক্তিতে কর্মরত
গ্রেড-৩	যুগ্মসচিব	০৩	০৯	--	অতিরিক্ত ০৬ জন সংযুক্তিতে কর্মরত
গ্রেড-৪	উপসচিব	০৮	১১	--	অতিরিক্ত ০৩ জন সংযুক্তিতে কর্মরত
গ্রেড-৫	উপপ্রধান	০১	০১	--	--
গ্রেড-৬: সি:স:সচিব/ সি:স: প্রধান গ্রেড-৯: স:সচিব/ স:প্রধান	সিনিয়র সহকারি সচিব/ সহকারি সচিব/ সচিবের একান্ত সচিব	২১	০৮	১৩	--
	সিনিয়র সহকারি প্রধান/ সহকারি প্রধান	০২	০১	০১	--
গ্রেড-৯	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১	--	--
গ্রেড-৯	সহকারি প্রোগ্রামার	০১	০১	--	--
গ্রেড-১০	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২১	০৭	১৪	--
গ্রেড-১০	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৪	০৫	০৯	--
গ্রেড-১০	সহকারি হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১	--	০১	--
গ্রেড-১৩	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	০৮	০৯	--	অতিরিক্ত ০১ জন বিদেশস্থ শ্রম উইংয়ে পদায়ন প্রক্রিয়াধীন

গ্রেড-১৪	সহকারি লাইব্রেরিয়ান	০১	০১	--	--
গ্রেড-১৪	ক্যাশিয়ার	০১	০১	--	--
গ্রেড-১৬	অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৫	১৫	--	--
গ্রেড-১৬	গাড়ী চালক	০৩	০৩	--	--
গ্রেড-২০	ডেসপাচ রাইডার	০১	০১	--	--
গ্রেড-২০	ক্যাশ সরকার	০১	০১	--	--
গ্রেড-২০	অফিস সহায়ক	২৫	২১	০৪	
গ্রেড-২০	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	০৫	০১	০৪	
গ্রেড-২০	নিরাপত্তা কর্মী	০২	--	০২	
গ্রেড-২০	মালী/গার্ডেনার	০১	--	০১	
	সর্বমোট:	১৩৮	১০১	৪৯	অতিরিক্ত ১২ জন কর্মরত

১.৭ মন্ত্রণালয়ের কার্যবণ্টন:

প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ:

১। উপসচিব (প্রশাসন) এবং উপসচিব (বাজেট ও সেবা) অধিশাখা এর উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;

২। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংস্থাপন/প্রশাসন বিষয়ক/শৃঙ্খলা বিষয়ক/ বেতন, ভ্রমণ ভাতা, চিত্ত বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুরী, জিপি ফান্ড সংক্রান্ত, ঋণ মঞ্জুরী/নিয়োগ/পদোন্নতি/বদলী/টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড মঞ্জুরী সংক্রান্ত কার্যাদি তত্ত্বাবধান;

৩। মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ, প্রশিক্ষণ, সেমিনার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত/সরকারি আদেশ জারী সংক্রান্ত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;

৪। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ও পুনঃঅর্পণ আদেশ সংক্রান্ত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;

৫। মন্ত্রণালয়ের কর্মবন্টন ও শাখা সমূহের মধ্যে সমন্বয় তত্ত্বাবধান;

৬। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৭। জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৮। মাসিক সমন্বয় সভা/অন্যান্য সভা সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৯। লাইব্রেরি সংক্রান্ত বিষয়াদি;

১০। মন্ত্রণালয়ের প্রটোকল সংক্রান্ত কার্যাবলির সমন্বয়

১১। মন্ত্রণালয়ের হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ তত্ত্বাবধান;

১২। মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেট/উন্নয়ন বাজেট/সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন, পুনউপযোজন, অতিরিক্ত বরাদ্দ দাবী সংক্রান্ত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;

১৩। মন্ত্রণালয়ের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও সমন্বয়করণ;

১৪। দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল সংক্রান্ত কার্যাবলি;

১৫। বিএমইটি'র কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, বদলী/ নিয়োগবিধি প্রণয়নও হালনাগাদকরণ/ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়/শৃঙ্খলা বিষয়ক কার্যাবলি/ আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পন/পুন:অর্পন সংক্রান্ত কার্যাবলি/ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ ইত্যাদি

১৬। বিএমইটি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংস্থাপন/ প্রশাসন বিষয়ক/ শৃঙ্খলা বিষয়ক /বেতন, ভ্রমণ ভাতা, চিত্ত বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুরী, জিপি ফান্ড সংক্রান্ত, ঋণ মঞ্জুরী/ নিয়োগ/পদোন্নতি/ বদলী/টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড মঞ্জুরী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কার্যাদি ;

১৭। UNCC বাজেট ও যাবতীয় কার্যক্রম;

১৮। বিএমইটি'র রীট/মামলা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

১৯। মন্ত্রণালয়/অধীনস্থ দপ্তর সমূহের মাসিক /ত্রৈমাসিক/বার্ষিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সংগ্রহ ও সমন্বয় সাধন;

২০। কাউন্সিল কর্মকর্তা/কাউন্সিল সহকারি নিয়োগ এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সংসদে যাতায়াতের পাস সংগ্রহ ইত্যাদি;

২১। মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভা সংক্রান্ত কার্যক্রম;

২২। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য দপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রেরণ;

২৩। মন্ত্রণালয়/অধীনস্থ দপ্তর সমূহের মাসিক /ত্রৈমাসিক/বার্ষিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সংগ্রহ ও সমন্বয় সাধন;

২৪। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি/মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/মাননীয় মন্ত্রীর ভাষণ/ব্রিফ প্রস্তুতকরণ;

২৫। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী ইস্তেহার/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

২৬। মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ;
২৭। বিএমইটি এবং এর অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পদ সৃজন, সংরক্ষণ এবং স্থায়ীকরণ
২৮। বিএমইটি'র অধীনে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের পদ সৃজন;
২৯। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, বোয়েসেল এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তাদের সংস্থাপন এবং প্রশাসনিক বিষয়াদি;
৩০। APA, NIS, Innovation এর যাবতীয় কার্যাবলি প্রণয়ন, সভা আহ্বান, বাস্তবায়ন অগ্রগতি সহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যাবলি;
৩১। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

কর্মসংস্থান, পলিসি ও গবেষণা অনুবিভাগ:

১। নতুন রিক্রুটিং লাইসেন্স প্রদান বিষয়ক আবেদনপত্রসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষাসহ এতদসংক্রান্ত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
২। রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের লাইসেন্স নবায়ন, প্রাপ্ত অভিযোগ তদন্ত, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
৩। রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের বিদেশে কর্মী নিয়োগের অনুমতি প্রদান বিষয়ক কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
৪। বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত আইন, বিধি, নীতিমালা, আন্তর্জাতিক কনভেনশন সম্পর্কিত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
৫। নারী অভিবাসন সম্পর্কিত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
৬। রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের সাথে বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত বিষয়াদি, অভিবাসী কর্মীর সমস্যাদি সম্পর্কিত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
৭। নতুন/পুরাতন/অপ্রচলিত শ্রমবাজার সংক্রান্ত গবেষণা, ডাটাবেইজ, নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ, সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
৮। নতুন/পুরাতন/অপ্রচলিত শ্রমবাজার সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের অর্থনৈতিক/উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ সে সকল দেশে পেশাভিত্তিক কর্মীর চাহিদা বিষয়ক তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ, গবেষণা, পর্যালোচনা ও নীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
৯। বাংলাদেশের কর্মী গ্রহণকারী দেশসমূহের শ্রম আইন পর্যালোচনা বিষয়ক কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
১০। নতুন/পুরাতন/অপ্রচলিত শ্রমবাজারের উপর অডিও ভিজ্যুয়াল ক্যাসেট/সিডি ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ, প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সম্বলিত পুস্তিকা মুদ্রণ, ব্রীফ প্রস্তুতকরণ সম্পর্কিত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
১১। বাংলাদেশের কর্মীগ্রহণ কারী দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক, জয়েন্ট কমিটি ও সফর সংক্রান্ত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
১২। বাংলাদেশের কর্মীগ্রহণ কারী বিভিন্ন দেশের সাথে চুক্তি/সমঝোতা স্মারক ও অন্যান্য প্রটোকল স্বাক্ষর সম্পর্কিত কার্যাবলি তত্ত্বাবধান
১৩। মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পলিসি প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
১৪। অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের গৃহীত আইন, নীতি ইত্যাদির ওপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;
১৫। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

মিশন ও কল্যাণ অনুবিভাগ:

১। বিদেশস্থ শ্রম উইং তথা প্রবাসী কল্যাণ উইংসমূহের ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি, নিয়োগ, বদলি ও প্রশাসনিক কার্যাদি তত্ত্বাবধান ;
২। শ্রম উইং সমূহের ২য়, ৩য় শ্রেণীর ও লোকাল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংস্থাপন ও সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যাদি তত্ত্বাবধান;

৩। শ্রম উইং তথা প্রবাসী কল্যাণ উইং সমূহের ২য় ও ৩য় শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারী ও লোকাল কর্মচারীদের শৃঙ্খলামূলক কার্যাদি তত্ত্বাবধান;
৪। বিদেশস্থ মিশন পরিদর্শন, পরিকল্পনা গ্রহণ, মনিটরিং ও মূল্যায়নকরণ
৫। প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকার সংরক্ষণ ও কল্যাণ সংক্রান্ত কার্যাদি তত্ত্বাবধান;
৬। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাদি তত্ত্বাবধান;
৭। প্রবাসী কর্মী কর্তৃক অভিযোগ নিষ্পত্তি ও অভিযোগসমূহের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;
৮। প্রবাসী কর্মীদের সার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শ্রম উইং এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;
৯। CIP (NRB) সহ অন্যান্য 'বিশেষ প্রবাসী নাগরিক সুবিধা' সম্পর্কিত কার্যাদি তদারকি;
১০। CIP (NRB) ও বিশেষ সুবিধার আওতায় নির্বাচিত প্রবাসী বাংলাদেশীদের অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;

১১। প্রবাসী বাংলাদেশী অরাজনৈতিক সংগঠনের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;
১২। প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;

১৩। CIP (NRB)/বিশেষ নাগরিক সুবিধা এর আওতায় নির্বাচিত প্রবাসীদের প্রাপ্ত সুবিধা ও অন্যান্য বিষয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;

১৪। প্রবাসীদের জন্য ভবিষ্যতে অধিকতর সুবিধা প্রদানের বিষয়াদি নিষ্পন্নকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;

১৫। বৈধপথে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সার্বিক যোগাযোগ রক্ষাকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;

১৬। প্রবাস হতে রেমিট্যান্স দ্রুত প্রাপ্তির বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সার্বিক যোগাযোগ রক্ষাকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;

১৭। রেমিট্যান্স গ্রহীতাদের বিনিয়োগ কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;

১৮। Regional Consultative Process ভুক্ত Colombo Process এবং Abu Dhabi Dialogue এর গৃহীত সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়ন বিষয়ে মনিটরিং;

১৯। Global Forum on Migration Development (GFMD) সম্মেলন সমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়ন বিষয়ে মনিটরিং;

২০। অভিবাসন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ইভেন্ট আয়োজন/ ইভেন্টে অংশগ্রহণের জন্য substantive কার্য সম্পাদন;

২১। জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুশাসন/ কনভেনশন/ সিদ্ধান্ত বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ;

২২। UN Convention, ১৯৯০ সম্পর্কিত বিষয়াবলী;

২৩। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলি।

উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ:

১। পিপিপি'র ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং তা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;

২। IOM/ILO/UN-Women এর সাথে উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় যোগাযোগ ও সমন্বয়;

৩। মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের সকল উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, সংশোধন, অনুমোদন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি তদারকি;

৪। উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি সমূহের অর্থ বিভাজন ও অর্থ ছাড়করণ সম্পর্কিত সকল কর্যাবলী তদারকি;

৫। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, MDG/SDG ইত্যাদিসহ এ জাতীয় সকল পরিকল্পনা বিষয়ক সকল কার্যাবলি তদারকি;

৬। এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;

৭। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিষয়ে বিভিন্ন Aid Memoire ও চুক্তির ওপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত কর্যাবলী তদারকি;

৮। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক গৃহীত/বাস্তবায়নাধীন এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচীর ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করা সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;

৯। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তার কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;

১০। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি;

১১। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ও উন্নয়ন বাজেট সংশ্লিষ্ট MTBF প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং সংশ্লিষ্ট সকল কার্যাবলি তদারকি;

১২। এডিপি পর্যালোচনা সভার আয়োজনসহ এ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যাবলি তদারকি;

১৩। পরিকল্পনা শাখা ১,২ এবং উপ-প্রধান (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এর কার্যাবলি মনিটরিং;

১৪। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অন্যান্য কার্যাবলি।

১.৮ অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল

মন্ত্রণালয়ের অধীনে দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল নামে একটি তহবিল রয়েছে। এই দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলটি পৃথক একটি পরিচালনা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সীড মানি হিসেবে ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে প্রদত্ত ৭০ (সত্তর) কোটি ও ২০১০-১১ অর্থ-বছরে প্রদত্ত ৭০ (সত্তর) কোটিসহ সর্বমোট ১৪০ (একশত চল্লিশ কোটি) টাকা দিয়ে অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল গঠিত হয়। অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে বিদেশে শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন, বিদেশে প্রত্যাগত কর্মীদের পুনঃপ্রশিক্ষণ এবং বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন করার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ তহবিল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য "অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল পরিচালনা নীতিমালা, ২০১০" প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত নীতিমালার অধীনে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব এর নেতৃত্বে বিএমইটি, অর্থ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এবং বায়রা'র প্রতিনিধির সমন্বয়ে ০৮(আট) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়। এ ছাড়া এ পরিচালনা বোর্ড-কে সার্বিক সহায়তা করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়সহ অর্থ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিএমইটি, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ-জার্মান টিটিসি, বিআইএমটি, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং বেসরকারি সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এর প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে গঠিত ১২ (বার) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা কমিটি রয়েছে।

১.৯ বিদেশস্থ মিশনে শ্রম উইং:

বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় সহযোগিতায় সরকার শ্রমবাজার সম্প্রসারণের কাজ অব্যাহত রেখেছে। বিগত জোট সরকারের সময়ে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে ৮১টি পদ সম্বলিত ১৬টি শ্রম উইং চালু ছিল (আবুধাবী, কুয়েত, কাতার, লিবিয়া, ওমান, মালয়েশিয়া, রিয়াদ, জেদ্দা, বাহরাইন, দুবাই, সিঙ্গাপুর, সিউল, ইরাক, ইতালী, জাপান, জর্ডান)। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিদেশে শ্রমবাজার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ১০৪টি পদ সম্বলিত ১৩টি নতুন শ্রম উইং সৃজন করা হয় (মিলান, ব্রুনাই, গ্রীস, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, মিশর, স্পেন, পি.আর জেনেভা, মালদ্বীপ, রাশিয়া, হংকং, থাইল্যান্ড, মরিশাস)। বর্তমানে শ্রম উইংয়ের সংখ্যা দাড়িয়েছে ২৯টি এবং মোট জনবলের সংখ্যা ১৮৫ জন। ফলে বিদেশে শ্রমবাজার অনুসন্ধান ও সম্প্রসারণ এবং বাংলাদেশ হতে আরও অধিকহারে কর্মী প্রেরণ করা সম্ভব হবে। বর্তমান সরকারের সফল শ্রম কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে বিদ্যমান শ্রমবাজার ধরে রাখার পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে নতুন নতুন শ্রমবাজার হিসাবে ইতোমধ্যে হংকং, জর্ডান, মরিশাস, লেবানন, পোল্যান্ড, সুইডেন, বেলারুশ, পাপুয়ানিউগিনি, সিসিলি, আলজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, এ্যাঙ্গোলা, কঙ্গো, তাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, কোরিয়া, রুমানিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, রাশিয়া, সুদান, মালদ্বীপ, থাইল্যান্ডসহ প্রভৃতি দেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে কর্মী প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে।

১.১০ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত ৪টি দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করছে:

১. জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)
২. বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)
৩. ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড
৪. প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

নিম্নে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তরসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হল:

১.১০.১ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি):

দক্ষতা উন্নয়ন ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ব্যুরো সামগ্রিকভাবে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিদেশে কর্মী প্রেরণ শুরু করে। বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সন থেকে রিক্রুটিং এজেন্সিকে কর্মী প্রেরণের অনুমতি প্রদান করা হয় যার সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর উপর ন্যস্ত হয়। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত সকল ধরণের চাহিদার অনুকূলে ব্যুরো বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করে থাকে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন এ দপ্তরটি বাংলাদেশি দক্ষ ও অদক্ষ সকল শ্রেণির কর্মীর দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা, শ্রম বাজারের তথ্যাবলি সংগ্রহ ও গবেষণামূলক কার্যক্রম, আধুনিক বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিসহ প্রবাসীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। অভিবাসন ব্যবস্থাপনা ও প্রবাসী কর্মীদের জন্য কল্যাণমূলক কর্মকান্ডকে অধিকতর গতিশীল ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে সরকার ২০০১ সালে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় গঠন করে এবং জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোকে এ মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত করা হয়।

১.১০.২ বাংলাদেশ ওভারসীজ এময়প্লমেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল):

স্বচ্ছতার সাথে দক্ষ কর্মীকে বিনা খরচে বা স্বল্পতম খরচে বিদেশে প্রেরণ ও সরকারি আনুকূল্যে জনশক্তি প্রেরণের ক্ষেত্রে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে সরকারের ৫১% শেয়ার এবং বেসরকারি ৪৯% শেয়ার ধার্য করা হয়। বেসরকারি ৪৯% শেয়ার এখনও বিক্রয় করা হয়নি। অতি দ্রুততার সাথে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা মোতাবেক যোগ্য কর্মী প্রেরণ ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে বাংলাদেশের শ্রমিকদের ভাবমূর্তি সমুন্নত রেখে বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সংখ্যার চেয়ে কর্মীদের গুণগত মানের উপর গুরুত্ব প্রদান করে বিদেশের শ্রম বাজারে বাংলাদেশ সরকারের সংস্থা হিসেবে জনশক্তি প্রেরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা বোয়েসেলের অন্যতম প্রধান কাজ।

১.১০.৩ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড:

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মী ও তাদের পরিবারের সার্বিক কল্যাণে ১৯৯০ সালে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল গঠিত হয়। পরবর্তীকালে এটি ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে রূপান্তরিত হয়। ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব পদাধিকার বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া বোর্ডের সদস্য হিসেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র

মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এবং বায়রার প্রতিনিধি রয়েছে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ) এ বোর্ডের সদস্য সচিব।

১.১০.৪ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

মূল্যবান রেমিটেন্স প্রেরণকারী এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভাবনীয় অবদান রাখা অভিবাসী কর্মীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ১১ অক্টোবর ২০১০ সালে **"প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০"** পাশের মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ এপ্রিল, ২০১১ সালে ব্যাংকটির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

১.১১ অন্যান্য কার্যাবলী:

ক্রম	কাজের ধরণ	বিবরণ
১	নিয়োগ	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয়ের রাজস্বখাতে সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর ০৫ জন, অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ০২ জন, সহকারি লাইব্রেরিয়ান ০১ জন এবং ক্যাশিয়ার ০১ জনসহ মোট ০৯ জনকে নিয়োগ করা হয়।
২	পদোন্নতি	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয়ের রাজস্বখাতে অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক হতে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে ০৮ জন এবং সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর হতে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদে ০৯ জনসহ মোট ১৭ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।
৩	আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ	এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট শাখা হতে ০৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ জারী করা হয়।

অধ্যায়-২

বাজেট ২০১৬-২০১৭

২.১ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের বাজেট:

২.১.১ রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ:

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

কোড নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশোধিত বাজেট ২০১৬-১৭	প্রকৃত ব্যয়	অবশিষ্ট	মন্তব্য
৬৫০১	সচিবালয়	৬৮,৪৩,২০	৫২,৮৩,৪৪	১৫,৫৯,৭৬	
৬৫০৬	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ (আইওএম)	১৩,০০	০০	১৩,০০	
৬৫৩১	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	৯৯,১৩,৫০	৮৪,৫০,৬৪	১৪,৬২,৮৬	
৬৫৪২	বিদেশস্থ শ্রম উইংসমূহ	৭৬,৩৮,২৭	৩৭,৮৬,১৮	৩৮,৫২,০৯	
৬৫৯৬	রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি	৪৫,০০	৪২,৭১	২,২৯	
	মোট (অনুন্নয়ন বাজেট)	২৪৪,৫২,৯৭	১৭৫,৬২,৯৭	৬৮,৯০,০০	
	উন্নয়ন বাজেট				
৬৫০১	সচিবালয়	১৬,০৬,০০	৬,৫৮,৭৭	৯,৪৭,২৩	
৬৫৩১	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	২২০,৭৬,০০	১৪১,৪৭,৮০	৭৯,২৮,২০	
	মোট (উন্নয়ন বাজেট)	২৩৬,৮২,০০	১৪৮,০৬,৫৭	৮৮,৭৫,৪৩	
	সর্বমোট (অনুন্নয়ন + উন্নয়ন)	৪৮১,৩৪,৯৭	৩২৩,৬৯,৫৪	১৫৭,৬৫,৪৩	

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি(এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের ধরণ	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ			২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত অবমুক্তি			২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়			অগ্রগতি শতকরা হার	
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (DPA)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (DPA)	বরাদ্দের বিপরীতে	অবমুক্তির বিপরীতে
১.	বিনিয়োগ	৫টি	২১০৭৬.০০	২১০৭৬.০০	-	১৭১৫০.০০	১৭১৫০.০০	--	১৩৩১৪.৫১	১৩৩১৪.৫১	-	৬৩.১৭%	৭৭.৬৪%
২.	কারিগরী সহায়তা	২টি	২৬০৬.০০	৫০৬.০০	২১০০.০০	২০৪৪.০০	৫০৬.০০	১৫৩৮.০০	১৬৪৮.৪৬	৪৯৫.৬৯	১১৫২.৭৭	৬৩.২৬%	৮০.৬৫%
মোটঃ		৭টি	২৩৬৮২.০০	২১৫৮২.০০	২১০০.০০	১৯১৯৪.০০	১৭৬৫৬.০০	১৫৩৮.০০	১৪৯৬২.৯৭	১৩৮১০.২০	১১৫২.৭৭	৬৩.১৮%	৭৭.৯৫%

অধ্যায়-৩
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যাবলি ও অগ্রগতি

বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অন্যতম দায়িত্ব হলো দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর জন্য বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। বাংলাদেশ হতে প্রতি বছর উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক কর্মীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাচ্ছেন। সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ, কর্মী গ্রহণকারী দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক, সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের অর্থনৈতিক সক্ষমতা, কর্মী গ্রহণকারী দেশসমূহের উন্নয়ন কার্যক্রম ইতাদি অনুষঙ্গসমূহও বিদেশে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও বাংলাদেশি কর্মীদের মেধা, পরিশ্রম, দক্ষতা, নিষ্ঠা, সততা ও বিশ্বস্ততা বিদেশী নিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। বিদেশগামী কর্মীদের জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ, প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান কার্যক্রমে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ অভিবাসন প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

৩.১ বৈদেশিক কর্মসংস্থান ঃ

১ লা জুলাই/২০১৬ হতে ৩০ জুন/২০১৭ পর্যন্ত ৮,৯৪,০৫৪ জন কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছে। তন্মধ্যে দক্ষ কর্মী ৪,০৯,৪৪৮ জন, অদক্ষ কর্মী ৩,৭৬,৮৭৩ জন ও আধা দক্ষ কর্মী ১,০৭,৭৩৩ জন এবং এদের মধ্যে পুরুষ কর্মীর সংখ্যা ৭,৮১,৬২৩ জন এবং মহিলা কর্মীর সংখ্যা ১,১২,৪৩১ জন। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভিসায় এনওসি নিয়ে বিদেশে প্রবাসী কর্মীদের পোষ্য হিসেবে গমন করেছে ১০,২৪৩ জন। সুতরাং পোষ্যসহ বিদেশে মোট ৯,০৪,২৯৭ জন গমন করেছে।

৩.১.১ বিদেশে কর্মী প্রেরণ ঃ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গমনকারী কর্মীর তথ্য ঃ

	২০১৬-২০১৭	২০১৫-২০১৬	২০১৪-২০১৫	শতকরা বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (-) হার
বিদেশে গমনকারী কর্মীর সংখ্যা	৮,৯৪,০৫৪ জন	৬,৭২,৭২১ জন	৪,৫৩,৩৯৮ জন	৩২.১০% বৃদ্ধি

বিভিন্ন বছরে বিদেশে কর্মী গমনের (এনওসি ব্যতীত) চিত্র নিম্নরূপ ঃ

বিগত অর্থবছর	সর্বমোট কর্মী প্রেরণের সংখ্যা
২০১২-১৩	৪,৩২,১৫৪
২০১৩-১৪	৩,৯৮,২৯৪
২০১৪-১৫	৪,৫৩,৩৯৮
২০১৫-১৬	৬,৭২,৭২১
২০১৬-১৭	৮,৯৪,০৫৪

তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে পূর্বের বছরের তুলনায় বিদেশে কর্মী গমনের সংখ্যা ৩২.১০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের পরিমাণ প্রতি বছরই একই থাকে না। বিদেশে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, উন্নয়ন কার্যক্রমের গতি প্রকৃতি, রিক্রুটিং এজেন্সির উদ্যোগ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়াদি কাজ করে থাকে। সরকার সর্বদাই বৈদেশিক কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে।

বিগত বছরসমূহে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের চিত্র নিম্নরূপ ঃ

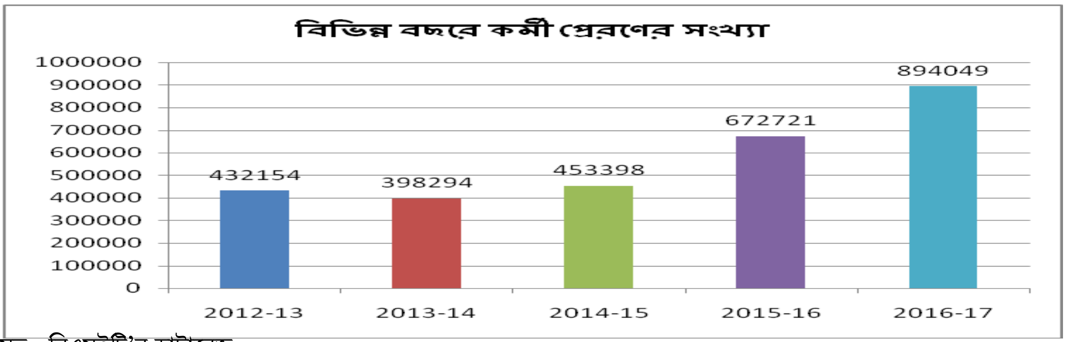

সূত্র : বিএমইটি'র ডাটাবেজ

৩.১.২ রেমিটেন্স আহরণ

২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ ১২৭৬৯.৪৫ মিলিয়ন ইউ.এস ডলার। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এর পরিমাণ ছিল ১৪৯৩১.১৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ১৫৩১৬.৯৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার। তন্মধ্যে সৌদি আরব হতে ২২৬৭.২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, সংযুক্ত আরব আমিরাত হতে ২০৯৩.৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যুক্তরাষ্ট্র হতে ২৪২৪.৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, মালয়েশিয়া হতে ১১০৩.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স এসেছে। বিগত অর্থবছরের তুলনায় এ অর্থবছর রেমিটেন্স প্রবাহ কমে যাওয়ার নেপথ্যে যেসকল কারণ জড়িত তন্মধ্যে বিদেশে বিকাশ এজেন্টের কার্যক্রম, হুন্ডি ব্যবসার প্রসার প্রবাসী কর্মীদের অনীহা ইত্যাদি অন্যতম। সরকার এ সকল চিহ্নিত প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বৈধ পথে তথা ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণে প্রবাসী কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিদেশস্থ শ্রমউইংসমূহ ব্যাপক প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়াও বিদেশগামী কর্মীদের বিদেশ গমনের পূর্বেই দেশে ব্যাংক একাউন্ট খোলা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।পাশাপাশি বিদেশগামী কর্মীদের প্রি ডিপারচার ট্রেনিং এ এবিষয়ে ব্রিফিং দেয়া হচ্ছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশভিত্তিক প্রাপ্ত রেমিটেন্স (মিলিয়ন হিসাবে):

অর্থ বছর	সৌদি আরব	ইউএই	কাতার	ওমান	বাহরাইন	কুয়েত	ইউএসএ	যুক্তরাজ্য	মালয়েশিয়া	সিঙ্গাপুর	অন্যান্য	মোট
২০১৬-১৭	২২৬৭.২২	২০৯৩.৫৪	৫৭৬.০২	৮৯৭.৭১	৪৩৭.১৪	১০৩৩.৩১	১৬৮৮.৮৬	৮০৮.১৬	১১০৩.৬২	৩০০.৯৯	১৫৬২.৮৮	১২৭৬৯.৪৫

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

রেমিটেন্স প্রাপ্তিতে উল্লেখযোগ্য দেশসমূহের পাই চিত্র **(মিলিয়ন হিসাবে)**:

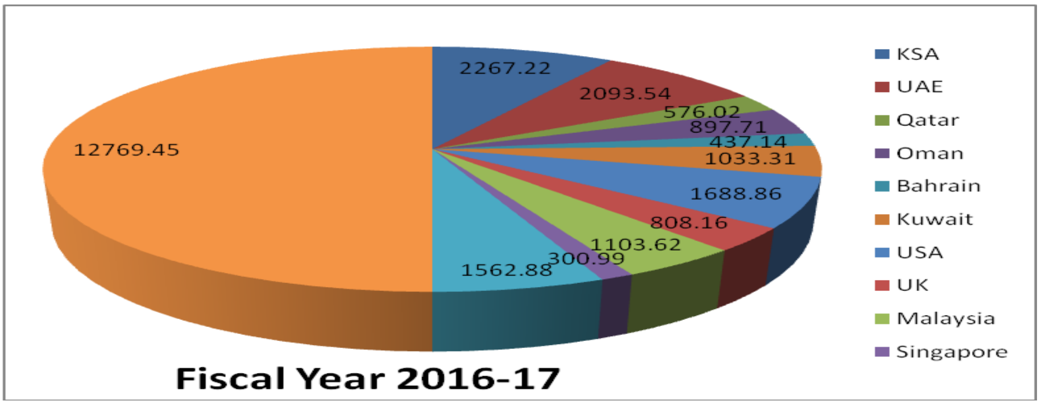

৩.১.৩ **নারী অভিবাসন ঃ** ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রথমবারের মত লক্ষাধিক নারী কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১,১২,৪৩১ জন নারী কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এ সংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ । উক্ত অর্থ বছরে ১,২৪,৯০২ জন নারী কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এ সংখ্যা ছিল ৮৯,২৪৫ জন ।

বিদেশে বাংলাদেশী নারী কর্মী গমনের বছর ভিত্তিক সংখ্যা ঃ

অর্থ বছর	**নারী কর্মী গমনের সংখ্যা**
২০০৫-০৬	১৫,৫৯৭ জন
২০০৬-০৭	১৯,১০৫ জন
২০০৭-০৮	১৯,৬৩২ জন
২০০৮-০৯	২৩,২৬২ জন
২০০৯-১০	২৪,০৭৮ জন
২০১০-১১	৩০৯০৪ জন

২০১১-১২	৩০,৮৩৪ জন
২০১২-১৩	৪৭,৭৯০ জন
২০১৩-১৪	৬৫,৪১৯ জন
২০১৪-১৫	৮৯,২৪৫ জন
২০১৫-১৬	১,২৪,৯০২ জন
২০১৬-১৭	১,১২,৪৩১ জন

বিভিন্ন অর্থবছরে নারী কর্মী প্রেরণের গ্রাফ চিত্র

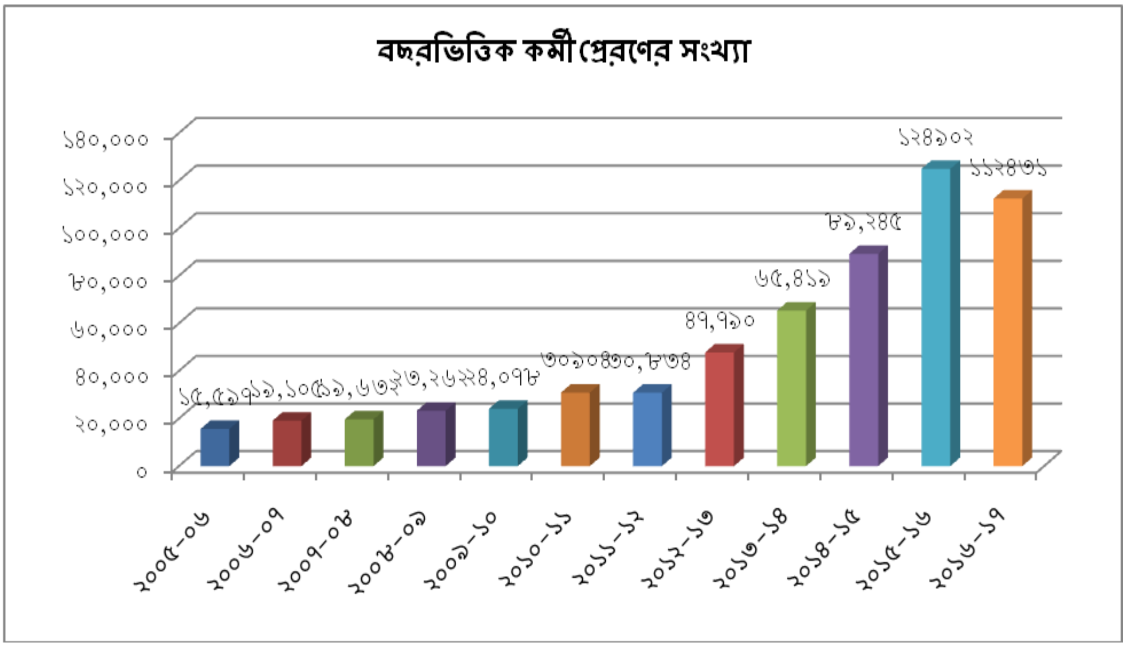

সূত্র :বিএমইটির ডাটাবেজ।

নারী কর্মীদের গন্তব্য দেশ হচ্ছে উপসাগরীয় এবং অন্য আরব দেশসমূহ। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সৌদি আরবে সবচেয়ে বেশী নারী কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এ অর্থবছরে সৌদি আরবে ৭১,৪৩৩ জন নারী কর্মী গমন করেছে। সৌদি আরবের পর বেশী নারী কর্মী গমনের ক্ষেত্রে জর্ডান ও ওমান যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থানে আছে।

২০১৬-১৭ সালে উল্লেখযোগ্য দেশসমূহে নারীকর্মী নিয়োগের সংখ্যা নিম্নরূপঃ

অর্থবছর	সৌদি আরব	ইউএই	কাতার	ওমান	লেবানন	জর্ডান	অন্যান্য	মোট
২০১৬-১৭	৭১৪৩৩	৩৫৭২	৩৪৮৪	১০২৭১	১৭৬৫	২০৮২২	১০৮৫	১১২৪৩২

সূত্রঃ বিএমইটি'র ডাটাবেজ।

বিভিন্ন দেশে নারী কর্মী গমনের পাই চিত্র

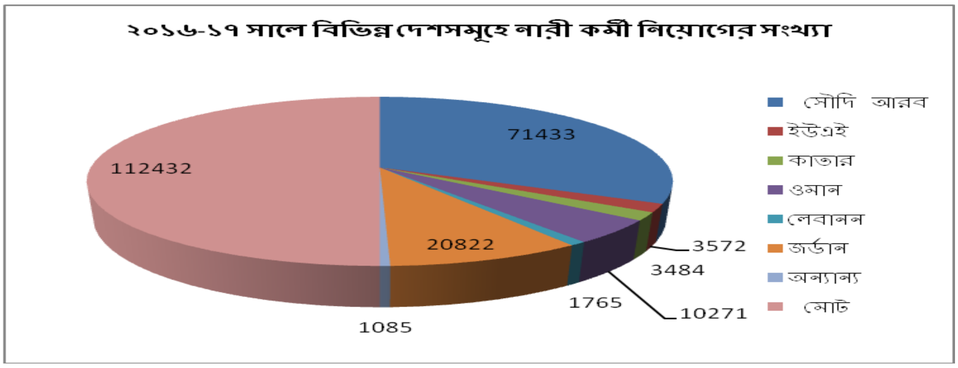

৩.১.৪ নিরাপদ নারী অভিবাসন বৃদ্ধিতে গৃহীত কার্যক্রমঃ

- বিদেশে নারী কর্মী নিয়োগের জন্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মহিলা গৃহকর্মীদের আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান, ভাষা শিক্ষা, সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা, আচার-আচরণ, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- গৃহকর্ম পেশায় নিরাপদ নারী অভিবাসন কার্যক্রম জোরদার করণার্থে জেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে উপযুক্ত কর্মী বাছাই ও বাছাইকৃত কর্মীদের নিকটস্থ টিটিসিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানে গার্মেন্টস কর্মীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন টিটিসিতে চলমান গার্মেন্টস ট্রেডে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিজিএমইএ'র সাথে যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন টিটিসিতে গার্মেন্টস ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- বিএমইটির আওতায় বর্তমানে ৩৩টি টিটিসিতে গৃহকর্ম পেশায় প্রশিক্ষণের মেয়াদ ২১দিন হতে বৃদ্ধি করে ৩০দিন করা হয়েছে। টিটিসি সমূহে তাদের আবাসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে।
- গৃহকর্ম পেশায় নারী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য হাউজ কিপিং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল আপডেট করা হয়েছে।
- মহিলা গৃহকর্মীদের বিনা অভিবাসন ব্যয়ে সৌদিআরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে গৃহকর্মী পেশায় প্রেরণ করা হচ্ছে।

৩.১.৫ মহিলা কর্মীদের হয়রানি হ্রাসকল্পে গৃহীত পদক্ষেপঃ

বাংলাদেশি নারী কর্মীরা যাতে করে কোনো ধরণের নির্যাতন বা হয়রানির শিকার না হয় সেজন্য বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ সংশ্লিষ্ট দেশের কর্তৃপক্ষ ও নিয়োগকর্তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। এ ধরণের ঘটনা জানার সাথে সাথে দূতাবাস বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে; যা নিম্নরূপ :

- বিদেশগামী মহিলা কর্মীদের বিদেশ যাওয়ার পূর্বে ৩০ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণে গন্তব্য দেশের রীতি-নীতি-ভাষা, কাজের ধরণ, পরিবেশ, নিরাপত্তা, প্রয়োজন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত দূতাবাসের সাথে যোগাযোগের পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন করা হয়।
- নারী কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সৌদি আরবের রিয়াদ ও জেদ্দা , ওমান, দক্ষিণ কোরিয়া ও জর্ডানে বাংলাদেশ দূতাবাসের তত্ত্বাবধানে ৫টি সেইফ হোম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- বিদেশগামী নারী কর্মীদের যাবতীয় তথ্য প্রদান ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকার ও UN-Women এর যৌথ উদ্যোগে নারী অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র স্থাপনসহ আইএলও এবং আইওএম এর সহায়তায় বিভিন্ন সচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- বিদেশে কর্মরত নারী কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিএমইটিতে Complaint Management Cell for Expatriates Female Workers নামে একটি সেল গঠন করা হয়েছে।
- মালয়েশিয়া, সৌদি আরব ও জর্ডানে কর্মরত কর্মীদের তাৎক্ষণিকভাবে সেবা প্রদানের জন্য ঢাকায় প্রবাস বন্ধু কল সেন্টার (+০৯৬৫৪৩৩৩৩৩৩) স্থাপন করা হয়েছে এবং সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- নারী কর্মীদের সাথে প্রতারণা, নির্যাতন ও হয়রানি রোধকল্পে বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক নিয়মিতভাবে সে দেশের পুলিশ, ইমিগ্রেশন, আইনসেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, নিয়োগকর্তাসহ ক্ষেত্র বিশেষে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং এ বিষয়ে নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হয়;

- বিদেশে বাংলাদেশের নারী কর্মীদের হয়রানি হ্রাসকল্পে এবং সহায়তা প্রদানের জন্য শ্রম উইংয়ের হেল্প ডেস্কে আশ্রয়প্রার্থী নারী কর্মীর নাম নিবন্ধন করা হয়। তার বর্ণিত সমস্যাদির ভিত্তিতে তার নামে একটি নথি খোলা হয় এবং তা নিষ্পত্তি করার জন্য একজন আইন সহকারিকে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।
- বাংলাদেশে বা সংশ্লিষ্ট দেশের রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে নিয়োগকর্তার ঠিকানা বা যোগাযোগ নম্বর পাওয়া সম্ভব হলে অনতিবিলম্বে নিয়োগকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হয় এবং বাংলাদেশী নারী কর্মীর মতামত ও তার সার্বিক কল্যাণের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে সমঝোতার মাধ্যমে তাকে নিয়োগকর্তার বাসায় কাজে ফেরৎ পাঠানো হয় অথবা নিয়োগকর্তার সহায়তায় দেশে পাঠানো হয়।
- পালিয়ে আসা নারী কর্মী নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের অভিযোগ আনলে সাথে সাথে তার প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেলে নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়।
- নিয়োগকর্তা চুক্তি অনুযায়ী বেতন-ভাতা, আবাসন, খাদ্য, চিকিৎসা, দেশে আসা-যাওয়ার বিমান ভাড়া ইত্যাদি বিষয়ে যাথাযথভাবে প্রতি পালন হচ্ছে কিনা তা দূতাবাস কর্তৃক নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হয়।
- অসুস্থ মহিলা কর্মীদের সংশ্লিষ্ট দেশে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। প্রয়োজনে দেশে ফেরত এনে চিকিৎসা করা হয় এবং চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়।
- মহিলা কর্মী আনার ক্ষেত্রে হংকং সরকার হংকংস্থ সকল রিক্রুটিং এজেন্সীকে সে দেশের হাইকোর্ট কর্তৃক এফিডেভিটকৃত “স্পেশাল সিকিউরিটি প্রত্যয়ন পত্র ”গ্রহণ বাধ্যতামুলক করেছে। এতে করে হংকংয়ে মহিলা কর্মীদের মানবাধিকারসহ সকল ধরনের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানে এজেন্সীসমূহ আইনগত ভাবে বাধ্য থাকে।
- সৌদি আরবে নারী কর্মীদের নিরাপত্তায় সে দেশের সাথে চুক্তিতে কর্মীর নিজের কাছে মোবাইল রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। যাতে করে কর্মী যে কোনো সমস্যায় দূতাবাসকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করতে পারে;
- বিদেশে নারী কর্মীদের অভিবাসন নিরাপদ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশে মহিলা কর্মী প্রেরণের জন্য অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সির প্রাক যোগ্যতা হিসেবে উক্ত রিক্রুটিং এজেন্সির অতীত কার্যক্রম, সুনাম, বিদেশে কর্মী প্রেরণের সংখ্যাসহ অন্যান্য বিষয়কে বিবেচনা করা হচ্ছে।
- তাছাড়া নারী কর্মীদের সুরক্ষায় মহিলা কর্মী প্রেরণের অনুমোদন প্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্সির নিকট হতে ১৫ লক্ষ টাকা জামানত রাখা হচ্ছে।
- কোনো রিক্রুটিং এজেন্সী মহিলা কর্মীদের নিয়ে প্রতারণা করলে সংশ্লিষ্ট এজেন্সীর বিরুদ্ধে আইনগত,আর্থিক জরিমানা, প্রয়োজনে লাইসেন্স বাতিলসহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে;

৩.১.৬ অভিবাসন সংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন:

ক) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০১৬ গত জানুয়ারি, ২০১৬ মন্ত্রিসভায় অনুমোদন লাভ করেছে এবং ২৬ মে, ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। নীতিমালার আলোকে জাতীয় ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠন করার কার্যক্রম চলমান আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত কমিটির সভাপতি এবং এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সহ-সভাপতি। এ ছাড়া নীতিমালাটি বাস্তবায়নের জন্য একটি Action Plan তৈরীর কাজ চলমান আছে।

খ) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৭ এর খসড়া গত ২০/০৩/২০১৭ তারিখের মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়। মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৭ এর খসড়া

প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক ভেটিংয়ের জন্য গত ২৮/০৩/২০১৭ তারিখে মূল নথিসহ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

গ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বিদেশগামী বাংলাদেশি কর্মীদের শতভাগ বীমার আওতায় আনয়নের নিমিত্ত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক এতদ্‌সংক্রান্ত একটি Standard নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (Insurance Development and Regulatory Authority IDRA) কর্তৃক বিদেশগামী কর্মীদের শতভাগ বীমার আওতায় আনয়নের নিমিত্ত একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ণ করা হয়েছে। খসড়া নীতিমালাটি চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৩.২ রিজিওনাল কনসালটেটিভ প্রসেসঃ

৩.২.১ আবুধাবি ডায়ালগঃ-

আবুধাবি ডায়ালগ/সংলাপ (এডিডি) মূলত একটি আঞ্চলিক পরামর্শক প্রসেস যা সংযুক্ত আরব আমিরাত এর উদ্যোগে ২০০৮ সালে চালু করা হয়েছিল। আবুধাবি ডায়ালগ এশীয়া মহাদেশের দেশগুলোতে শ্রমিক প্রেরণ এবং শ্রম গ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে একটি প্লাটফর্ম যা অভিবাসী শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা বা ইস্যু নিয়ে আলোচনা করে এবং সমস্যা সমাধানের বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা চালায়। এছাড়াও এই ফোরাম অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণ, তাদের স্বার্থ ও অধিকার , নিয়োগকারীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে পরামর্শ করে এবং এতদ্ববিষয়ে কর্মী প্রেরণ এবং কর্মী গ্রহণকারী দেশগুলোতে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা/আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের সুপারিশমালা প্রণয়ন করে।

এডিডি'র ৪র্থ মন্ত্রী পর্যায়ের সভা এবং সিনিয়র অফিসিয়াল সভা (SOM) ২৩-২৪ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখ শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় বাংলাদেশ থেকে একটি দুই সদস্যের প্রতিনিধিদল যোগদান করেন। উক্ত সভায় যোগদান শেষে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রতিনিধি দল একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পেশ করে । সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে বাংলাদেশ সৌদি আরবের সাথে যৌথভাবে কর্মীদের জন্য পোস্ট এরাইভাল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

আবুধাবী ডায়ালগ সভায় যোগদানকারী বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ

৩.২.২ কলম্বো প্রসেস: এটি এশিয়ার ১২টি অভিবাসী কর্মী প্রেরণকারী দেশের একটি আঞ্চলিক পরামর্শক ফোরাম। এর সদস্য দেশগুলো হচ্ছে: Afghanistan, Bangladesh, Cambodia, China, India, Indonesia, Nepal , Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand এবং Viet Nam । নেপাল বর্তমানে এর চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। কলম্বো প্রসেস অভিবাসী কর্মীদের অধিকার সুরক্ষা, অভিবাসন ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন ডায়ালগ অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করছে।

কলম্বো প্রসেস বর্তমানে ৫টি থিমেটিক এরিয়া নিয়ে কাজ করছে। এগুলো হলো:

a) Skills and Qualification Recognition,
b) Fostering Ethical Recruitment,
c) Pre-Departure Orientation and Empowerment,
d) Remittances এবং

e) Labour Market Analysis. Bangladesh is the chair of the Fostering Ethical Recruitment thematic thematic area.

এর মধ্যে বাংলাদেশ Fostering Ethical Recruitment থিমেটিক এরিয়ার চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কলম্বো প্রসেসের যে সকল সভা/সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

- Fifth Ministerial Consultation of the Colombo Process held on 25 August 2016 in Colombo, Srilanka
- 3rd meeting of the Thematic Area Working Group (TAWG) on "Fostering Ethical Recruitment" and 2nd Symposium on "Promoting Regulatory Harmonization of Recruitment Intermediaries in the Colombo Process Member States" held in Bangkok, 17-18 May 2017.

3rd meeting of the Thematic Area Working Group (TAWG) on "Fostering Ethical Recruitment" অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল।

- উক্ত ইভেন্টগুলো এ মন্ত্রণালয় যথাযথ পর্যায়ে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে কলম্বো প্রসেসে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। ভবিষ্যতেও এ মন্ত্রণালয় কলম্বো প্রসেস তার যথাযথ ভূমিকা অব্যাহত রাখবে।

৩.২.৩ বুদাপেস্ট প্রসেস ঃ

বুদাপেস্ট প্রসেস অভিবাসন সংক্রান্ত একটি আঞ্চলিক ফোরাম। সদস্য, পর্যবেক্ষক এবং সহায়তা প্রদানকারী দেশসমূহ পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়, আলোচনা সভা ইত্যাদির মাধ্যমে অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সংস্থাটি কাজ করছে। বর্তমানে আসন্ন Global Compact যা ২০১৮ এর শেষ দিকে UN এ স্বাক্ষর করার কথা রয়েছে সেটিকে সামনে রেখে Senior Level সভা, Expert level consultation সভা ইত্যাদির মাধ্যমে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এটি কাজ করছে। প্রায় দুই দশক ধরে ৫০ টি দেশ ও ১০ টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সমন্বয়ে এ ফোরাম কাজ করছে। ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে ঘোষিত Ministerial Declaration যা এ ফোরামের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ অনুযায়ী ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশের মাইগ্রেশন গভর্ন্যান্স উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, বুলগেরিয়া, নেদারল্যান্ড, হাঙ্গেরি, নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য এর অর্থায়নে ICMPD কর্তৃক এটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইউরোপ ও এর পূর্বাঞ্চলের দেশসমূহের কর্মক্ষেত্র হলেও সিল্ক রুট রিজিয়নের দেশ হিসেবে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, চীন, ইরান ও ইরাক বুদাপেস্ট প্রসেসের সাথে রয়েছে। সিল্ক রুট অঞ্চলের দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ২০১০ সাল হতে বুদাপেস্ট প্রসেসের বিভিন্ন সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করে আসছে।

গত ০৬-০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রি: তারিখে সুইডেনের স্টকহোম Legal Migration and Asylum to Sweden study visit, ১৮-১৯ অক্টোবর ২০১৬ খ্রি: তারিখে সার্বিয়ার বেলগ্রেডে Working Group Meeting on the Silk routes Region, এবং ১৪-১৫ ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রি: তারিখ সদস্য দেশসমূহের Senior Officials Meeting তুরস্কের আন্টালয়াতে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ০১-০২ মার্চ ২০১৭ খ্রি: তারিখে ইস্তাম্বুল, তুরস্কতে বুদাপেস্ট প্রসেস এর Consultation Meeting গত ১৩-১৪

জুলাই/২০১৭ ইস্তাম্বুল তুরস্কে Final Conference of the Project "Support to the silk Route Partnership for migration under the Budapest Process" সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ২০-২১ সেপ্টেম্বর/২০১৭ Call for action including flagship action বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ সকল সভায় এ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উক্ত সভায় যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে রয়েছে:

- Member countries agreed to cooperate on the design and implementation of coordinated pre-departure and post-arrival orientation programs;
- Cooperation on promoting fair and transparent labour recruitment practices and in the field of skill development and skill recognition;
- Engaging reputable national and multinational technology firms in assisting with the development such as digital platform;
- Cooperate in the use of technology in labour recruitment and management process;
- Engage in the Global Dialogue on Migration Governance such as formulation of Global Compact on Migration.

৩.২.৪ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

জাতিসংঘ কর্তৃক ২০১৫ সালে গৃহীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) এসডিজি'র ১৭টি অভীষ্ট লক্ষ্য এবং এর অন্তর্গত ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা ও ২৩০টি নির্দেশকের ভিত্তিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ চিহ্নিত করে এসডিজি ম্যাপিং এবং ডাটা গ্যাপ বিশ্লেষণ সম্পন্ন করেছে। এতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে লক্ষ্যমাত্রা ১০.৭ (Facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, including through the implementation of planned and well-managed migration policies) বাস্তবায়নে লীড মন্ত্রণালয় হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এসডিজি ম্যাপিং এবং ডাটা গ্যাপ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এ মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় ইনপুট প্রদান করা হয়েছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা ১০.৭ বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো এবং কর্ম-পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। তাছাড়া কো-লীড মন্ত্রণালয় ও সহযোগী মন্ত্রণালয় স্ব স্ব কর্ম-পরিকল্পনার প্রস্তুত করেছে যা অন্তর্ভুক্ত করে কর্ম-পরিকল্পনার খসড়া পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। এসডিজি কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক) এর উপস্থিতিতে মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২৭ মার্চ ২০১৭ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এছাড়া ৭টি অভীষ্টের আওতায় ২১টি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয়কে সহযোগী হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। সহযোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে প্রয়োজনীয় ইনপুট সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা ১০.৭ বাস্তবায়নের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) কে এসডিজি সম্পর্কিত ফোকাল হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। এছাড়া অপর দুজন কর্মকর্তাকেও কো-ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। এসডিজি লক্ষ্যমাত্র ১০.৭ বাস্তবায়নে যে সকল প্রকল্পের বিষয়ে প্রণীত এ্যাকশন প্ল্যানে উল্লেখ রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.২.৫ ইস্তানবুল প্ল্যান অব এ্যাকশন

ইস্তামবুল প্ল্যান অব এ্যাকশনের আওতায় (যা ২০১১ সালে মে মাসে তুরস্কের ইস্তানবুলে জাতিসংঘের স্বল্প উন্নত দেশ সংক্রান্ত এক সভায় গৃহীত হয়) এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হচ্ছে :

- Human and social development: Education and training, Human and social development: Youth development,
- Mobilizing financial resources: Remittances

উক্ত দুটো ক্ষেত্রের আওতায় যে সকল বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশকসহ কর্মসূচি গ্রহণের বিষয়ে বলা হয়েছে তাহলো-

a) Mainstream or strengthen, as appropriate, and implement strategies and programmers for national education, technical and vocational education and training;

(b) Develop policies and programs for supporting youth access to secondary and higher education, vocational training and productive employment, and health-care services, especially to young women and girls;
c) Simplify migration procedures to reduce the cost of outward migration;
d) Take appropriate measures to better utilize knowledge, skills and earnings of the returning migrants;
e) Provide necessary information, as available, to workers seeking foreign employment.
f) Make efforts to improve access to financial and banking services for easy transaction of remittances
এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এবং তার অগ্রগতি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে জানানো হচ্ছে।

৩.২.৬ গ্লোবাল ফোরাম অন মাইগ্রেশন এন্ড ডেভলপমেন্ট (GFMD):

বাংলাদেশ ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি তুরস্কের কাছ থেকে গ্লোবাল ফোরাম অন মাইগ্রেশন এন্ড ডেভলপমেন্ট (GFMD): , এর চেয়ারম্যানশিপ বুঝে নেয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে কো-চেয়ার হিসেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় জিএফিএমডি, এর শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের দায়িত্ব পালন করে। বিভিন্ন প্রস্তুতিমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অবশেষে ১০-১২ ডিসেম্বর ২০১৬ ঢাকায় নবম জিএফএমডি শীর্ষ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনটি বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে উদ্বোধন করেন। এ সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিভিন্ন রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে অভিবাসী ও উদ্বাস্তু সংক্রান্ত একটি বৈশ্বিক চুক্তি বা কমপ্যাক্টে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্র তৈরি করতে সক্ষম হয় ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম বিএসসি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব এএইচ মাহমুদ আলী, জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় সম্পর্কিত আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল উ হংবো, আইএলও এর মহাপরিচালক গাই রাইডার, আইওএম এর মহাপরিচালক উইলিয়াম লেসি সুইং,ইউএন উইমেনের ইন্টার গভর্নমেন্টাল সাপোর্ট অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ-বিষয়ক জাতিসংঘের সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল লক্ষ্মী পুরী, জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুনের বিশেষ প্রতিনিধি ফ্রাংকোয়িস ফৌনাট প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

নবম জিএফএমডি এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল *"Migration that works for Sustainable Development for All: Towards a Transformative Migration Agenda"* । এছাড়া শীর্ষ সভার জন্য তিনটি বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়। এগুলো হচ্ছে: ক) the economics of migration খ) the sociology of migration এবং গ) the governance of migration । এ তিনটি বিষয়বস্তুর উপর ৬টি রাউন্ড টেবিল সেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং এর মাধ্যমে অভিবাসনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ব্যাপক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সুপারিশ আকারে শীর্ষ সভায় পেশ করা হয়।

অভিবাসন ও উন্নয়ন নিয়ে জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রায় এক দশক আগে জিএফএমডি সম্মেলনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তিন দিনের এ সম্মেলনে ১২৫টি দেশ, জাতিসংঘের ৩০টির বেশি সংস্থা, অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা, গ্লোবাল সিভিল সোসাইটি ও ব্যবসায়িক সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন। সম্মেলনে বৈশ্বিক অভিবাসন ও শরণার্থী পরিস্থিতি নিয়ে করণীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনে বিশ্বের সব নেতাই অভিবাসীদের অধিকার রক্ষার বিষয়ে একমত পোষণ করেন। সম্মেলনে ২০১৮ সালের মধ্যে অভিবাসী ও উদ্বাস্তু সংক্রান্ত একটি বৈশ্বিক চুক্তি করার বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। বাংলাদেশই এই চুক্তি করার বিষয়ে জাতিসংঘে প্রস্তাব দিয়েছে। উল্লেখ্য এর আগে অভিবাসন বিষয়ে কোনো বৈশ্বিক কাঠামো ছিল না। বর্তমানে এ কাঠামো, যা গ্লোবাল কম্প্যাক্ট অন মাইগ্রেশন বা জিসিএম নামে পরিচিত, প্রণয়নের প্রস্তুতিমূলক কাজ চলছে।

৩.৩ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সম্পাদিত ও প্রক্রিয়াধীন দ্বিপাক্ষিক চুক্তিঃ

১। বিগত মার্চ, ২০১৭ মাসে IM Japan এর সাথে বাংলাদেশের MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে।
২। ডিসেম্বর, ২০১৬ মাসে কাতার-বাংলাদেশ এর মধ্যে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে।
৩। রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের চুক্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।
৪। কম্বোডিয়ার সাথে বাংলাদেশের চুক্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

৩.৪ অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা :

অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ও বিদেশগামী কর্মীদের স্বার্থ সুরক্ষায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অভিবাসী কর্মীদের চাকুরীর নিশ্চয়তা, থাকা-খাওয়াসহ আবাসিক ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও বিমান ভাড়া নিশ্চিত করণার্থে ডিমান্ড লেটার, পাওয়ার অব এ্যাটনি ইত্যাদি যাচাইপূর্বক বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে বিদেশগামী কর্মীদের বহুমুখী সেবা একই স্থান হতে প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকায় "প্রবাসী কল্যাণ ভবন" নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভবনে প্রবাসী কর্মী ও সংশ্লিষ্টদের সেবা প্রদানের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, বাংলাদেশ ওভারসীজ এন্ড এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস (বোয়েসেল) এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। এছাড়া বিদেশগামী কর্মীদের রেজিস্ট্রেশন, ফিঙ্গার প্রিন্ট ও স্মার্ট কার্ড প্রদানের কার্যক্রমও এ ভবন থেকে পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া, দেশে প্রবাসী কর্মীর পরিবার স্থানীয়ভাবে কোনো সমস্যায় পড়লে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে কর্মীর পরিবারকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়।

বর্তমান সরকার নিরাপদ ও মর্যাদাসম্পন্ন শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ সরকারের আমলে শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে যা বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। বর্তমান সরকার অবৈধ অভিবাসন রোধ এবং মর্যাদাসম্পন্ন নিরাপদ শ্রম অভিবাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে:

ক) ২০১১ সালে বাংলাদেশ সরকার International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 1990 অনুসমর্থন করে এবং এ কনভেনশনের উপর গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রাথমিক প্রতিবেদন ২০১৫ সালে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট Committee on Migrant Workers নিকট উপস্থাপন করে। এরই ধারাবাহিকতায় বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন-২০১৩' প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন প্রক্রিয়ায় হয়রানি ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের জবাবদিহিতা, দায়বদ্ধতা ও তাদের কার্যক্রম মূল্যায়ন, দালালদের অবৈধ তৎপরতা রোধ এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অভিবাসী কর্মীদের আইনগত সহায়তা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

খ) ' প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০০৬ কে সময়োপযোগী করে তোলার জন্য নীতিটি সংশোধনপূর্বক 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, জানুয়ারি ২০১৬-তে অনুমোদিত হয়েছে। নিরাপদ অভিবাসনের লক্ষ্যে বিদেশে শ্রমবাজার সম্প্রসারণ, অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন, মর্যাদা সহকারে নারী অভিবাসন ও সুরক্ষা এবং অভিবাসী কর্মীদের পরিবারের সুরক্ষা ও কল্যাণ সংশোধিত নীতির উল্লেখযোগ্য দিক।

গ) স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে শ্রম অভিসনে রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের নিয়ম বহির্ভূত আচরণ ও অবৈধ কর্মকান্ড প্রতিরোধের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে একটি 'ভিজিলেন্স টাস্ক ফোর্স' গঠিত হয়েছে। টাস্ক ফোর্স নিয়মিতভাবে মাঠ পর্যায়ে তদারকির কাজ করে আসছে।

ঘ) মহিলা কর্মীদের সুরক্ষার জন্য মহিলাকর্মী প্রেরণকারী রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের নিকট হতে ১৫,০০,০০০ (পনের লক্ষ) টাকা জামানত গ্রহণসহ মেগা কোম্পানী/মুসানেদ পদ্ধতিতে নিয়োগানুমতি ও কর্মী প্রেরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

ঙ) বিদেশ গমনের পূর্বে কর্মস্থলের কর্মপরিবেশ, সংশ্লিষ্ট দেশের আইন-কানুন, ভাষা, সংস্কৃতি, করণীয়/বর্জনীয় ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে নিয়োগকর্তার সঙ্গে চাকুরী সংক্রান্ত চুক্তির উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবহিত করতে বিএমইটি এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে প্রি-ব্রিফিং এর ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া, বিদেশ গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণ কোনো প্রকার প্রতারণার শিকার হলে মন্ত্রণালয় ও বিএমইটি কর্তৃক এ বিষয়ে যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে আইনী প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ফলে কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সির দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

৩.৫ সেবা পরিচিতি:

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কমংসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে জনগণের জন্য প্রদেয় সাধারণ সেবাসমূহ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	সেবাসমূহ
১	কর্মী বাছাই/নিয়োগের অনুমোদন প্রদান
২	নতুন লাইসেন্সের অনুমোদন প্রদান
৩	লাইসেন্স নবায়নের অনুমোদন প্রদান
৪	রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কিত বিষয়াদি
৫	প্রবাসীদের সমস্যা ও অভিযোগ সম্পর্কিত বিষয়াদি
৬	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন-কেস নিষ্পত্তিকরণ
৭	অন্যান্য বিষয়াবলি

৩.৬ রিক্রুটিং লাইসেন্সের আবেদনের ক্ষেত্রে করণীয়:

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ এর ধারা ৯(২) মোতাবেক রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম করতে আগ্রহী ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ লাইসেন্সের জন্য সরকারের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে ফিসহ আবেদন করতে হবে।এজন্য সে সকল ডকুমেন্ট প্রয়োজন হয়:

- ট্রেড লাইসেন্সের এর সত্যায়িত অনুলিপি;
- ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) সহ আয়করা প্রদানের সার্টিফিকেটের সত্যায়িত অনুলিপি;
- আর্থিক সচ্ছলতার স্বপক্ষে ব্যাংক হিসাব বিবরণী;
- পুলিশ প্রত্যয়নপত্র;
- কোম্পানী হলে, মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন, আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশন এবং সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশনের সত্যায়িত অনুলিপি;
- কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অর্থের অধিক অর্থ গ্রহণ করবে না মর্মে হলফনামা; এবং
- কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে মিথ্যা প্রলোভন বা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করা হবে না মর্মে অঙ্গীকারনামা।

৩.৭ রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স নবায়ন ও বাতিল: ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিএমইটি কর্তৃক নবায়নকৃত রিক্রুটিং লাইসেন্সের সংখ্যা ৬৭৮ টি। ২০১৬-১৭ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মীদের নিকট থেকে রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রাপ্ত মোট অভিযোগ ৫৮৮ টি। তন্মধ্যে ২১৬ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়েছে এবং দায়ী রিক্রুটিং এজেন্সিরসমূহের নিকট থেকে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সর্বমোট ৯১,৬৯,০০০ (একানব্বই লক্ষ ঊনসত্তর হাজার) টাকা আদায় করে অভিযোগকারীদের প্রদান করা হয়েছে। রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ২০১৬-২০১৭ সালে ০৪টি রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে , ০৩টি লাইসেন্স স্থগিত করা হয়েছে এবং নতুন ১১৫ টি রিক্রুটিং লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে।

৩.৮ কর্মী বাছাই/নিয়োগানুমতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট:

বিদেশে বাংলাদেশী কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে কর্মী বাছাই/ নিয়োগানুমতির ক্ষেত্রে নিম্নাক্ত কাগজপত্রাদি জমা দিতে হয়:

- রিক্রুটিং এজেন্সির অফিসিয়াল প্যাডে আবেদন;
- বিদেশি কোম্পানীর কর্মী চাহিদা পত্র;
- চুক্তিপত্র;
- খরচের বিবরণী
- কর্মীর তালিকা
- অঙ্গীকারনামা।

৩.৯ চাহিদাপত্র প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কিত:

সত্যায়িত চাহিদাপত্রের কর্মীর সংখ্যা ১০০ জনের কম হলে বিএমইটি কর্তৃক প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন দেয়া হয় । কর্মীর সংখ্যা ১০০ জনের বেশী হলে মন্ত্রণালয় প্রক্রিয়া ও অনুমোদন করে থাকে। ক্ষেত্র বিশেষে মহিলা কর্মীদের বাছাই ও অনুমোদন এবং Non-Traditional দেশে কর্মী গমনের জন্য বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ মন্ত্রণালয় থেকে হয়ে প্রদান থাকে।

৩.১০ অভিযোগ দাখিল ও নিষ্পত্তি:

১. কোনো প্রবাসী কর্মী দেশে বা বিদেশে সমস্যায় পড়লে তিনি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহকারে সমস্যা তুলে ধরে সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাস/হাইকমিশন বা বিএমইটি/মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে পারেন;
২. বিদেশে গমনেচ্ছু কোন কর্মী হয়রানি বা প্রতারিত হলে বিস্তারিত জানিয়ে অনলাইনে অভিযোগ জানাতে পারেন;
৩. প্রবাসবন্ধু কল সেন্টারের মাধ্যমে সৌদি আরব, মালয়েশিয়া ও জর্ডানের প্রবাসী কর্মীগণ তাদের অভিযোগ/সমস্যা জানাতে পারেন।

৩.১১ অভিবাসন প্রক্রিয়া ডিজিটাইজেশনঃ

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে অভিবাসন ব্যবস্থাপনার বিষয়টি এখন ব্যাপক গুরুত্ববহ এবং উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত। উদ্বৃত্ত জনশক্তি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের জন্য উন্নততর অভিবাসন ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় সরকার এ খাতকে অধিকতর শক্তিশালী করেছে। মধ্যপ্রাচ্যসহ আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশী কর্মীদের বিশাল চাহিদা দৃশ্যমান এবং কতিপয় প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সরকারের কয়েকটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ফলে সাম্প্রতিক সময়ে এ দেশ হতে কর্মী গমনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও তাঁদের জীবন জীবিকার জন্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের সাথে শক্তিশালী কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে ১৯৭৬ সাল হতে বাংলাদেশী কর্মীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ সকল কর্মীর আন্তরিকতা, দক্ষতা এবং কর্তব্যপরায়ণতার ফলে ক্রমেই বাংলাদেশী কর্মীদের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এ যাবৎ প্রায় ১ কোটি বাংলাদেশী কর্মী বিভিন্ন পেশায় বিশ্বের ১৬২টি দেশে গমন করেছে।
বিদেশগামী কর্মীদের নিরাপদ অভিবাসন, তাদের সুরক্ষা এবং কল্যাণ নিশ্চিত করতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে সরকার বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) অভিবাসন বিষয়টি পৃথকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, ই-সেবা এবং প্রচলিত সেবাসমূহ সহজীকরণের মধ্য দিয়ে এ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের ডিজিটাল অগ্রযাত্রায় সগৌরবে নিজের অবস্থান দৃঢ় করে চলেছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও তার আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা বৈদেশিক কর্মসংস্থানসহ সকল কার্যক্রমে নিম্নবর্ণিত ডিজিটাইজড্ ব্যবস্থাসমূহ প্রবর্তন করেছেঃ

মন্ত্রণালয় ও তার আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার দাপ্তরিক কার্যক্রম ডিজিটাইজেশনঃ

- জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০০৯ ও জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৫ অনুযায়ী প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের করণীয় কর্মপরিকল্পনাসমূহ এর আলোকে নাগরিক সেবার তথ্য কাঠামো ওয়েবসাইটে প্রকাশ, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য বৈদেশিক ভাষা (জাপানিজ, চাইনিজ, কোরিয়ান) শিখানো, অনলাইন ব্যাংক চালু, সিটিজেন চার্টার অনলাইনে প্রকাশ ইত্যাদি বাস্তবায়নসহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বিবিধ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- সম্পূর্ণ Digital Access control Machine এর মাধ্যমে অফিসে আগমন ও প্রস্থান এর সময় রেকর্ড করা হচ্ছে।
- ওয়াই ফাই স্থাপনের মাধ্যমে সকল ফ্লোরে যে কোনো স্থান থেকে যে কোনো ডিভাইসে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে। ফলে সকল কাজ সঠিক সময়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্পাদন করা যাচ্ছে।
- ওয়েবসাইটে সকল রিক্রুটিং এজেন্সির নাম ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে।
- দেশভিত্তিক কর্মী প্রেরণের বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইটে নিয়মিত সন্নিবেশ করা হয়।

- এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ২০১৪ সাল থেকে ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে ক্রয় কার্য পরিচালনা করে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছর থেকে এ মন্ত্রণালয় ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে ক্রয় কার্য পরিচালনা শুরু করেছে।
- এ মন্ত্রণালয় গত ২৬-০২-২০১৭ তারিখ হতে ই-নথি ব্যবস্থাপনা শুরু করেছে। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর-সংস্থাও ই-নথি কার্যক্রম শুরু করেছে।

ডাটাবেজ স্থাপনঃ

- মালয়েশিয়ায় গমনেচ্ছু কর্মীদের অনলাইনে নিবন্ধনের মাধ্যমে ১৪.৪৫ লক্ষ জনের একটি ডাটাবেজ তৈরী করা হয়েছে। উক্ত ডাটাবেজ হতে ইউনিয়নভিত্তিক জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে কোটা নির্ধারণপূর্বক স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দৈবচয়নের মাধ্যমে কর্মী নির্বাচন করা হচ্ছে।
- হংকংসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গমনেচ্ছু মহিলা কর্মীদের জন্যও একই পদ্ধতিতে ডাটাবেজ তৈরী করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় ৪০ হাজার ৪২১ জন মহিলা কর্মী নিবন্ধিত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গমনেচ্ছু স্কীলভিত্তিক ডাটাবেজে ৫,৪৪,২৬০ জন কর্মী নিবন্ধিত হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমানে প্রায় ২১ লক্ষ কর্মীর ডাটাবেজ রয়েছে।

বিদেশগামী কর্মীদের রেজিস্ট্রেশন ও ডাটাবেজে সংরক্ষণঃ

বিএমইটির কম্পিউটার ডাটাবেজ নেটওয়ার্কের আধুনিকায়নের মাধ্যমে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় নিম্নবর্ণিত ই-গর্ভনেন্স সেবা প্রদান করা হচ্ছেঃ

১) প্রত্যেক বর্হিগামী চাকরি প্রার্থীদের ফিঙ্গার প্রিন্ট (বায়োমেট্রিক ইমপ্রেসন) সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

২) কম্পিউটার চিপস সম্বলিত স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে।

৩) বহির্গামী কর্মীদের ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে।

৪) বিমান বন্দরে স্মার্ট কার্ড রিডারের সাহায্য বহির্গমন ছাড়পত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে।

৫) মেগা ও মুসানেদ পদ্ধতিতে অনলাইনে সার্ভারে সংরক্ষিত ডাটা হতে কর্মী নির্বাচন করা হচ্ছে।

৬) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিগরি সহযোগিতায় কর্মীদের তথ্যাদি ডাটাবেজে এন্ট্রির ব্যবস্থা এবং একটি কেন্দ্রীয় সার্ভারের সাথে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং বিমানবন্দরে নেটওর্য়াক সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

ডিজিটাইজড পদ্ধতিতে আয়কর ও কল্যাণ ফি সংগ্রহঃ

- বহির্গমন ছাড়পত্র নেয়ার সময় রিক্রুটিং এজেন্সিকে কর্মী প্রতি সরকার নির্ধারিত হারে চালানের মাধ্যমে আয়কর ও পে-অর্ডারের মাধ্যমে কল্যাণ ফি জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোতে জমা দিতে হয়। কর্মীদের আয়কর ও পে-অর্ডার প্রদানের এই প্রক্রিয়াকে ডিজিটাইজড করা হয়েছে। নির্ধারিত আয়কর ও কল্যাণ ফি প্রদান ছাড়া কোনো কর্মীর বহির্গমন ছাড়পত্র সম্বলিত স্মার্ট কার্ড প্রিন্ট হবে না। রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়াটি ডিজিটাইজ হওয়ায় আয়কর ও কল্যাণ ফি সংগ্রহ শতভাগ নিশ্চিত হয়েছে।

বিদেশগামী কর্মীদের ফিংগার প্রিন্ট সংগ্রহ ও স্মার্ট কার্ড প্রদানঃ

- ডিজিটাইজড পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট, বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানের ফলে কর্মীদের ডাটাবেজ হতে পেশা ভিত্তিক কর্মী নির্বাচন, কর্মী ও নিয়োগকর্তার বিস্তারিত তথ্য, বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য প্রতিবেদন প্রাপ্তিসহ দাপ্তরিক ও নাগরিক সেবার মনোন্নয়ন এবং নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।
- কর্মীদের বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানের সাথে একটি মেশিন রিডেবল স্মার্টকার্ড প্রদান করা হয়। স্মার্ট কার্ডের চিপে কর্মীর বিস্তারিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে। স্মার্ট কার্ড ব্যবস্থা দক্ষিণ এশিয়ার জনশক্তি রপ্তানীকারক দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম চালু করা হয়।
- জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এর ডাটবেজে ট্রেডভিত্তিক কর্মীদের বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। বিএমইটির ডাটাবেজ হতে কর্মী বাছাই করা হয়।
- বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের শ্রম কল্যাণ উইং সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশী কর্মীদেরকে বহুবিধ সেবা প্রদান করে থাকে। সেবা প্রদানের সুবিধার্থে স্মার্ট কার্ডটি পঠনের জন্য বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের ২৮ টি মিশনে সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে। সে সকল দেশে অবস্থিত কর্মীগণ দূতাবাসের যে কোনো সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে স্মার্ট কার্ডটি উপস্থাপন করলে তাদের সেবা প্রাপ্তি অত্যন্ত সহজ হবে।

- ঢাকাসহ ২৫টি জেলায় বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে ফিঙ্গার প্রিন্ট কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। ফলে উক্ত ২৫টি জেলার কর্মীদের ফিঙ্গার প্রিন্ট কার্যক্রমের জন্য ঢাকায় আসতে হয় না। এতে জনগণের সময় খরচ ও যাতায়াত সংখ্যা (TCV) হ্রাস পেয়েছে।

কল সেন্টারের মাধ্যমে গ্রাহকদের তথ্য সেবা প্রদানঃ
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক তথ্য সেবা প্রদান সহজীকরণের লক্ষ্যে অত্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড কর্তৃক এটুআই কর্মসূচির সহায়তায় ইনোভেশন ফান্ড এবং ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের অর্থায়নে কল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। গত ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ এ সেবা কার্যক্রমটি উদ্বোধন করেন। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী কর্মী এবং অন্যান্য সেবা প্রত্যাশীগণ সকাল ৯ টা হতে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত +৮৮ ০৯৬৫৪ ৩৩৩ ৩৩৩ নম্বরে প্রবাসবন্ধু কল সেন্টারে কল করতে পারেন।

দুবাই ও মাসকাটে টোল ফ্রি হেল্প লাইনঃ
দুবাই ও মাসকাটে টোল ফ্রি হেল্প লাইন স্থাপনের ফলে শ্রমবাজারের এ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বাংলাদেশী কর্মীগণ তাঁদের আইনগত সহায়তা, কর্মক্ষেত্রে কোনো সমস্যা, প্রবাসী কর্মীর মৃত্যু, গুরুতর আহত বা অসুস্থতা, জন্ম নিবন্ধন, ডকুমেন্ট সত্যায়ন, পাসপোর্ট ইত্যাদি সংক্রান্ত সেবা গ্রহণের জন্য সকাল ৯ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত টোল ফ্রি হেল্প লাইন (দুবাই-৮০০১৯৫২, মাসকাট-৮০০৮১২৩৪) ব্যবহার করতে পারেন।

সেলফ্ ক্যাটাগরিতে বিদেশগামী কর্মীর জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিসঃ
দক্ষ বা আধাদক্ষ ক্যাটাগরীতে ব্যক্তিগতভাবে ভিসা সংগ্রহকারী কর্মীগণ রিক্রুটিং এজেন্সির দ্বারস্থ না হয়ে সরাসরি সেলফ্ ক্যাটাগরীতে ব্যুরোর ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে একদিনেই ছাড়পত্র গ্রহণ করতে পারে।

বোয়েসেল এর মাধ্যমে বিদেশগামী কর্মীদের সেবা প্রদানের জন্য এসএমএস গেটওয়ে স্থাপনঃ
বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) এর কার্যক্রম অধিকতর ডিজিটাইজড্ করার লক্ষ্যে এবং স্বল্প খরচে, স্বল্প সময়ে , বিনা ভোগান্তিতে বিদেশেগামী কর্মীদের সেবা প্রদানের জন্য বাংলায় এস.এম.এস সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ' পিকেবি অভিবাসন ঋণ অটোমেশন ' কার্যক্রমঃ

- বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের অভিবাসন ব্যয় নির্বাহ এবং ফেরত আসা কর্মীদের পুণর্বাসণ ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রদত্ত ঋণ সুবিধা প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজ করার লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক (পিকেবি)-এর তত্ত্বাবধানে অনলাইনে অভিবাসন ঋণ আবেদন গ্রহণ ও ঋণ বিতরনের জন্য "পিকেবি অভিবাসন ঋণ অটোমেশন" শিরোনামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যা সম্পন্ন হলে অভিবাসী কর্মীদের ঋণ সেবা আরো দ্রুততার সাথে প্রদান করা সম্ভব হবে।
- ইতোমধ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সকল শাখায় অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সেবা প্রদান করে বিদেশগামী কর্মীগণের অভিবাসন ঋণ ও পুনঃএকত্রীকরণ (Reintegration) ঋণ প্রক্রিয়া সহজতর করা হয়েছে। ইলেক্ট্রনিক নথি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শাখা হতে সদর দপ্তরে অনলাইনে ঋণ প্রদান সংশ্লিষ্ট নথি প্রেরণ করা হচ্ছে।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক মৃত প্রবাসী কর্মীর পরিবারের অনুকূলে আর্থিক অনুদান প্রদান প্রক্রিয়ার সময় হ্রাস এবং সেবা সহজীকরণঃ
মৃত প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীর মৃত দেহ দাফনের নিমিত্ত তার পরিবারকে বিমানবন্দর হতে ৩৫,০০০/- পয়ত্রিশ হাজার) টাকার চেক প্রদানের সময় আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের নমুনা সরবরাহ করা হয়। সেই সময় একই সাথে মৃত প্রবাসী কর্মীর যাবতীয় তথ্য ডাটাবেজ-এ এন্ট্রি করা হয় । উক্ত ডাটাসমূহ স্বয়ংক্রিয় ভাবে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের Digital file opening software - এ ইনপুট হয় । উক্ত তথ্য প্রাপ্তির সাথে সাথে মৃত প্রবাসী কর্মীর পরিবারের সদস্যদের ০৩ (তিন) লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। মৃত প্রবাসী কর্মীর পরিবারের সদস্যদের ঢাকাস্থ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর কার্যালয়ে এসে আবেদন করতে হয় না। চেক স্বাক্ষরিত হওয়ার পর মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে মৃতের পরিবার এবং সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দেয়া হয়। মৃতের পারিবারিক তথ্যাদি যাচাইপূর্বক সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় যথাযথ উত্তরাধিকারীর অনুকূলে আর্থিক অনুদান পৌঁছে দেয়া নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি এ সেবাটি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড একটি টাইম ফ্রেম অনুসরণ করছে। ফলে অতীতের তুলনায় এ সেবা প্রদানের কার্যক্রমটি অনেক দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা যাচ্ছে।

বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নির্বাচনের জন্য অনলাইনে CIP Application আহবানঃ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রতি বছর ৩ টি ক্যাটাগরিতে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নির্বাচন করে আসছে। বাংলাদেশে শিল্পক্ষেত্রে সরাসরি বিনিয়োগকারী অনাবাসি বাংলাদেশি, বাংলাদেশে বৈধ চ্যানেলে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী অনাবাসি বাংলাদেশি এবং বিদেশে বাংলাদেশি পণ্যের আমদানিকারক অনাবাসি বাংলাদেশি -এ ৩টি শ্রেণীবিন্যাসে সিআইপি (এনআরবি) নির্বাচনের জন্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সন্নিবেশ করা হয়েছে। ফলে, বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত হতে আগ্রহীগণ অনলাইনে CIP Application দাখিল করতে পারছেন। অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনসমূহ পর্যায়ক্রমে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণেরও পরিকল্পনা রয়েছে।

অনলাইন ভিসা যাচাইঃ

বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীগণ নিজেরাই নিজেদের ভিসা অনলাইনে যাচাই করে যেন নিশ্চিত হতে পারে সে লক্ষ্যে বিএমইটির ওয়েবসাইটে অনলাইন ভিসা চেকিং পদ্ধতিতে ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভিসা চেকিং এর সময় সেবা গ্রহণকারীগণ সংশ্লিষ্ট দেশের আর্থ-সামাজিক ও ভৌগলিক তথ্যাদিও পাবেন। অনলাইনে নিম্নোক্ত ওয়েব সাইটের মাধ্যমে ভিসার সত্যতা যাচাই করা যায়।

১) ইউ এ ই এর ভিসা চেকিং এর জন্য-htt://www.mol.gov.ae
২) বাহারাইনের ভিসা চেকিং এর জন্য http://www.portal.lmra.bh/english
৩) কাতারের ভিসা চেকিং এর জন্য http://www.moi.gov.qa/site/english
৪) সিঙ্গাপুরের ভিসা চেকিং এর জন্য www.mom.gov.sg
৫) কে এস এ এর ভিসা চেকিং এর জন্য http://enjazit.com.sa
৬) বৈদেশিক কর্মসংস্থানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী ওমানে গমন করে। বর্তমানে ওমানের ভিসা অনলাইনে চেক করার সুযোগ নেই। ওমান এবং বাংলাদেশের মধ্যে সরকারিভাবে উচ্চ পর্যায়ে অনলাইনে ভিসা চেকিং এর সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।
৭) স্ট্যাম্পিং ভিসা UV Lamp এর মাধ্যমে যাচাইপূর্বক ভিসার সত্যতা নিশ্চিত করা যায়।
৮) এছাড়াও ভিসা যাচাই এর জন্য একটি 'মোবাইল এ্যাপস' প্রস্তুত করা হয়েছে, যা মোবাইলে ডাউনলোড করে যে কেউ দেশের যে কোনো প্রান্তে বসে অনলাইন-এ ভিসা যাচাই করতে পারেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্য সংগ্রহঃ

- বর্তমানে বিএমইটির অধীনস্থ সকল টিটিসিগুলোতে যে সকল শিক্ষার্থী বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তাদের তথ্যাদি সহজলভ্য করার জন্য www.skilledbangladesh.gov.bd নামে একটি নতুন ওয়েবসাইট চালু করা হযেছে। উক্ত ওয়েব সাইটে সকল প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। এ সকল প্রশিক্ষণার্থী হতে যারা বিদেশ গমনে ইচ্ছুক তারা নির্ধারিত রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দিয়ে টিটিসি হতে মূল ডাটাবেজে নিবন্ধিত হতে পারবে।
- প্রতিটি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে জব প্লেসমেন্ট সেল গঠন করা হয়েছে এবং ০১ জন জব প্লেসমেন্ট অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। যিনি লোকাল শিল্প কারখানার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে জবফেয়ার আয়োজনসহ তাদের চাহিদা মোতাবেক প্রশিক্ষণ দিয়ে একদিকে বেকার যুবশক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করছে, অপর দিকে শিল্প কারখানায় প্রশিক্ষিত কর্মীর ঘাটতি পূরণ করছে।
- ILO এর সহায়তায় Work in Freedom (WIF) প্রকল্পের মাধ্যমে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, বিএমইটি ও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মধ্যে অনলাইন ভিত্তিক সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি এ্যাপস তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সহজীকরণ ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ডিজিটাইজেশনঃ

- ➢ জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সেবা সহজীকরণ করে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রাক বহির্গমন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৯টি টিটিসি হতে বৃদ্ধি করে বর্তমানে ৫৯ টি টিটিসি ও ৬টি আইএমটির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।
- ➢ দেশের উন্নয়নে নারী কর্মীর অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমানে ৩৩টি টিটিসিতে গৃহকর্ম পেশায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিকেন্দ্রিকরণ করা হয়েছে।
- ➢ বিদেশগমনেচ্ছু মহিলা গৃহকর্মীগণ মোবাইল এ্যাপস ব্যবহারের মাধ্যমে ঘরে বসেই গৃহকর্মী পেশায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করহে পারছে।

- সকল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনলাইনভিত্তিক ভর্তি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয় ও বিএমইটি থেকে একটি এ্যাপস এর মাধ্যমে ৭০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম রিয়েল টাইম মনিটরিং করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে STEP প্রকল্পের আওতায় ১৭টি মডিউল যুক্ত MIS System সম্পন্ন করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের Skilled গ্রাজুয়েটসহ অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং বেসরকারী দক্ষতা প্রতিষ্ঠানের Skilled গ্রাজুয়েটদের তথ্যও এই সিস্টেমে যুক্ত হবে। এতে করে নিয়োগকর্তার চাহিদানুযায়ী ট্রেডওয়াইজ ডাটাবেজ হতে কর্মসংস্থান সম্ভব হবে।

৩.১২ ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF) অভিযান পরিচালনা:

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী অন্যতম খাত বৈদেশিক কমসংস্থানকে গতিশীল, দক্ষ এবং রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর কর্মকাণ্ডেরো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, ভিসা নিয়ে অনৈতিক প্রতিযোগিতা বন্ধ করা, বিদেশগামী কর্মীদের যথাযথ স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিত করা, নিরাপদ অভিবাসন ও মানব পাচাররোধ করার লক্ষ্যে বিগত ২৭-০৩-২০১২ তারিখের জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে ১৩ (তের) সদস্য বিশিষ্ট টাস্কফোর্সকে অধিক শক্তিশালী ও কর্মক্ষম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ বছরের ০৪-০৫-২০১৬ তারিখের প্রজ্ঞাপনে তা ২৩ (তেইশ) সদস্য বিশিষ্ট আন্তঃমন্ত্রণালয় ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF)এ উন্নীত করা হয়েছে। এ টাস্কফোর্স দূর্নীতিগ্রস্ত রিক্রুটিং এজেন্সি, মধ্যসত্ত্বভোগী, ট্রাভেল এজেন্সি, হজ্ব এবং ওমরাহ এজেন্সির মাধ্যমে যারা অবৈধভাবে বিদেশে কর্মী প্রেরণ করছে তাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে। এ অভিযানের মাধ্যমে বেআইনী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে লাইসেন্সের কার্যক্রম স্থগিত করা, লাইসেন্স জব্দ করা এবং জরিমানাসহ বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৩.১২.১ ২৩ সদস্য বিশিষ্ট আন্তঃমন্ত্রণালয় ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF)-এর গঠন নিম্নরূপ :

০১	যুগ্ম-সচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সভাপতি
০২	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদা সম্পন্ন)	সদস্য
০৩	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন)	সদস্য
০৪	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন)	সদস্য
০৫	বিজিবি-এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদা সম্পন্ন)	সদস্য
০৬	পরিচালক (বহির্গমন), জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)	সদস্য
০৭	উপসচিব (মনিটরিং), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৮	র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়নের উপপরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা	সদস্য
০৯	কোস্ট গার্ডের একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদা সম্পন্ন)	সদস্য
১০	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি (উপপরিচালক পদমর্যাদা সম্পন্ন)	সদস্য
১১	আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থা (IOM) এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১২	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সি(বায়রা) সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কার্যকরী পরিষদের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১৩	জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (এন.এস.আই)-এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১৪	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন)	সদস্য
১৫	উইনরক ইন্টারন্যাশনাল-এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১৬	আনসার ও ভিডিপি-এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১৭	ATAB এনজিও-এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১৮	ধর্ম মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (উপসচিব পদ মর্যাদা সম্পন্ন)	সদস্য
১৯	হজ্ব এজেন্সি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (HAAB) এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
২০	সিনিয়র সহকারী সচিব ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
২১	স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্ট ইমিগ্রেশন (স্পেশাল ব্রাঞ্চ), অথবা সম পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা	সদস্য
২২	ট্যুর অপারেটর এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (TOAB) এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
২৩	উপসচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

৩.১২.২ ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF) এর কার্যক্রমঃ

১. বৈদেশিক কর্মসংস্থানে গতিশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুপারিশকৃত প্রস্তাবনাসমূহের বাস্তবায়ন মনিটর করা;
২. বিদেশে কর্মী প্রেরণ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহ পরিদর্শন করা;
৩. যে সকল ডায়াগনষ্টিক এবং প্যাথেলজি সেন্টার বিদেশে কর্মী প্রেরণের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং মেডিকেল সার্টিফিকেট ইস্যু করে সেগুলো পরিদর্শন করা;
৪. সঠিক ও নিরাপদভাবে অভিবাসী কর্মী প্রেরণের বিষয়ে নিয়ম নীতি ভঙ্গকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৫. অভিবাসী কর্মী প্রেরণের সঙ্গে জড়িত অবৈধ লাইসেন্সবিহীন এজেন্সির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৬. শ্রমিক অভিবাসনের নামে যাতে শ্রমিক পাচার না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করা;
৭. টাস্কফোর্স/ ভিজিলেন্স টীম প্রতি মাসে অন্তত: একবার সভা করবে এবং কার্যক্রম প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করবে;
৮. অভিযোগ গ্রহণ, নিষ্পত্তিকরণ ও মনিটর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৯. অভিবাসন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট এজেন্সিসমূহের সঙ্গে আদান প্রদান; এবং
১০. উপরোক্ত কার্যপরিধির বাইরে টাস্কফোর্স জনশক্তি রপ্তানি সংক্রান্ত অন্য কোন বিষয় উপযুক্ত মনে করলে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স অবৈধভাবে বিদেশে কর্মী গমন রোধকল্পে বৈধ অভিবাসনের জন্য নির্ধারিত বর্হিগমন রুটসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে থাকে। টাস্কফোর্স রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহ, অবৈধ অভিবাসন প্রক্রিয়ায় জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ, অভিবাসী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় নিয়োজিত প্যাথলজিক্যাল ল্যাব/ ক্লিনিকসমূহ পরিদর্শন করে থাকে। বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রতারণার শিকার হয়ে অবৈধভাবে কিংবা অধিক খরচে বিদেশ গমন রোধ করাই এ অভিযানের মূল লক্ষ্য। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে গমনকারী কর্মীরা যথাযথ প্রক্রিয়ায় বিদেশে যাচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন লাইনে অপেক্ষমান যাত্রীদের মধ্যে হতে দৈবচয়ন ভিত্তিতে যাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ও কাগজপত্র (পাসপোর্ট, নিয়োগকারী দেশের এমপ্লয়মেন্ট ভিসা, বিএমইটি'র বর্হিগমন ছাড়পত্র ইত্যাদি) পরীক্ষা করা হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকলে অবৈধ অভিবাসনকারীদের কাগজপত্রাদি জব্দ করা হয় এবং যাত্রাবিরতি করা হয়। বিএমইটি'র রেজিস্ট্রেশন ও ছাড়পত্র (স্মার্টকার্ড) নিয়ে নিয়মানুসারে বৈধ প্রক্রিয়ায় বিদেশে গমনের জন্য পরামর্শ/ নির্দেশনা দেওয়া হয়। বিমানবন্দরের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণও কর্ম উপলক্ষে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের নিকট বিএমইটি কর্তৃক প্রদত্ত ইলেকট্রনিক বর্হিগমন ছাড়পত্র বা স্মার্টকার্ড রয়েছে কিনা তা নিয়মিত পরীক্ষা করেন।

৩.১২.৩ ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF) এর অভিযানকালে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পরিলক্ষিত হয়:

তিন প্রকার ভিসায় (স্টুডেন্ট/ ট্যুরিষ্ট/ এমপ্লয়মেন্ট পাস) কর্মের উদ্দেশ্যে হযরত শাহজালাল (রহ:) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে প্রতিদিন বিভিন্ন বিমানযোগে অসংখ্য তরুণ মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্স, এয়ার এরাবিয়া এয়ারওয়েজ, বাংলাদেশ বিমান, মালিন্ডো এয়ারলাইন্স, সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স ইত্যাদি বিমানযোগে মালয়েশিয়া, শ্রীংলকা, মালদ্বীপ ও ইন্দোনেশিয়া উদ্দেশ্যে বর্হিগমন করছে। ভিজিট এবং স্টুডেন্ট ভিসায় বর্হিগমনেচ্ছু এ সকল তরুনদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে জানা যায় তারা কাজের জন্য বর্ণিত দেশসমূহে বিশেষ করে মালয়েশিয়া গমনে বিভিন্ন দেশকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করছে। কেউ কেউ পাসপোর্ট অবৈধভাবে ব্যবহার করে কৌশলে স্টুডেন্ট ভিসা সংগ্রহ করে অবৈধ পন্থায় বিদেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে গমন করে। প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াই মালয়েশিয়ায় স্টুডেন্ট ভিসা প্রদানে একটি চক্র সক্রিয় রয়েছে।

- বেশ কিছু কর্মীকে বিএমইটি'র ক্লিয়ারেন্স ও স্মার্টকার্ড ছাড়াই শুধু "এমপ্লয়মেন্ট পাস" ভিসা গ্রহণ করে মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে গমনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

- স্টুডেন্ট ভিসায় যারা বিদেশে যাচ্ছে তাদের অধিকাংশই নিরক্ষর/ স্বল্প শিক্ষিত, যাদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের কোনো যোগ্যতা বা বিদেশে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অফারলেটার বা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকা সত্ত্বেও ইমিগ্রেশন অতিক্রম করে বিদেশ গমন করছে।

- ভিজিট ভিসায় যারা বিদেশে যাচ্ছে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার, কথাবার্তা এবং ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ যাচাই করে অনেককেই ট্যুরিষ্ট বলে মনে হয় না অথচ তারা কর্মী হয়েও ভিজিট ভিসায় ইমিগ্রেশন অতিক্রম করে বিদেশে গিয়ে অবস্থান করে নানা প্রকার অবৈধ কর্মে নিয়োজিত হচ্ছে।

- স্টুডেন্ট/ ট্যুরিষ্ট ভিসায় গমনেচ্ছু যাত্রীদের লাগেজ পরীক্ষা করে পৃথক এমপ্লয়মেন্ট স্ট্যাম্প ভিসা পাওয়া যাচ্ছে। এ সকল কর্মী নেপাল, সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়াকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করে উক্ত ভিসা ব্যবহার করে মালয়েশিয়া গমন করছে।

৩.১২.৪ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:

"বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং অভিবাসী আইন, ২০১৩" এর ৩২ ও ৩৫ ধারায় বর্ণিত অবৈধ অভিবাসন সংক্রান্ত অপরাধসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে আমলে নিয়ে শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে উক্ত ধারাসমূহ "মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯" এর তফসিলভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, একই আইনের ৩১, ৩৩ ও ৩৬ ধারার অভিযোগসমূহ মোবাইল কোর্ট আইনের তফশিলভুক্ত করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করে পত্র দেওয়া হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ১৪টি ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স এর অভিযান এবং ৩টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে রিক্রুটিং এজেন্সি "মেসার্স টেক্নো ফকি" (আর.এল- ১২৮৩) কে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা, গামকা'র তালিকাভুক্ত "লাইফ ডায়াগনষ্টিক সেন্টার" কে ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা জরিমানা এবং আস-সাবিল ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলস্ নামক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপককে ৩ (তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

৩.১২.৫ অবৈধভাবে বিদেশ গমনে সহায়তাকারী দালালদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ:

বিদেশ গমনকারী কর্মীদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য/ অভিযোগের ভিত্তিতে অবৈধভাবে অভিবাসনে সহায়তকারী মধ্যস্বত্বভোগী/ দালালদের বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক ৩৮ ধারার বিধানমতে প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের করার জন্য বিভিন্ন সময় বিএমইটি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে চাকুরির নিশ্চয়তা/ পার্টটাইম কাজ/ ওয়ার্ক পারমিট এর প্রলোভন দেখিয়ে অবৈধভাবে অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে যে সকল বিজ্ঞপ্তি নজরে আসে সে সকল বিজ্ঞাপন বন্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়। "বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩" এর লঙ্ঘন করে অবৈধ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রতারণা রোধকল্পে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি রিক্রুটিং এজেন্সি/ ভিসা কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ ও মামলা দায়ের করা হয়েছে। উক্ত আইনের আওতায় অবৈধ অভিবাসন সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সকল জেলা প্রশাসককে বিভিন্ন সময়ে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, র‍্যাব নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্যও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

৩.১২.৬ জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম: নিরাপদ অভিবাসন প্রক্রিয়া এবং অবৈধ অভিবাসন ও মানব পাচারের কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে নিম্নলিখিত জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত আছে:

- মানব পাচার প্রতিরোধ সম্পর্কিত আইওএম কর্তৃক প্রস্তুতকৃত "বনপোড়া হরিণী" নামক নাটিকাটি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসহ সকল পৌরসভা/ মহল্লায় প্রজেক্টর ও ডিস চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচারের জন্য বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকদের নিকট বিতরণ করা হয়েছে।

- নিরাপদ অভিবাসন প্রক্রিয়া এবং অবৈধ অভিবাসন ও মানব পাচারের কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিলবোর্ড স্থাপন, পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিশেষ সাক্ষাৎকার, উঠান বৈঠক, পথনাটক ও সভা/সমাবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে।

- স্থানীয় পর্যায়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটিসমূহকে সক্রিয় করার জন্য সকল জেলা প্রশাসককে বিভিন্ন সময়ে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

- অভিবাসন ব্যয়, অভিবাসী দেশে নিরাপদে গমন ও অবস্থান বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি বছর অভিবাসী দিবসে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি যেমন-সভা/সমাবেশ/র‌্যালীসহ প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

- স্থানীয় পর্যায়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সচিব মহোদয় এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে মাঠ পর্যায়ে মোটিভেশনাল সভা করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

- বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে ৪২,০০০ বুকলেট ও ৬০০০০ লিফলেট, পোষ্টার, ব্রসিউর, ফেষ্টুন ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে। সদর দপ্তর এবং জেলা পর্যায়ে ডিইএমও ও টিটিসিসমূহের মাধ্যমে অভিবাসন সংক্রান্ত মেলায় এবং সদর দপ্তরে অভিবাসী দিবস এবং ডিজিটাল মেলায় জনসচেনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বুকলেট্, পোস্টার,কমিক বুক, ইত্যাদি বিতরণ,ভিডিও ক্লিপ প্রর্দশন এবং সংযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে।
- বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রবাসী কর্মীগণ কর্তৃক বৈধ উপায়ে রেমিটেন্সের অর্থ দেশে প্রেরণ, মধ্যস্বত্ব শ্রেণীর তৎপরতা/প্রতারণা রোধ, বৈধ উপায়ে বিদেশ গমন সংক্রান্ত বিষয়ে দেশ ব্যাপি সচেতনতা বৃদ্ধি, নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণ এবং বৈধ উপায়ে রেমিটেন্স প্রেরণের জন্য বিএমইটি ও এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের মাধ্যমে পত্রিকায় সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, স্যাটেলাইট ও কেবল টিভি চ্যানেল, স্থানীয় রেডিও’র মাধ্যমে ২৮টি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে।

৩.১৩ মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম/প্রশিক্ষণ ও দক্ষ জনবল তৈরি :

৩.১৩.১ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

জনশক্তিতে সমৃদ্ধ বাংলাদেশে ১৬ কোটি জনসংখ্যার ৬০% কর্মক্ষম (অর্থাৎ ১৮-৫৯ বছরের মধ্যে)। প্রতি বছর প্রায় ২৭ লক্ষ জনবল কর্মবাজারে প্রবেশ করে, যার মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ সংখ্যা মাত্র এক তৃতীয়াংশ, অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ হলো- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম ছেড়ে আসা জনবল। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতি বছর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যাঃ ২৮-৩০ লক্ষ; এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ঃ ১৪-১৫ লক্ষ; এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ঃ ১২-১২.৫ লক্ষ এবং এইচএসসি উত্তীর্ণ সংখ্যা কম/বেশী ১০ লক্ষ; অর্থাৎ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম ছেড়ে আসা জনবলের পরিমাণ ১৭-১৮ লক্ষ। এই বিশাল জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন বিভিন্নমুখী প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম। মানবসম্পদ একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি। এ সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা দূরীকরণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এদেশের সম্ভাবনাময় কর্মক্ষম জনশক্তিকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদে রূপান্তরের কাজ করে যাচ্ছে। দেশে-বিদেশে শ্রমবাজারে দক্ষ কর্মীর চাহিদা মোকাবেলায় বিএমইটি’র আওতাধীন নৌ-প্রযুক্তিবিদ্যার বিশেষায়িত ০৬ টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজী (আইএমটি) সহ মোট ৭০ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) এর মধ্যে ৬৮টির মাধ্যমে ৪৮টি ট্রেডে বর্তমানে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে অপর ২টিতে নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে। শ্রীঘ্রই উক্ত ২টি টিটিসিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা যাবে মর্মে আশা করা যায়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৫টি ইনষ্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) এবং ২৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে। কারিগরি প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিদের্শনায় দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে প্রথম পর্যায়ে “৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং চট্টগ্রামে ০১টি আইএমটি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় জুন,২০১৭ পর্যন্ত ১৩টি কেন্দ্রের জন্য জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ২টি কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে এবং ০৯টি কেন্দ্রের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
বিশ্বায়নের এ যুগে কর্মসংস্থানে অপরাপর প্রতিযোগী দেশসমুহের সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকা, নিরাপদ অভিবাসন ও শোভন কাজ নিশ্চিতকল্পে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদেশ গমনেচ্ছু সকল কর্মীর জন্য গন্তব্য দেশের খাদ্যাভাস, আবহাওয়া, কর্মপরিবেশ, বিধিবিধান ও ব্যবহারিক ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে ৩ দিনের প্রি-ডিপারচার ট্রেনিং প্রদান করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে সৌদিআরব, কাতার, বাহরাইন ও ওমান গমনেচ্ছু কর্মীদের জন্য এ প্রশিক্ষণ চালু করা হলেও পর্যায়ক্রমে অন্যান্য দেশে গমনেচ্ছুদের জন্য এ প্রশিক্ষণ চালু করা হবে। এছাড়া

পুরুষদের পাশাপাশি বিদেশ গমনেচ্ছু নারী কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ৩৩টি টিটিসিতে গৃহকর্ম পেশায় বিদেশ গমনেচ্ছু নারীকর্মীদের বাধ্যতামুলকভাবে ৩০ দিনের আবাসিক হাউসকিপিং প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে।

৩.১৩.২ দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল:

দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বিদেশে শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন, বিদেশ প্রত্যাগত শ্রমিকদের পুনঃপ্রশিক্ষণ এবং বেদেশে গমনেচ্ছু শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন করার জন্য দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল পরিচালনা নীতিমালা,২০১০ গঠন করা হয়েছে। এর আওতায় দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে আরো বেশ কয়েকটি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে যা পরবর্তী বোর্ড সভার অনুমোদন সাপেক্ষে বিএমইটি কর্তৃক পরিচালিত হবে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের অর্থ দিয়ে বিদেশগামী কর্মীদের কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে রেমিট্যান্সের পরিমানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। দক্ষতা ও উন্নয়ন তহবিল থেকে গৃহিত ও বাস্তবায়নাধীন স্কীম/কার্যক্রম/কর্মসূচিসমূহের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

<u>অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে পরিচালিত স্কীম/কার্যক্রম/কর্মসূচিসমূহের বিস্তারিত বিবরণ:</u>

ক্রঃ নং	স্কীম/কার্যক্রম/কর্মসূচির নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদকাল	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ		মোট বরাদ্দের পরিমাণ	মন্তব্য
			১ম কিস্তি	২য় কিস্তি		
০১.	"Facilitating Training and Dispatch of Female Domestic Workers to Hong Kong" শীর্ষক স্কীম	৯.৩৫,৬৫,০০০/- জুন, ২০১৩ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত।	-	-	-	বিএমইটির মাধ্যমে পরিচালিত
০২.	"২০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম" শীর্ষক কর্মসূচি	১,৯৮,০৮,০০০/- ১/০৭/২০১৭ – ৩০/০৬/২০১৯ পর্যন্ত।	৪০,০০,০০০/-	-	৪০,০০,০০০/-	এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল কর্তৃক পরিচালিত
০৩.	৫০টি দেশে আর্ন্তজাতিক শ্রমবাজার প্রতিষ্ঠান নিয়োগ সংক্রান্ত	৫,৪৫,০০,০০০/- ১/০৭/২০১৬ – ৩০/০৬/২০১৭ পর্যন্ত।	২,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-	৭,০০,০০০/-	বিএমইটির মাধ্যমে পরিচালিত
০৪.	নবনির্মিত ১৫টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ইন্সট্রাক্টর ও স্কিল্ড ওয়ার্কার নিয়োগ শীর্ষক কার্যক্রম	৭,৮৮,৩১,৪০০/- ১/০৭/২০১৬ – ৩০/০৬/২০১৮ পর্যন্ত।	৫,০০,০০০/-	৬০,০০,০০০/- ৩য় কিস্তিতে ১৮,০০,০০০/-	৮৩,০০,০০০/-	বিএমইটির মাধ্যমে পরিচালিত
০৫.	"প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পুনর্বিন্যাস ও দক্ষতা বৃদ্ধি" শীর্ষক কার্যক্রম	৪০,৯৩,৩৫০/- ১/০৭/২০১৭ – ৩০/০৬/২০১৮ পর্যন্ত।	৮,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০,০০,০০০/-	এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল কর্তৃক পরিচালিত
০৬.	০৫টি আইএমটি ও ১০টি টিটিসিতে খন্ডকালীন প্রশিক্ষণ নিয়োগ এবং বেতন-ভাতা প্রদান	৬,৮৫,৮৮,০০০/- ১/০১/২০১৭ – ৩১/১২/২০১৭ পর্যন্ত।	২,১০,০০,০০০/-	২,২৫,৭৩,০০০/- ৩য় কিস্তিতে ১,৩৬,৯৮,০০০/-	৫,৭২,৭১,০০০/-	বিএমইটির মাধ্যমে পরিচালিত
৭.	পুরাতন ৩৭টি টিটিসিতে	১৭,০৮,০১,৬০০/-	-	-	-	বিএমইটির

	অস্থায়ী ভিত্তিতে ২২২ জন ইন্সট্রাক্টর (টেক) ও ৩৭ জন কম্পিউটার অপারেটর নিয়োগ ও বেতন-ভাতা প্রদান	১/০৪/২০১৭-৩১/০৩/২০১৯ পর্যন্ত।				মাধ্যমে পরিচালিত
০৮.	কনসাল্টিং ফার্ম নিয়োগের লক্ষ্যে সৌদি আরবস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত EOI বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশ	৩,৩০,০০০/-	৩,৩০,০০০/-	-	৩,৩০,০০০/-	বিএমইটির মাধ্যমে পরিচালিত
০৯.	"রংপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)-এ গার্মেন্টস ট্রেড চালুকরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয় ও খন্ডকালীন প্রশিক্ষক নিয়োগ এবং বেতন-ভাতা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম"	১,৬৫,৪৫,০০০/- (এক কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার) টাকা ০১-০৭-২০১৫ হতে ৩০-০৬-২০২০ খ্রিঃ (০৫ বৎসর)	-	-	-	বিএমইটি কর্তৃক পরিচালিত
১০.	কুড়িগ্রাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জর্ডানগামী ৪০জন গামেন্টস মহিলা কর্মীর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত	৪,৯৪,৪৬০/- জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ০২(দুই) মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা	২য় কিস্তিতে ৩,৯৪,৪৬০/-	৪,৯৪,৪৬০/- (চার লক্ষ চুরানব্বই হাজার চারশত ষাট) টাকা	কুড়িগ্রাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) কর্তৃক পরিচালিত
১১.	জর্ডানে মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণের প্রশিক্ষণ ব্যয় সংক্রান্ত	৪০,৬০,০০০/- ০৯/০৭/২০১২ থেকে চলমান	-	-	-	বিএমইটি কর্তৃক ১৪টি টিটিসির মাধ্যমে পরিচালিত
১২.	খন্ডকালীন প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (ToT) প্রদান	৮৮,৬৫,০০০/-	৪৫,০০,০০০/-	-	৪৫,০০,০০০/-	বিএমইটি কর্তৃক পরিচালিত
১৩.	৩৪টি টিটিসিতে নতুনভাবে হাউজকিপিং কোর্সে আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান	১,৭৫,৫০,৮০০/- ০১-০১-২০১৭ হতে ৩১-০৩-২০১৭ খ্রিঃ	-	-	-	বিএমইটি কর্তৃক পরিচালিত

৩.১৪ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।

- ১ লা জুলাই/২০১৬ হতে ৩০ জুন/২০১৭ পর্যন্ত ৮,৯৪,০৫৪ জন কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছে। তন্মধ্যে দক্ষ কর্মী-৪,০৯,৪৪৮ জন, অদক্ষ কর্মী- ৩,৭৬,৮৭৩ জন ও আধা দক্ষ কর্মী- ১,০৭,৭৩৩ জন এবং এদের মধ্যে পুরুষ কর্মীর সংখ্যা-৭,৮১,৬২৩ জন এবং মহিলা কর্মীর সংখ্যা-১,১২,৪৩১ জন। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভিসায় এনওসি নিয়ে বিদেশ গমনকারীর সংখ্যা ১০,২৪৩ জন।এনওসি নিয়ে বিদেশে গমনকারী পোষ্যসহ মোট বিদেশে গমন করেছে ৯,০৪,২৯৭ জন।
- প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ ১২৭৬৯.৪৫ মিলিয়ন ইউ.এস ডলার।
- বিগত ডিসেম্বর ২০১৬ তে বাংলাদেশ ও কাতারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- বিএমইটির অধীনস্থ ৭০টি টিটিসির মধ্যে ৬৮ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৬,৮১,১৬৩ জন পুরুষ কর্মী ও ৮৭,৭০০জন মহিলা কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অপর ২টি টিটিসিতে শীঘ্রই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবে।
- বিএমইটির আওতায় বর্তমানে ৩৩টি টিটিসিতে গৃহকর্ম পেশায় প্রশিক্ষণের মেয়াদ ২১দিন হতে বৃদ্ধি করে ৩০দিন করা হয়েছে। টিটিসি সমূহে তাদের আবাসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে।

- গৃহকর্ম পেশায় নারী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য হাউজ কিপিং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল আপডেট করা হয়েছে।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানে গার্মেন্টস কর্মীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন টিটিসিতে চলমান গার্মেন্টস ট্রেডে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিজিএমইএ'র সাথে যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন টিটিসিতে গার্মেন্টস ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- কাতার সহ কয়েকটি দেশে কয়েকটি পেশায় পুরুষ কর্মীদেরও বিনা অভিবাসন ব্যয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- সম্প্রতি বৈদেশিক কর্মসংস্থানকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সৌদিআরবে গৃহকর্মী হিসাবে মহিলা কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে পরিবারের একজন পুরুষ সদস্যকেও নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গিয়েছে।
- আইএম জাপান ও জিটকো পদ্ধতির মাধ্যমে জাপানে বাংলাদেশ হতে টেকনিক্যাল ইন্টার্ন প্রেরণ করা হচ্ছে।
- গৃহকর্ম পেশায় নিরাপদ নারী অভিবাসন কার্যক্রম জোরদার করণার্থে জেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে উপযুক্ত কর্মী বাছাইও বাছাইকৃত কর্মীদের নিকটস্থ টিটিসিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ডিইএমও ও টিটিসির মাধ্যমে এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অধিকতর dissémination ও তার ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য বর্তমানে সর্বমোট ৫৯টি টিটিসি ও ৬টি আইএমটিতে প্রাক বহির্গমন ট্রেনিং প্রদান করা হচ্ছে।
- জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের সুবিধার্থে সর্বমোট ২৬টি জেলায় ফিঙ্গারপ্রিন্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- সরকারী কাজে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ই-ফাইলিং ও ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- বিদেশ গমনেচ্ছু মহিলা গৃহকর্মীগণ মোবাইল এ্যাপস ব্যবহারের মাধ্যমে ঘরে বসেই গৃহকর্মী পেশায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারছে।
- প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষকদের দক্ষতা ও মান উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষকদের আধুনিক পদ্ধতিতে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে প্রশিক্ষণের মান উন্নত হয়েছে।
- অনলাইনে ভিসা চেকিং সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া অনলাইনে ভিসা যাচাই করা যায় এমন কয়েকটি দেশে ভিসা যাচাই পদ্ধতি সম্বলিত একটি 'মোবাইল এ্যাপস' প্রস্তুত করা হয়েছে, যা মোবাইলে ডাউনলোড করে যে কেউ যে কোনো প্রান্তে বসে Online-এ ভিসা যাচাই করতে পারে।
- মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে হয়রানি ও প্রতারণা রোধ এবং তা প্রতিকারের লক্ষ্যে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল গঠনের মাধ্যমে প্রবাসী নারী কর্মী সংক্রান্ত অভিযোগ দ্রুত নিস্পত্তি করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হয়েছে।
- সারাদেশে ৬৪টি জেলায় ডিইএমও ও টিটিসিসমূহের মাধ্যমে এবং সদর দপ্তর পর্যায়ের অভিবাসন প্রক্রিয়ায় মধ্যস্বত্বভোগী নির্মূলের জন্য ''বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইন ২০১৩'' এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ, মানব পাচার আইন এবং মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির দৌরাত্ম সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছে।
- মহিলা গৃহকর্মীদের বিনা অভিবাসন ব্যয়ে সৌদিআরব সহ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে গৃহকর্মী পেশায় প্রেরণ করা হয়েছে।
- অভিবাসন ব্যয় হ্রাসের উদ্দেশ্যে সরকার সৌদিআরব সহ ১৫টি দেশের Country Specific অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করেছে। যা ব্যুরো ও তার অধীনস্থ সকল জেলা জনশক্তি অফিস, কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমূহ ও বায়রা-কে Electronic ও Print Media - সহ ব্যাপক প্রচারের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- অনগ্রসর জেলা কুড়িগ্রামের নারী পুরুষ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সৌদি আরবের বৃহৎ কোম্পানী ফেলকন গ্রুপের সাথে পিপিপি মডেলে ''কুড়িগ্রাম কর্মসূচি'' নামের একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিএমইটি ও এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের মাধ্যমে পত্রিকায় সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, স্যাটেলাইট ও কেবল টিভি চ্যানেল, স্থানীয় রেডিও'র মাধ্যমে ২৪টি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে।
- সচেতনতা ও প্রয়োজনীয় তথ্য জ্ঞানের অভাবে সৃষ্ট বিভ্রান্তির কারণে বিদেশগমনেচ্ছু কর্মীগণ মধ্যস্বত্বভোগী বা দালাল শ্রেণির দ্বারস্থ হয়। এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিএমইটি ও এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের মাধ্যমে বৈধভাবে বিদেশগমন, বৈধপথে রেমিটেন্স প্রেরণ, বৈদেশিক কর্মসংস্থানে প্রবেশ উপযোগী পেশা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ক ৪২,০০০ বুকলেট, ৬০,০০০ লিফলেট, ব্রসিয়ার ও পোস্টার বিতরণ, সতর্কতামূলক তথ্যাদি বিলবোর্ডে প্রদর্শন করা হয়েছে।
- বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরা যেন দালালসহ অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে হয়রানি ও প্রতারণার শিকার না হন সেজন্য সচেতনতা, করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ে পথ নাটক প্রদর্শন, বিভিন্ন জেলায় বিশেষ দিনসমূহে অনুষ্ঠিত মেলায় স্টলের মাধ্যমে প্রচার এবং উপজেলা ও জেলায় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় পূর্বক বিভিন্ন সভার আয়োজন করা হয়।
- ইউরোপ ,অস্ট্রেলিয়া ,ব্রাজিলসহ মোট ৫০ টি নতুন শ্রম বাজার সম্পর্কে Study সম্পন্ন করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে বিদ্যমান শ্রম বাজারের Trend এবং মহিলা কর্মীদের জন্য diversified trend identify করার লক্ষ্যে analysis করা হয়েছে। এ সকল রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসহ চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহে বাংলাদেশী কর্মীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। সে লক্ষ্যে একটি উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- যে সকল দক্ষ কর্মীর প্রাতিষ্ঠানিক কোনো সনদ নেই অথচ দেশের বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কাজ করছে অর্থাৎ ব্যবহারিক জ্ঞান আছে তাদেরকে অতি সম্প্রতি গৃহীত RPL (Recognition of Prior Learning) এর আওতায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে পরীক্ষা নিয়ে ২০১৬ সালে মোট ১১৩৮ জনকে সনদ দেয়া হয়েছে। এতে তাদের বেতন ও মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- গত ৩১ জুলাই, ২০১৬ তারিখে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, চট্টগ্রাম হতে স্মাটকার্ড বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই অপর ৬টি বিভাগে স্মাটকার্ড বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হবে।
- সৌদি আরব, জর্ডান ও মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত বাংলাদেশী কর্মীরা যেন সরাসরি তাদের অভিযোগ বা সমস্যা বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারকে অবহিত করতে পারে সে লক্ষ্যে প্রবাসবন্ধু কলসেন্টার (+০৯৬৫৪৩৩৩৩৩৩) স্থাপন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী ক্যাটাগরিতে গত **১৮.১২.২০১৬** তারিখে **১২** জন প্রবাসীকে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনাবাসি বাংলাদেশি) নির্বাচনপূর্বক সিআইপি কার্ড (পরিচয় পত্র) প্রদান করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সচিব এবং মালয়েশিয়াস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন এর অবিরাম শ্রম কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে মালয়েশিয়ার সরকার সেপ্টেম্বর ২০১৬ এ নির্মাণ, শিল্প এবং কৃষি সেক্টরে বাংলাদেশী কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু করেছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের জন্য মালয়েশিয়ায় অভিবাসনের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

- সৌদি আরবে গৃহ কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সালে সৌদি আরব ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৭১,৪৩৩ জন নারী কর্মী সৌদি আরব গমন করে। সরকারের সফল শ্রম কুটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে সৌদি আরব অধিক সংখ্যক নারী কর্মীর পাশাপাশি তাদের নিকট আত্মীয় পুরুষ কর্মী নিতে সম্মত হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৪-৬ জুন ২০১৬ ইং তারিখে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলসহ সৌদি আরব সফর করেছেন। সৌদি বাদশার সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বাংলাদেশ থেকে অধিক হারে কর্মী নিয়োগের বিষয়ে অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। এর ধারাবাহিকতায় গত ১০ আগস্ট ২০১৬ তারিখে সৌদি সরকার বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে কর্মী গ্রহণের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়।
- ২৭/১০/২০১৬ তারিখে মরিশাসে নতুন শ্রম উইং সৃজনের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।
- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০১৬ গত জানুয়ারি, ২০১৬ মাসে মন্ত্রিসভায় অনুমোদন লাভ করেছে এবং ২৬ মে, ২০১৬ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত হয়। নীতিমালার আলোকে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করার কার্যক্রম চলমান আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত কমিটির সভাপতি এবং এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সহ-সভাপতি। এ ছাড়া নীতিমালাটি বাস্তবায়নের জন্য একটি এ্যাকশন প্ল্যান তৈরীর কাজ চলমান আছে।
- মৃত প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীর মরদেহ বাংলাদেশের বিমানবন্দরে পৌঁছার পর ডাটাসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের Digital file opening software-এ ইনপুট হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে মৃতের পরিবারের সদস্যদের অনুকুলে আর্থিক অনুদান প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা সহজতর হয়েছে।
- ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের জন্য ২০১২ সাল থেকে শিক্ষাবৃত্তি চালু করেছে। বর্তমানে পিইসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি চার ক্যাটাগরিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের এ বৃত্তি দেওয়া হয়। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ১৮৭০ জন প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানকে ২ কোটি ৭৮ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪০০ টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
- বর্তমানে পিএসসি ক্যাটাগরিতে ৩ বছর ,জেএসসি ক্যাটাগরিতে ২ বছর ,এসএসসি ক্যাটাগরিতে ২ বছর ও এইচএসসি ক্যাটাগরিতে ৪-৫ বছর শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ক্যাটাগরী অনুযায়ী শিক্ষাবৃত্তির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্যাটাগরি	মাসিক বৃত্তির হার	বাৎসরিক মোট বৃত্তির পরিমাণ	বইসহ আনুষাঙ্গিক খরচ	মোট টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫=(৩+৪)
পিএসসি/সমমান	১৫০০.০০	৮,৪০০.০০	১৫,০০.০০	৯,৯০০.০০
জেএসসি/সমমান	১০০০.০০	১২০০০.০০	২,০০০.০০	১৪,০০০.০০
এসএসসি/সমমান	১৫০০.০০	১৮,০০০.০০	৩,০০০.০০	২১,০০০.০০
এইচএসসি/সমমান	২,০০০.০০	২৪,০০০.০০	৩,০০০.০০	২৭,০০০.০০

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে নতুন ০৫টি শাখা খোলাসহ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এর মোট শাখার সংখ্যা ৫৪টি দাঁড়িয়েছে।

৩.১৫ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি **২০১৬-১৭**

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৬-১৭ এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয়ের অর্জন ৯৫.৪৭%। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ

- বিদেশে প্রেরিত দক্ষ কর্মী ৪.০৯ লক্ষ
- প্রেরিত স্বল্প দক্ষ কর্মী ৪.৮৫ লক্ষ
- প্রেরিত নারী কর্মী ১.১২ লক্ষ
- নারী কর্মীর রিক্রুটমেন্ট ব্যয় হ্রাসকৃত ২টি দেশ
- দ্বি-পাক্ষিক-আন্তর্জাতিক সভা অনুষ্ঠিত এবং স্বাক্ষরিত চুক্তি/সমঝোতা স্মারক/সম্মত কার্যবিবরণী ৫টি
- পরিদর্শনকৃত রিক্রুটিং এজেন্সির অফিস ১৩৪টি
- নবায়নকৃত নিবন্ধন রিক্রুটিং এজেন্সি ১৩০টি
- সহায়তা প্রত্যাশী প্রবাসী কর্মীদের প্রদত্ত আর্থিক সহায়তা ৯৫%
- বিদেশে বাসগৃহ, জেলখানা, হাসপাতাল, অভিবাসী আশ্রয়স্থল পরিদর্শনকৃত ২৫৪১টি
- প্রবাসীদের বহুবিধ সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণকৃত ৯০.৮৭%
- কর্মী এবং নিয়োগকারীর মধ্যে বিরোধ নিস্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণকৃত ৯১%
- প্রবাসীদের পরিবারের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা বিষয়ে প্রদত্ত বৃত্তি ১০৭৯ জন।
- মৃত কর্মীর পরিবারকে বকেয়া বেতন, ভাতাদি এবং ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত ৯৫%
- নিস্পত্তির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণকৃত অভিযোগ ৬৯%
- বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত (ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট) ২৮টি
- অভিবাসন সংক্রান্ত পুস্তিকা বিতরণকৃত ৪২০০০টি
- সচেতনতামূলক লিফফেট প্রকাশ, পোস্টার প্রদর্শিত ৬০,০০০টি
- প্রশিক্ষিত কর্মী (পুরুষ-মহিলা) ১.৪ লক্ষ
- প্রশিক্ষিত নারী কর্মী ০.৬২ লক্ষ
- উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় টিটিসি/আইএমটি নির্মাণ সমাপ্তকরণ ১৫টি
- প্রচার কার্যক্রম আয়োজিত ৪৫টি
- অনাবাসি বাংলাদেশীগণকে (Important Non Resident bangladeshi) সিআইপি (এনআরবি)
- এর মর্যাদা প্রদান ১২ জন
- মন্ত্রণালয়/বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি প্রবর্তিত ২৬-০২-২০১৭
- প্রশিক্ষণের সময়- বছরে ৬০ ঘন্টা।
- নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য টয়লেটসহ অপেক্ষাগার চালূকৃত ৩০/১১/২০১৬
- সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।
- বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ১৩/১০/২০১৬
- বছরে অডিট আপত্তি নিস্পত্তিকৃত ৪০%

৩.১৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো:

১. প্রাতিষ্ঠানিকব্যবস্থা

১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা- অনুষ্ঠিত সভা ৪ টি

১.২ অংশী জনের অংশ গ্রহণে সভা ৩ টি

২. সচেতনতা বৃদ্ধি

২.১ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা ৬ টি

২.২ শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ২০০ জন

৩. আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার
৩.১ বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী ব্যবস্থাপনা খসড়া বিধির ভেটিং ৩০ডিসেম্বর,২০১৭
৩.২ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ আইন ৩০ মার্চ,২০১৭

৪. শুদ্ধাচার চর্চার জন্য প্রণোদনা প্রদান
৪.১শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান ০৩ জন

৫. ই-গভর্নেন্স
৫.১অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম চালু ৬০%
৫.২ ভিডিও কনফারেন্স ০৮ টি
৫.৩ ই-টেন্ডার চালুকরণ ৩০ মার্চ,২০১৭
৫.৪ অনলাইনে সেবা প্রদান চালুকরণ ১টি
৫.৫ ই-ফাইলিং চালুকরণ ২৮ ফেব্রুয়ারি,২০১৭

৬. উদ্ভাবনী উদ্যেগ
৬.১ ইনোভেশন টিম কর্তৃক উদ্ভাবনী ধারণা (Innovative Idea) বাস্তবায়ন ৫০%

৭. জবাবদিহি শক্তিশালী করণ
৭.১ অডিট কমিটির সভা আয়োজন ৪ টি

৮. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লিখিত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থারকার্যক্রম: প্রযোজ্য নয়

৯ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম:
৯.১ দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ২ টি
৯.২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন ১০০%
৯.৩ প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পন ৩০ মার্চ,২০১৭
৯.৪ শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন ৩০ জুন,২০১৭
৯.৫ সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ তে উল্লিখিত বিষয়সমূহ প্রদর্শন ৩০ ডিসেম্বর,২০১৭
৯.৬ ই-অ্যাটেন্ডেন্স চালুকরণ ৩০ ডিসেম্বর,২০১৬
৯.৭ বিলম্বে উপস্থিতির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ ১০০%
৯.৮ মন্ত্রণালয়ের কর্মবণ্টন সংস্কার ৩০ মার্চ,২০১৭
৯.৯ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ৩০ সেপ্টেম্বর,২০১৭
৯.১০ ইনভেন্টরি রেজিস্ট্রার চালুকরণ ও সংরক্ষণ ৩০ মার্চ,২০১৭
৯.১১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, NIS, GRS ও RTI, ইনোভেশন, সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন
৩০ মার্চ,২০১৭
৯.১২ বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৫-১৬) ওয়েব সাইটে প্রকাশ
১৫অক্টোবর ২০১৬
৯.১৩ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-২০১৮ এর খসড়া প্রণয়ন মে ২০১৭
৯.১৪.শুদ্ধাচার পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০১৭-২০১৮ প্রণয়ন মে,২০১৭
৯.১৫ অগ্রিম গৃহীত বিল সমন্বয় ৯৫%

১০. বাজেটবরাদ্দ
১০.১শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আনুমানিক (Indicative) বাজেট বরাদ্দ ৪.২০লক্ষ টাকা

১১. পরিবীক্ষণ
১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন ৩০ জুলাই,২০১৭
১১.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল ৪ টি

৩.১৭ প্রবাসী কল্যাণ কার্যক্রম:

প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং

চাকুরি নিয়ে বিদেশ গমনকারী কর্মীদের সংশ্লিষ্ট দেশের আইন-কানুন, রীতি-নীতি, ভাষা, পরিবেশ, অধিকার, কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিদেশ গমনের পূর্বে প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫২ হাজার ৮৪৪ জন বিদেশগামী কর্মীকে প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষাবৃত্তি

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের জন্য ২০১২ সাল থেকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। বর্তমানে পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি/সমমান ক্যাটাগরিতে প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ বোর্ড হতে ১৮৭৯ জন প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানকে ২ কোটি ৭৮ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

মৃতদেহ দেশে আনয়ন

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ পরিবারের লিখিত মতামত সাপেক্ষে দেশে আনয়ন অথবা সংশ্লিষ্ট দেশে দাফনের ব্যবস্থা করা হয়। গত অর্থ বছরে ৩ হাজার ৪৫৫ জন প্রবাসী কর্মীর মৃতদেহ দেশে ফেরত আনা হয়েছে।

প্রবাসে মৃত কর্মীর মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্স বাবদ আদায়কৃত অর্থ বিতরণ

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর নিয়োগকর্তা অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান হতে দূতাবাসের সহযোগিতায় মৃতের মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্সের অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। গত অর্থবছরে ১,০২৬ জন কর্মীর অনুকূলে আদায়কৃত ৫৯ কোটি ২৪ লক্ষ ৬০ হাজার ৩০৬ টাকা তাদের ওয়ারিশদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

আহত/অসুস্থ কর্মীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান

প্রবাসে কর্মরত অবস্থায় গুরুতর আহত/অসুস্থ/শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে দেশে ফেরত আসলে তাঁদের চিকিৎসার্থে বোর্ড হতে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়। গত অর্থ বছরে ৮৩ জন কর্মীকে ৭৪ লক্ষ টাকা চিকিৎসা সহায়তা দেয়া হয়েছে।

মৃতদেহ দেশে আনয়নে খরচ প্রদান

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ দেশে প্রেরণের খরচ সাধারণত সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তা বহন করে থাকেন। কোনো নিয়োগকর্তা উক্ত খরচ বহনে অপারাগতা প্রকাশ করলে অথবা নিয়োগকর্তা পাওয়া না গেলে বোর্ডের অর্থে মৃতদেহ দেশে ফেরত আনা হয়। এ বাবদ বোর্ডের তহবিল হতে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়।

মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদান

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ বিমানবন্দর হতে পরিবারের নিকট হস্তান্তরের সময় "মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ" বাবদ তাৎক্ষণিকভাবে মৃতের প্রতি পরিবারকে ৩৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়। গত অর্থবছরে ২ হাজার ৯৯৬ জন কর্মীর পরিবারকে ১০ কোটি ৪৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে ।

প্রবাসে মৃত কর্মীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান

বিদেশে বৈধভাবে গমনকারী/বৈধভবে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী কর্মীর প্রতি পরিবারকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ৩ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। গত অর্থ বছরে প্রবাসে মৃত ৪ হাজার ৫৫ জন কর্মীর পরিবারকে ১১৭ কোটি ৪২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে ।

আহত/অসুস্থ কর্মী দেশে ফেরত আনয়ন

প্রবাসে কর্মরত অবস্থায় গুরুতর আহত/অসুস্থ/শারীরিকভাবে অক্ষম কর্মীদের দূতাবাসের সহযোগিতায় চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনে দেশে ফেরত আনা হয়। এক্ষেত্রে ফেরত কর্মীকে বিমানবন্দর হতে গ্রহণ, এ্যাম্বুলেন্স সুবিধা প্রদান এবং সরকারি হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। গত অর্থবছরে এ ধরনের ৩৭ জন অসুস্থ কর্মীকে দেশে ফেরত এনে সরকারি হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিমানবন্দরস্থ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে সহায়তা

বিদেশগামী কর্মীদের নিরাপদে বিদেশ গমন এবং প্রত্যাবর্তনকালে তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্থাপিত প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক এর মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়। গত অর্থবছরে বিমানবন্দরস্থ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক এর মাধ্যমে বিদেশগামী ৮ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩২৬ জন কর্মীকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

কল সেন্টার স্থাপন

প্রবাসী কর্মীর দোরগোড়ায় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সেবাসমূহ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে "প্রবাস বন্ধু" নামে একটি কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে সৌদি আরব, জর্ডান ও মালয়েশিয়ায় কর্মরত কর্মীদের কলসেন্টারের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। যা পর্যায়ক্রমে অন্যান্য দেশেও সম্প্রসারণ করা হবে।

ডায়াসপোরা বাংলাদেশিদের কল্যাণ বোর্ডে অন্তর্ভুক্তি

ডায়াসপোরা বাংলাদেশিদের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সুযোগ-সুবিধার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে তাদেরকে কল্যাণ বোর্ডের ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্তি করা হচ্ছে। এর ফলে বোর্ড প্রদত্ত সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

৩.১৭.১ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবোরের সদস্যদের আর্থিক সাহায্য প্রদানের বিবরণঃ

ক্রম	বিবরণ	সাল	সংখ্যা	প্রদানকৃত অর্থ
১.	মৃতদেহ আনয়ন	২০১৬-১৭	৩৪৫৫	১,৩৩,৫০,০০০/-
২.	মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ প্রদান	২০১৬-১৭	২৯৯৬	১০,৪৮,৬০,০০০/-
৩.	আর্থিক অনুদান প্রদান	২০১৬-১৭	৪০৫৫	১১৭,৪২,২৪,৯৩৬/-
৪.	অসুস্থ কর্মীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান	২০১৬-১৭	৮৩	৭৪,০০,০০০/-
৫.	অসুস্থ কর্মী দেশে আনয়ন	২০১৬-১৭	৩৭	২,৭৭,৫০০/-
৬.	মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান	২০১৬-১৭	১০২৬	৫৯,২৪,৬০,৩০৬/-
৭.	শিক্ষাবৃত্তি প্রদান	২০১৬-১৭	১৮৭৯	২,৭৮,৩৯,১০০/-
৮.	ব্রিফিং	২০১৬-১৭	৫২৮৪৪	–
৯.	প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক এর মাধ্যম সেবা প্রদান	২০১৬-১৭	৮৮৫৩২৬	–

৩.১৮ আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০১৬ উদযাপন: অভিবাসী কর্মীর অবদানকে মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে জাতিসংঘ ১৮ ডিসেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো এ দিবসটি জাকজমকপূর্ণভাবে বাংলাদেশে উদযাপন করা হয়। ২০১৬ সালে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল উন্নয়নের মহাসড়কে, অভিবাসীরা সবার আগে" ।গণপ্রজাতন্ত্রী বংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম বি.এসসি এ দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানমালা উদ্বোধন করেন। আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসে র‍্যালি, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সংযাত্রা, সেমিনার, রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়।

৩.১৯ সিআইপি নির্বাচন: বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীগণ প্রতি বছর বিপুল অংকের রেমিট্যান্স প্রেরণ করেন। তাঁদের এ অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ সরকার প্রতি বছর সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রেরণকারী নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রবাসী কর্মীকে Commercial Important Person (CIP) মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করে থাকে। সিআইপি মর্যাদা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা তাদের কার্ড ব্যবহার করে সচিবালয়ে প্রবেশ, ব্যবসায়িক ভ্রমণে বিমান, রেল ও নৌপথে আসন সংরক্ষণের সুযোগ পেয়ে থাকেন। এছাড়া বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে চাইলে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সমান সুযোগ পান। দেশে বিদেশে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বৈঠক করতে পারেন। বিভিন্ন জাতীয় দিবসে বিদেশে বাংলাদেশ মিশনের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রন পান। পাশাপাশি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও নিজের চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালে কেবিন পাওয়ার ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার পান। এছাড়া প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীরা দেশে বিনিয়োগ করতে চাইলে তাদেরকে বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী ক্যাটাগরিতে গত ২৮.১২.২০১৬ইং তারিখে ১২ জন প্রবাসীকে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনাবাসি বাংলাদেশি) নির্বাচনপূর্বক সিআইপি কার্ড (পরিচয় পত্র) প্রদান করা হয়েছে।

৩.২০ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ, আন্তর্জাতিক সেমিনার/সম্মেলন এ অংশগ্রহণ ঃ

১. ০৮-১৩ আগস্ট ২০১৬ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম বিএসসি এর নেতৃত্বে দ্বিপাক্ষিক সভায় অংশগ্রহণের জন্য ০৭ (সাত) সদস্যস্যের প্রতিনিধদলের জর্ডান ও লেবানন সফর।

২. ২৪-২৫ আগস্ট ২০১৬ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম বিএসসি এর নেতৃত্বে কলম্বো প্রসেস এর ৪র্থ সিনিয়র অফিসিয়াল সভা এবং মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় অংশগ্রহণের জন্য ০৪ (চার) সদস্যের প্রতিনিধিদলের কলম্বো, শ্রীলঙ্কা সফর।

৩. ১৮-২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ জাতিসংঘের ৭১তম সাধারণ অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীসহ ০৪ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নিউইর্য়ক, যুক্তরাষ্ট্র সফর।

৪. ০৬ -১৯ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ম্যানেজারস এবং ০৬ নভেম্বর -০৩ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ প্রশিক্ষণার্থীদের TVET Capacity Building Course অংশগ্রহণের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) জনাব নারায়ণ চন্দ্র বর্মা এর নেতৃত্বে ২৪ সদস্যের প্রতিনিধিদলের দক্ষিণ কোরিয়া সফর।

৫. ১৪ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ বদরুল আরেফীন এর " A Dialogue on Global Migration Compact" অংশগ্রহণের জন্য নিউইর্য়ক, যুক্তরাষ্ট্র সফর।

৬. ৮-১০ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব জাবেদ আহমেদ এর সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে অনুষ্ঠিতব্য "আমার বাংলাদেশ" ক্যাম্পেইন এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।

৭. ১৪-১৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ চৌধুরীর নেতৃত্বে বুদাপেস্ট প্রসেস এর ওয়ার্কিং গ্রুপের সিনিয়র অফিশিয়াল সভায় অংশগ্রহণের জন্য ০২ সদস্যের প্রতিনিধিদলের তুরস্ক সফর।

৮. ১৫-২০ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরীর নেতৃত্বে মালয়েশিয়াস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের শ্রম উইং পরিদর্শনের জন্য ০৫ (পাঁচ) সদস্যের প্রতিনিধিদলের মালয়েশিয়া সফর।

৯. ১৮-১৯ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ এ মন্ত্রণালেয়ের উপসচিব জনাব মোহাম্মদ শাহীন এর ৭তম ADBI-OECD-ILO Roundtable বৈঠকে অংশগ্রহণ।

১০. ২৩-২৪ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম বি.এসসি এর নেতৃত্বে আবুধাবী ডায়ালগের ৪র্থ সিনিয়র অফিসিয়াল সভা এবং মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় অংশগ্রহনের জন্য ০৫ (পাঁচ) সদস্যের প্রতিনিধিদলের কলম্বো, শ্রীলংকা সফর।

১১. ২৪-২৫ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব আব্দুর রউফ এর " Bangladesh Trade and Investment Conference" এ অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে কম্বোডিয়া সফর।

১২. ২৯ জানুয়ারি -০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব বদরুল আরেফীন এর নেৃতত্বে দ্বি-পাক্ষিক সভায় অংশগ্রহণের জন্য ১০ (দশ) সদস্যের প্রতিনিধিদলের সৌদি আরব সফর।

১৩. ২৬ -২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের সচিব বেগম শামছুন নাহার এর নেতৃত্বে 4th Joint Committee Meeting এ অংশগ্রহণের জন্য ০৪ সদস্যের প্রতিনিধিদলের মাস্কট, ওমান সফর।

১৪. ০১-০২ মার্চ ২০১৭ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন এর নেতৃত্বে বুদাপেস্ট প্রসেস এর কনসালটেশন সভায় অংশগ্রহণের জন্য ০২ সদস্যের প্রতিনিধিদলের ইস্তাম্বুল, তুরস্ক সফর।

১৫. ০৬-১৭ মার্চ ২০১৭ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মোহাম্মদ শাহীন এবং উপসচিব জনাব ফেরদৌসী আখতার এর Jobs and Migration Core Course-2017 এ অংশগ্রহণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সফর।

১৬. ০১-০৫ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য জনাব মোঃ ইসরাফিল আলম এর নেতৃত্বে দ্বিপাক্ষিক সভায় অংশগ্রহণের জন্য ০৫ (পাঁচ) সদস্যের প্রতিনিধিদলের বাহরাইন সফর।

১৭. ০৩-০৪ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম বিএসসি এর নেতৃত্বে International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (ICRMW) সংক্রান্ত সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য ১১ (এগার) সদস্যের প্রতিনিধিদলের জেনেভা, সুইজারল্যান্ড সফর।

১৮. ১৯-২২ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম বিএসসি এর নেতৃত্বে Human Resource Development Seminer এ অংশগ্রহণ এবং ২৪-২৫ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ দ্বি-পাক্ষিক সভায় অংশগ্রহণের জন্য ০৭ (সাত) সদস্যের প্রতিনিধিদলের জাপান ও সিঙ্গাপুর সফর।

১৯. ২২-২৭ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ আজহারুল হক এর নেতৃত্বে সৌদি আরবস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস/কনস্যুলেট জেনারেল অফিস এর শ্রম উইং পরিদর্শনের জন্য ০৭ (সাত) সদস্যের প্রতিনিধিদলের সৌদি আরব সফর।

২০. ০৭-১০ মে ২০১৭ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের সচিব বেগম শামছুন নাহার এর নেতৃত্বে দ্বিপাক্ষিক সভায় অংশগ্রহণের জন্য ০৫ (পাঁচ) সদস্যের প্রতিনিধিদলের মালদ্বীপ সফর।

২১. ১৪-১৮ মে ২০১৭ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম বিএসসি এর নেতৃত্বে দ্বিপাক্ষিক সভায় অংশগ্রহণের জন্য ০৮ (আট) সদস্যের প্রতিনিধিদলের সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর।

২২. ২৩-২৪ মে ২০১৭ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ড. কাজী কামরুন নাহার এর নেতৃত্বে Migrants in Countries in Crisis Initiative (MICIC) সংক্রান্ত ওয়ার্কশপে অংশগ্রহনের জন্য ০২ (দুই) সদস্যের প্রতিনিধিদলের ফিলিপাইন সফর।

২৩. ০৪-১১ জুন ২০১৭ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণে বোর্ডের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ জুলহাস এর নেতৃত্বে ডায়াসপোরাদের তথ্য সংগ্রহের জন্য ০৫ (পাঁচ) সদস্যের প্রতিনিধিদলের ইতালি ও গ্রীস সফর।

২৪. ১৫-২১ জুন ২০১৭ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ আজহারুল হক এর নেতৃত্বে Global Forum on Remittances, Investment and Development 2017 (GFRID) এ অংশগ্রহণের জন্য ০২ (দুই) সদস্যের প্রতিনিধিদলের নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র সফর।

২৫. ২০-২১ জুন ২০১৭ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা বোয়েসেল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর নেতৃত্বে ০৩ (তিন) সদস্যের প্রতিনিধিদলের Employment Permit System সংক্রান্ত ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের জন্য ০৩ (তিন) সদস্যের প্রতিনিধিদলের দক্ষিণ কোরিয়া সফর।

৩.২১ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহঃ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অদক্ষ শ্রমিকের তুলনায় দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বেশী। এই বিষয়টি মাথায় রেখে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) এবং ২৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে। কারিগরি প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে প্রথম পর্যায়ে “৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং চট্টগ্রামে ০১টি আইএমটি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় জুন ১৭ পর্যন্ত ১৩টি কেন্দ্রের জন্য জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ২টি কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে এবং ০৯টি কেন্দ্রের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ, অবমুক্তি ও অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রকল্প ব্যয়	প্রকল্প/কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ মোট বরাদ্দ (প্রঃসাঃ)	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অবমুক্তি টাকা (প্রঃসাঃ)	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় (বরাদ্দের %)
	বিনিয়োগ প্রকল্প				
১।	মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (৩য় সংশোধিত) জুলাই ২০১০-ডিসেম্বর ২০১৭ ২৪৪১৮.৩৩ লক্ষ টাকা	(ক) মেরিন টেকনোলজি স্থাপন করা। (খ) নৌ-বিদ্যায় বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দান। (গ) প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে দেশে বিদেশে কর্মসংস্থান প্রদান করা।	২৫০০.০০ (--)	২২৫০.০০ (--)	১৬৯৫.৭৪ (৬৭.৮৩ %)
২।	বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ	দেশের বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৪২৯৫.০৩

	কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত) জুলাই ২০১০ - জুন ২০১৮ ৮২৫৭১.৭৩ লক্ষ টাকা	যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ (কারিগরী ও ভোকেশনাল) প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৭টি জেলায় ২৭টি টিটিসি স্থাপন।	(--)	(--)	(৮৫.৯০ %)
৩।	ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষনার্থীদের বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম (৭ম পর্যায়) জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৭ ৪৮৪৮.০০ লক্ষ টাকা	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে নিয়োজিত বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত টিটিসি এবং আইএমটি প্রশিক্ষণার্থীদেরকে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তর এবং তাদের ঝরে যাওয়া রোধকল্পে নিয়মিত বৃত্তি প্রদান করা।	৬০০.০০ (--)	৬০০.০০ (--)	৫৭৮.২৭ (৯৬.৩৮ %)
৪।	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি-র সংস্কার ও আধুনিকায়ন জানুয়ারি ২০১৪ থেকে জুন ২০১৮ ৫৫৪৭.৭৮ লক্ষ টাকা	বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের একাডেমিক ভবন, ওয়ার্কশপ, আবাসিক ভবনসমূহের সংস্কার সম্পসারণ, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য আসবাবপত্র ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন ও প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান।	১৮০০.০০ (--)	১৮০০.০০ (--)	১৭৮৪.০৫ (৯৯%)
৫।	৪০ টি উপজেলায় ৪০ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ ও চট্টগ্রামে একটি আইএমটি স্থাপন জানুয়ারি ২০১৬ থেকে জুন ২০২০ ১৩৩১২৯.০০ লক্ষ টাকা	দেশের বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ (কারিগরি ও ভোকেশনাল) প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	১১১৭৬.০০ (--)	৭৫০০.০০ (--)	৪৯৬১.৪২ (৪৪.৩৯%)
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ				
৬।	ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম অব টিটিসি, রাজশাহী খ) জানুয়ারি ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৯ ৮৭১১.০০ লক্ষ টাকা	বিদ্যমান রাজশাহী টিটিসির অবকাঠামোগত এবং প্রশিক্ষণগত মান উন্নয়ন, কারিগরি ক্ষেত্রে মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মের সুযোগ সৃষ্টিসহ বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা এবং কোরিয়ান প্রযুক্তির ব্যবহার।	১০০০.০০ (৫০০.০০)	৫০০.০০ (৫০০.০০)	৯৮৯.৬৯ (৯৯%)
৭।	Application of Migration Policy for Decent Work of Migrant Workers. April 2016 to March 2021 ৫৮৩২.৪৩ লক্ষ টাকা	অভিবাসী নারী ও পুরুষ কর্মীদের নিরাপদ অভিবাসন ও শোভন কাজের সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করা।	১৬০৬.০০ (১৬০০.০০) (উন্নয়ন সহযোগী আইএলও)	৬.০০ (১৬০০.০০)	৬৫৮.৭৭ (৪১%)

এছাড়াও উন্নয়ন সহযোগী আইএলও এর সহায়তায় ওয়ার্ক ইন ফ্রিডম এবং আইওএম এর সহায়তায় স্কিল ডেভেলপমেন্ট ও আন্দামান সাগর থেকে ফেরত আসা ব্যক্তিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পুন: একত্রীকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসব নিরাপদ অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

৩.২২ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী:

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৬-১৭)		পূর্ববর্তী বছর (২০১৫-১৬)	
			সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	১.	প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের	১৮৭৯	২৭৮	৯০৫	১৩৬

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়		বৃত্তি প্রদান				
	২.	প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদান	২৯৯৭	১০৪৯	২৮৪০	৯৯৪
	৩.	প্রবাসে মৃত কর্মীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান	৪০৫৫	১১৭৪২	৫৭৪০	১৬৬১৭
	৪.	প্রবাসে মৃত কর্মীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/ইন্সুরেন্স/সার্ভিস বেনিফিট বাবদ আদায়কৃত অর্থ বিতরণ	১০২৬	৫৯২৪	১১৪৪	৬৮৫৩
	৫.	আহত/পঙ্গু/অসুস্থ কর্মীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান	৮৩	৭৪	২৪	২৩
	৬.	বিদেশগামী কর্মীদের প্রি-ডিপার্চার ট্রেনিং	৫,৫৪,৯৪৭	-	৪৫২৭৬	৫৪.৩৩
	৭.	টিটিসিসমূহে ড্রাইভিং কোর্সে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কর্মসূচি	২,৮৮৭	৮৬.৬৩	৬৪৯৬	৩৩১.৩৭
	৮.	সৌদিআরব গমনেচ্ছুক মহিলা গৃহকর্মীদের ২৬টি টিটিসিতে আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান	৭২,০২৮	-	১৩৪৪৬	৪০৮.১৯
	৯	সরকারী ব্যবস্থাপনায় বিএমইটির মাধ্যমে জর্ডানগামী মহিলা কর্মীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	-	-	৫২৯	১৮.৫৪
	১০	হংকং এ মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণ সংক্রান্ত কর্মসূচী	১৬৬	১২.২৭	১৯৪৬	২২২.৮৪
	১১	রংপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)-এ গার্মেন্টস ট্রেড চালুকরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয় ও খন্ডকালীন অস্থায়ী প্রশিক্ষক নিয়োগ এবং বেতন-ভাতা প্রদান	২৫৭	১২.২৫	৪০	২০.০০

অধ্যায়-৪

মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম ও অগ্রগতি

৪.১ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি):

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান জনশক্তি প্রেরণকারী দেশ। বিদেশে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণ এবং তাদের প্ররিত রেমিটেন্স দেশের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করছে। বর্তমানে বৈশ্বিক শ্রমবাজারে প্রযুক্তির প্রসারতার কারণে দক্ষ কর্মীর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈদেশিক শ্রমবাজারে সুদৃঢ় অবস্থান তৈরির লক্ষে নিয়োগকারী দেশের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠিকে কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদে রুপান্তর করা হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যকে সফল করার লক্ষ্যে ব্যুরোর অধীনে ৬৮টি পশিক্ষণ কেন্দ্রর (৬২ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৬ টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির) আওতাধীন ৪৮টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সর্বস্তরে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সারা দেশব্যাপী উপজেলা পর্যায়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প ইতোমধ্যেই হাতে নেয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ৪০টি উপজেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে এবং প্রকল্পটি ২০১৯ সালে সম্পন্ন হবে। সেবার পরিধি বৃদ্ধিকল্পে নতুনভাবে ২২ টি জেলায় জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস এবং ৩ টি বিভাগীয় জনশক্তি অফিস স্থাপনসহ "৬৪ টি জেলায় ৬৪ টি জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস এবং ০৭টি বিভাগীয় জনশক্তি অফিসের নিজস্ব ভবন তৈরি" শীর্ষক প্রকল্প এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মী ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বিদেশ গমনকৃত কর্মীদের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিদ্যমান ৪২ টি জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস এবং ০৪ টি বিভাগে বিভাগীয় জনশক্তি অফিসের মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের বিষয়ে তথ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। অধিনস্থ এ সকল অফিসের মাধ্যমে বিদেশে মৃত কর্মীর পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ পেতে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান, বৈধ ওয়ারিশ সনাক্তকরণ, অভ্যন্তরীন শ্রম বাজার অনুসন্ধান, বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান, বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগীদের নিকট থেকে সতর্ক থাকার বিষয়ে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান আরও জোরদার করা হয়েছে।

৪.১.১ দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ মান উন্নয়ন ঃ

- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), বিদেশে বাংলাদেশী কর্মীদের অধিকহারে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বর্তমানে ৬৮টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অধিভুক্ত ৪৮টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৬,৮১,১৬৩জন পুরুষ ও ৮৭,৭০০জন মহিলা'কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বিএমইটির আওতায় বর্তমানে ৩৩টি টিটিসিতে প্রশিক্ষণের মেয়াদ ২১দিন হতে ৩০দিনে উন্নীত করে হাউজকিপিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

বি-কে টিটিসিতে হাউজকিপিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব টিটিসিতে গৃহকর্ম পেশায় প্রশিক্ষণ প্রদান

- গৃহকর্ম পেশায় নারী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য হাউজ কিপিং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল আপডেট করা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে টিটিসি কর্তৃক NTVQF পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং ১৫টি ট্রেডে ৪৫টি আধুনিক মডিউলে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

- NTVQF এর আওতায় প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন পেশায় কম্পিটেন্সি যাচাইয়ের লক্ষ্যে বিএমইটির বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষক ও ইন্ডাস্ট্রি হতে মোট ৫০০ জন কে Assessor হিসেবে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে। এছাড়া বিএমইটি ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ৪০০ জন প্রশিক্ষককে NTVQF এর আওতায় Skill Certificate কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রশিক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

International Conference on "Skills for Future World of Work & TVET for Global Competitiveness

ইন্সটিস্টিউট অব মেরিন টেকনোলজি-ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব

- Guangzhou Industry and Trade Technician College (GZITTC), Guangzhou, China তে Special Teacher’s Training Programme (STEP) প্রকল্পের আওতায় Mid Level Management Training Programme-এ বিএমইটি’র ০১জন উপপরিচালক ও টিটিসি’র ১৫ জন অধ্যক্ষকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- এছাড়া STEP প্রকল্পের আওতায় Mid Level Manager Programme এ আইএমটি’র ০১ জন অধ্যক্ষ এবং Special Teacher’s Training Programme-এ আইএমটি’র ০৪ জন ইন্সট্রাক্টর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।
- STEP প্রকল্পের আওতায় প্রতি ব্যাচে ২৪ জন করে ০৭ দিনের Pedagogy প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত ৪৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- SEIP প্রকল্পের আওতায় বিএমইটি’র ০১জন উপপরিচালক ও টিটিসি’র ০১ জন অধ্যক্ষ Pedagogy Programme for Trainers, Institute of Techical Education, Singapore -এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রশিক্ষণ কোর্সে আরবী ভাষা শিক্ষণ অন্তর্ভূক্ত করে বর্তমানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া ০৬টি টিটিসিতে পরিচালিত হাউজকিপিং কোর্সে হংকংগামী কর্মীদের জন্য ক্যান্টনিজ ভাষা, কোরিয়াগামী কর্মীদের জন্য ঢাকাস্থ ৩টি টিটিসিতে কোরিয়ান ভাষা ও অন্যান্য জেলায় ৪টি টিটিসিতে ইংরেজী ভাষায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জাপানে কর্মী/ ইন্টার্ন প্রেরণের লক্ষ্যে নির্বাচিতদেরকে বাংলাদেশ-জার্মান টিটিসিতে জাপানী ভাষায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অধিকতর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১ম পর্যায়ে ৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং চট্টগ্রাম জেলায় ০১টি ইন্সস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন ও ২য় পর্যায়ে আরও ৫০টি উপজেলায় ৫০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। এতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগোষ্ঠিকে দক্ষতা উন্নয়নের আওতায় আনা সম্ভব হবে।
- শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তা এবং প্রকল্পের আওতায় আইডিবি’র আর্থিক সহায়তায় DTTI (Dhaka Technical Teachers Training Institute) প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যা গত ১৪/০২/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ECNEC এর সভায় অনুমোদিত হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে।
- জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত ২৭টি টিটিসি শক্তিশালীকরণ, আধুনিকায়ন ও সংস্কার শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলছে।
- জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশ জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ, আধুনিকায়ন ও সংস্কার শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলছে।
- বিএমইটির আওতায় ৬টি বিনিয়োগ প্রকল্প ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এডিপি’র সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। উল্লিখিত ৬টি বিনিয়োগ প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের মতামতের ভিত্তিতে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।

- জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো'কে একটি অন্যতম আধুনিক ও সেবামুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শক্তিশালীকরণ, আধুনিকায়ন ও সংস্কার শীর্ষক প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলছে।

ওয়েলডিং ল্যাব

মেশিন ল্যাব

৪.১.২ শ্রম বাজার সম্প্রসারণ ঃ

- বিদ্যমান ও নতুন ৫০টি দেশের শ্রম বাজারের Diversified Sector এর চাহিদা এবং চাহিদাকৃত Sector সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপন এবং বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে Skill gap চিহ্নিত করে উত্তরনে পরামর্শ প্রদানের জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৪.১.৩ বিএমইটি ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তিঃ

- জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর সাথে City & Guilds- এর দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত।

City & Guilds Group

- জনশক্তি, কর্মসংস্থান ব্যুরোর সাথে সৌদি আরবের Waleed A.Al-Swaiden & Partners for Recruitment- এর সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত।
- জনশক্তি, কর্মসংস্থান ব্যুরোর সাথে সৌদি আরবের Khaled Mashhour Al Garni Recruitment, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia- এর সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত।
- জনশক্তি, কর্মসংস্থান ব্যুরোর সাথে সৌদি আরবের AL AJEER RECRUITMENT CO.(ARCO), Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia- এর সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত।

৪.১.৪ ই- সার্ভিস ঃ

- সরকারি কাজে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ই-ফাইলিং এবং ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- ই--লার্নিং পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিদেশগমনেচ্ছু মহিলা গৃহকর্মীগণ মোবাইল ব্যবহারের মাধ্যমে ঘরে বসেই গৃহকর্মী পেশায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন।
- ২০টি টিটিসিকে ই-মনিটরিং এর আওতায় আনা হয়েছে এবং অধিনস্থ দপ্তরের সাথে ভিডিও কনফারেন্স চালু আছে

- অনলাইনে অভিযোগ গ্রহণ কার্যক্রম চালু রয়েছে।
- মোবাইলে ভিসা এ্যাপস ব্যবহার করে অনলাইনে ভিসা চেকিং সুবিধা প্রদান শুরু হয়েছে।
- টিটিসি হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ অনলাইনে যাচাই করা যায়।

৪.১.৫ পুরস্কার/প্রণোদনা ঃ

- নৈতিকতা,শুদ্ধাচার, সেবা সহজিকরণে উদ্ভাবনী চর্চা এবং দক্ষতার সাথে দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছর মন্ত্রণালয় হতে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)'র শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্জন।

- নৈতিকতা,শুদ্ধাচার, সেবা সহজিকরণে উদ্ভাবনী চর্চা এবং দক্ষতার সাথে দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য মন্ত্রণালয় হতে ০২ জন , বিএমইটি হতে ১২জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে এবং বোয়েসেল হতে ২ জনকে পুরস্কার/প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বিএমইটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে।

৪.১.৬ সেবা সহজীকরণঃ

- মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে হয়রানি ও প্রতারণা রোধ এবং তা প্রতিকারের লক্ষ্যে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল গঠনের মাধ্যমে প্রবাসী নারী কর্মী সংক্রান্ত অভিযোগ দ্রুত নিস্পত্তি করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।
- সদর দপ্তর ও জেলা পর্যায়ে ''কর্মী বাছাই ও নির্বাচন কমিটি'' গঠনের মাধ্যমে কর্মী বাছাই এর ফলে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে।
- বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের দোরগোরায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ডিইএমও ও টিটিসির মাধ্যমে প্রাক বহির্গমন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অধিকতর dissémination করে বর্তমানে ৫৯টি টিটিসি ও ৬টি আইএমটিতে সম্প্রসারিত করা হয়েছে।
- সময় এবং অর্থ সাশ্রয়ের মাধ্যমে দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিদেশগামী কর্মীদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করে ২৬টি জেলায় চালু করা হয়েছে।
- বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের সেবা আরও সহজীকরণের লক্ষ্যে ডিইএমও, চট্টগ্রামে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও স্মার্ট কার্ড প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় আরও ০৬টি জেলা সিলেট, যশোর , রংপুর, কুমিল্লা, পাবনা ও গোপালগঞ্জ জেলায় স্মার্ট কার্ড প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলমান।

৪.১.৭ প্রচার প্রচারণাঃ

- দেশে ৬৪টি জেলায় ডিইএমও ও টিটিসিসমূহের মাধ্যমে এবং সদর দপ্তর পর্যায়ের অভিবাসন প্রক্রিয়ায় মধ্যস্বত্বভোগী নির্মূলের জন্য ''বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইন ২০১৩'' এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ, মানব পাচার আইন এবং মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির দৌরাত্ম সম্পর্কে জনগনকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হচ্ছে। ফলে তারা আইন সম্পর্কে সম্যক অবহিত হচ্ছেন এবং সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হচ্ছে।
- বিএমইটি ও এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের মাধ্যমে পত্রিকায় সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, স্যাটেলাইট ও কেবল টিভি চ্যানেল, স্থানীয় রেডিও'র মাধ্যমে ২৮টি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে।
- সচেতনতা ও প্রয়োজনীয় তথ্য জ্ঞানের অভাবে সৃষ্ট বিভ্রান্তির কারণে বিদেশগমনেচ্ছু কর্মীগণ মধ্যস্বত্বভোগী বা দালাল শ্রেণির দ্বারস্থ হয়। এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিএমইটি ও এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের মাধ্যমে বৈধভাবে বিদেশগমন, বৈধপথে রেমিটেন্স প্রেরণ, বৈদেশিক কর্মসংস্থানে প্রবেশ উপযোগী পেশা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ক

৪২০০০ বুকলেট, ৬০০০০ লিফলেট, ব্রসিয়ার ও পোস্টার বিতরণ, সতর্কতামূলক তথ্যাদি সম্বলিত বিলবোর্ডে প্রদর্শন করা হচ্ছে। এছাড়া দপ্তরসমূহ কর্তৃক জেলা ও উপজেলায় আয়োজিত অভিবাসী মেলা, ডিজিটাল মেলায় নিজ নিজ স্টলের মাধ্যমে এসকল তথ্য সেবা প্রদান করা হয়।

- বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরা যেন দালাল এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দ্বারা হয়রানি ও প্রতারণার শিকার না হন সেজন্য সচেতনতা, করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ে পথ নাটক প্রদর্শন, বিভিন্ন জেলায় বিশেষ দিনসমূহে অনুষ্ঠিত মেলায় স্টলের মাধ্যমে প্রচার এবং উপজেলা ও জেলায় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় পূর্বক বিভিন্ন সভার আয়োজন করা হয়।

৪.২ বোয়েসেল

৪.২.১ বোয়েসেল গঠনের উদ্দেশ্যঃ

সরকারের আনুকূল্যে ও সহায়তায় বাংলাদেশের কর্মক্ষম ও বিদেশে চাকুরি করতে ইচ্ছুক নাগরিকদেরকে স্বল্প অথবা / বিনা খরচে বিদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে কোম্পানি আইনের অধীনে বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) নামে একটি সরকারি জনশক্তি রপ্তানিকারক কোম্পানি নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়:

১। আন্তর্জাতিক মাইগ্রেশন সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী বিশ্বের সকল শ্রমিক আমদানিকারক দেশে অতিরিক্ত অভিবাসন ব্যয় হ্রাস করে যুক্তিসংগত অভিবাসন খরচে বা বিনা খরচে শ্রমিক প্রেরণ।

২। বিদেশী নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সঠিক কাজে সঠিক কর্মী নিয়োগ-এ সহায়তা করা।

৩। প্রকৃত ও দক্ষ কর্মী প্রেরণ করে বিশ্ব শ্রম বাজারে বাংলাদেশের শ্রমিকদের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা।

৪। বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করা।

৫। বিদেশে শ্রমিক প্রেরণের কার্যক্রমকে সেবাধর্মী কার্যক্রমে রূপান্তরের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিদেশে প্রেরণের সুযোগ সৃষ্টি করা ও বৃদ্ধি করা।

৬। বিভিন্ন শ্রমিক আমদানিকারক দেশসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঐ সকল দেশে বাংলাদেশী শ্রমিক প্রেরণ করা।

৭। বিদেশে শ্রমিক প্রেরণের লক্ষ্যে নতুন নতুন বাজার অন্বেষণ করা।

৪.২.২ বোয়েসেলের পরিচালনা বোর্ডঃ

মেমোরেন্ডাম ও আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন অনুযায়ী বোয়েসেল পরিচালনার ব্যাপারে নীতিনির্ধারণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য একটি পরিচালনা বোর্ড রয়েছে। বর্তমানে পরিচালনা বোর্ডের সকল সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত। বোয়েসেল প্রতিষ্ঠার পর হতে শ্রম মন্ত্রণালয়ের সচিব পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গঠিত হবার পর থেকে উক্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে বোয়েসেল পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

বোয়েসেলের পরিচালনা বোর্ডের সদস্যবৃন্দের তালিকাঃ

১)	সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।	চেয়ারপার্সন
২)	মহা-পরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো।	পরিচালক
৩)	অতিরিক্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	পরিচালক
৪)	অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	পরিচালক
৫)	অতিরিক্ত সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।	পরিচালক
৬)	যুগ্ম-সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।	পরিচালক
৭)	মহা-পরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	পরিচালক

বোয়েসেল পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত ও অনুমোদিত আর্থিক, প্রশাসনিক নীতিমালা অনুযায়ী বোয়েসেল পরিচালিত হয়ে থাকে।

৪.২.৩ বোয়েসেলের জনবলঃ

বর্তমানে বোয়েসেল ৭৬জন জনবল নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। বোয়েসেলের সকল কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে।

৪.২.৪ বোয়েসেলের সার্ভিস চার্জঃ

১। যেক্ষেত্রে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বোয়েসেলকে কোনো কমিশন দেয় না সেক্ষেত্রে বোয়েসেল কর্মীদের নিকট হতে নিম্নবর্ণিত হারে সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করেঃ-

(সময় ২০১৬-২০১৭)

ক্যাটাগরী	নিয়োগকর্তা যোগদানের জন্য বিমান ভাড়া প্রদান করলে	নিয়োগকর্তা যোগদানের বিমান ভাড়া প্রদান না করলে
অদক্ষ / স্বল্প দক্ষ	২৬,৪০০/- টাকা	২০,৪০০/- টাকা
দক্ষ	৪২,০০০/- টাকা	৩০,০০০/- টাকা
পেশাজীবী	৭২,০০০/- টাকা	৫৪,০০০/- টাকা
মহিলা গার্মেন্টস কর্মী	১২,০০০/- টাকা	৬,০০০/- টাকা
দক্ষিন কোরিয়ায় এমপ্লয়মেন্ট পারমিট সিস্টেম (ইপিএস)-এর মাধ্যমে কর্মী প্রেরণ	১৯,২০০/- টাকা	
যে সকল নিয়োগকর্তা বছরে ২০০০+ মহিলা কর্মী নিয়োগ করে	১০,০০০/-	

৪.২.৫ বিনা খরচে অভিবাসন:

বোয়েসেল বিনা খরচেও বিদেশে কর্মী প্রেরণ করে থাকে। এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্মীর ইন্টারভিউ হতে নিয়োগকর্তার দেশে গমন পর্যন্ত সকল ব্যয় বহন করে থাকে। এমনকি বোয়েসেলের যে সার্ভিস চার্জ তাও উক্ত কোম্পানী প্রদান করে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ইন্টারভিউতে আসার জন্য যাতায়াত ভাতা, আপ্যায়ন, কর্মীর মেডিকেল ব্যয়, বিমান ভাড়া, ভিসা ব্যয় সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বহন করে। এ পদ্ধতিতে ইতিমধ্যে বোয়েসেলের মাধ্যমে কাতারে ১০৭জন, দুবাই-এ ২৬ জন, সৌদি আরবে ৭০ জন, মোট ২০৩ জন কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরীত কর্মীরা পেশাজীবী ও দক্ষ এবং তাঁরা উচ্চ বেতনে চাকুরি করছে।

৪.২.৬ কোরিয়ায় কর্মী নিয়োগ সংক্রামন্ত তথ্যঃ

Employment Permit System: এর আওতায় বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় বোয়েসেলের মাধ্যমে ২০০৮ খ্রিঃ হতে দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। এ পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপঃ

(১) কর্মীদের অভিবাসন ব্যয় (বিমান ভাড়াসহ) ৮৫০ (আট'শ পঞ্চাশ) মার্কিন ডলার মাত্র।

(২) কর্মীগণ দক্ষিণ কোরিয়ায় ওভারটাইমসহ মাসিক ১ (এক) লক্ষ টাকার উপরে আয় করে থাকে। তাদের থাকা এবং খাবার ব্যবস্থা নিয়োগকারী কোম্পানি করে থাকে।

(৩) ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত EPS এর মাধ্যমে মোট ১৬,৭২১ জন কর্মী চাকুরি নিয়ে বোয়েসেলের মাধ্যমে কোরিয়া গমন করেছে।

(৪) EPS এর মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়ায় গমনের জন্য কর্মী নির্বাচন এবং কর্মী প্রেরণসহ সকল প্রক্রিয়া Online এ অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

৪.২.৭ জর্ডানে গার্মেন্টস কর্মী নিয়োগ বিষয়ক তথ্য:

২০০৬ খ্রিঃ হতে জর্ডান সরকার বাংলাদেশ হতে কর্মী নিয়োগ বন্ধ করে দেয়। প্রবাসী কলাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জর্ডানস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের বিশেষ চেষ্টায় ২০১০ খ্রিঃ তারিখের সেপ্টেম্বর মাস হতে জর্ডান সরকার বাংলাদেশ হতে শুধুমাত্র মহিলা গার্মেন্টস কর্মী নিয়োগের অনুমতি প্রদান করেছে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধায়নে প্রকৃত মহিলা গার্মেন্টস কর্মীদের স্বল্প খরচে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বোয়েসেল বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা নিম্নরূপ:

(ক) জর্ডানের গার্মেন্টস কোম্পানির প্রতিনিধি ঢাকায় এসে ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে প্রকৃত/দক্ষ মহিলা গার্মেন্টস কর্মী নির্বাচন করে থাকে।

(খ) মহিলা কর্মীগণ শুধুমাত্র বোয়েসেলে ১২,০০০/- টাকা সার্ভিস চার্জ প্রদান করে জর্ডান গমন করছে। তাদের ভ্যাট, বহি:গমন ট্যাক্স, কল্যাণ ফি এবং রেজিঃ ফি সহ সর্বমোট ১৭,৭৫০/- টাকা ব্যয় হয়।

(গ) প্রত্যেক মহিলা গার্মেন্টস কর্মী ন্যূনপক্ষে মাসিক ১৪,০০০/- টাকা আয় করছে এবং কর্মীদের থাকা, খাবার এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা কোম্পানি করছে।

(ঘ) বোয়েসেলের কোনো দালাল/মধ্যস্বত্ব ভোগী / এজেন্ট নাই, বিধায় মেয়েরা সরাসরি বোয়েসেল অফিসের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে কোনো প্রকার প্রতারণা বা হয়রানি ছাড়াই বিদেশ যেতে পারছে।

(ঙ) ৩০ জুন ২০১৭ পর্যমত্ম জর্ডানের বিভিন্ন গার্মেন্টসে মোট ৪০,২৫১ জন মহিলা কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে।

৪.২.৮ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বোয়েসেল এর কর্মী প্রেরণ সংক্রান্ত তথ্য:

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বোয়েসেলের মাধ্যমে প্রেরণকৃত মোট ১০,২৪৩ জন কর্মীর দেশ ও পেশাওয়ারী তথ্য নিম্ন ছকে প্রদান করা হলো:

দেশ	পেশাজীবী	দক্ষ	স্বল্প দক্ষ	মোট
জর্ডান	-	৮৩৫৪	০০	৮,৩৫৪
কাতার	-	৬২	৫৯	১২১
ওমান	০৫	১৯৫	০০	২০০
মালদ্বীপ	০৩	০০	০০	০৩
দক্ষিণ কোরিয়া	-	--	১৫৬৫	১৫৬৫
মোট	০৮	৮,৬১১	১,৬২৪	১০,২৪৩

৪.২.৯ বোয়েসেলের অর্জনসমূহঃ

- ১৯৮৬ সালে সরকারি প্রোটকলে ১০,০০০ জন কর্মীকে ইরাকে প্রেরণ করা হয়;
- ১৯৯৬ - ১৯৯৭ সালে বোয়েসেল-এর তত্বাবধানে মালয়েশিয়াতে ৭৯,০০০ জন কর্মী প্রেরণ করা হয়;
- ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত EPS এর মাধ্যমে মোট ১৮,০৫৬ জন কর্মীকে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রেরণ করা হয়;
- ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত বোয়েসেলের মাধ্যমে ৪০,২৫১ জন মহিলা এবং ৪০৪জন পুরুষসহ মোট ৪০,৬৫৫ জন গার্মেন্টস কর্মীকে জর্ডানে প্রেরণ করা হয়;
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন দেশে ১০,২৪৩ জন কর্মীকে প্রেরণ করা হয়; এবং
- বোয়েসেল-এর প্রতিষ্ঠাকাল হতে ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৭৪,৪৩৬ জন কর্মীকে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড:

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার:

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	অগ্রগতি
১.	মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদান	প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ বিমানবন্দর হতে পরিবারের নিকট হস্তান্তরের সময় “মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ” বাবদ তাৎক্ষণিকভাবে মৃতের প্রতি পরিবারকে ৩৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২ হাজার ৯৯৬ জন কর্মীর পরিবারকে ১০ কোটি ৪৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।
২.	প্রবাসে মৃত কর্মীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান	বিদেশে বৈধভাবে গমণকারী মৃত কর্মীর প্রতি পরিবারকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। ১ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখ হতে প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর প্রত্যেক পরিবারকে আর্থিক অনুদান হিসেবে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত তারিখের পূর্বে মৃত্যুবরণকারীর পরিবারকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হত। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রবাসে মৃত ৪ হাজার ৫৫ জন কর্মীর পরিবারকে ১১৭ কোটি ৪২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৩.	মৃতদেহ দেশে আনয়ন	প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ পরিবারের লিখিত মতামত সাপেক্ষে দেশে আনয়ন অথবা সংশ্লিষ্ট দেশে দাফনের ব্যবস্থা করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৩ হাজার ৪৫৫ জন প্রবাসী কর্মীর মৃতদেহ দেশে ফেরত আনা হয়েছে। প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ দেশে প্রেরণের খরচ সাধারণত সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তা বহন করে থাকেন। কোনো নিয়োগকর্তা উক্ত খরচ বহনে অপারগতা প্রকাশ করলে অথবা নিয়োগকর্তা পাওয়া না গেলে বোর্ডের অর্থে মৃতদেহ দেশে ফেরত আনা হয়। এ বাবদ বোর্ডের তহবিল হতে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়।
৪.	মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/ বকেয়া বেতন/ সার্ভিস বেনিফিট/ ইন্স্যুরেন্স আদায় ও বিতরণ	প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃত্যুজনিত কারণে নিয়োগকর্তা/অন্য কোনো সংস্থা/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান হতে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্স পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা সংশ্লিষ্ট দেশের বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশনের মাধ্যমে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং আদায়কৃত অর্থ ওয়ারিশদের অনুকূলে যথাযথভাবে বিতরণ করা হয়। এ অর্থবছরে ১,০২৬ জন কর্মীর অনুকূলে আদায়কৃত ৫৯ কোটি ২৪ লক্ষ ৬০ হাজার ৩০৬ টাকা তাদের ওয়ারিশদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।
৫.	শিক্ষাবৃত্তি প্রদান	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের জন্য ২০১২ সাল থেকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। বর্তমানে পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি/সমমান ক্যাটাগরিতে প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ বোর্ড হতে ১৮৭৯ জন প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানকে ২ কোটি ৭৮ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
৬.	প্রাক বহির্গমন ব্রিফিং	চাকুরি নিয়ে বিদেশ গমনকারী কর্মীদের সংশ্লিষ্ট দেশের আইন-কানুন, রীতি-নীতি, ভাষা, পরিবেশ, অধিকার, কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিদেশ গমনের পূর্বে প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫২ হাজার ৮৪৪ জন বিদেশগামী কর্মীকে প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান করা হয়েছে।
৭.	বিমানবন্দরস্থ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে সহায়তা	বিদেশগামী কর্মীদের নিরাপদে বিদেশ গমন এবং প্রত্যাবর্তনকালে তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্থাপিত প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক এর মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়।২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিমানবন্দরস্থ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক এর মাধ্যমে বিদেশগামী ৮ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩২৬ জন কর্মীকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
৮.	আহত, পঙ্গু ও অসুস্থ কর্মীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান	প্রবাসে কর্মরত অবস্থায় গুরুতর আহত/অসুস্থ/শারীরিকভাবে অক্ষম কর্মীদের দূতাবাসের সহযোগিতায় চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনে দেশে ফেরত আনা হয়। এক্ষেত্রে ফেরত কর্মীকে বিমানবন্দর হতে গ্রহণ, এ্যাম্বুলেন্স সুবিধা প্রদান এবং সরকারি হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ ধরনের ৩৭ জন অসুস্থ কর্মীকে দেশে ফেরত এনে সরকারি হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪.৪ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক:

মূল্যবান রেমিটেন্স প্রেরণকারী এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভাবনীয় অবদান রাখা অভিবাসী কর্মীদের সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে সরকার ১১ অক্টোবর ২০১০ সালে **"প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০"** পাশের মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ এপ্রিল, ২০১১ সালে ৪র্থ 'কলম্বো প্রসেস সম্মেলনের' সময় ব্যাংকটির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড,ইস্কাটন রোড, ঢাকায় অবস্থিত।

৪.৪.১ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের শাখাসমূহঃ

বর্তমানে ০৭ টি বিভাগীয় শহরসহ সারা দেশে এ ব্যাংকের ৫৪ টি শাখা রয়েছে। শাখা বিভাজন নিম্নরূপঃ

বিভাগ	শাখার সংখ্যা
ঢাকা	১৭ টি
চট্টগ্রাম	১২ টি
রাজশাহী	৬ টি
খুলনা	৫টি
বরিশাল	৪টি
রংপুর	৪টি
সিলেট	৪টি

ময়মনসিংহ	২ টি
মোট	৫৪ টি

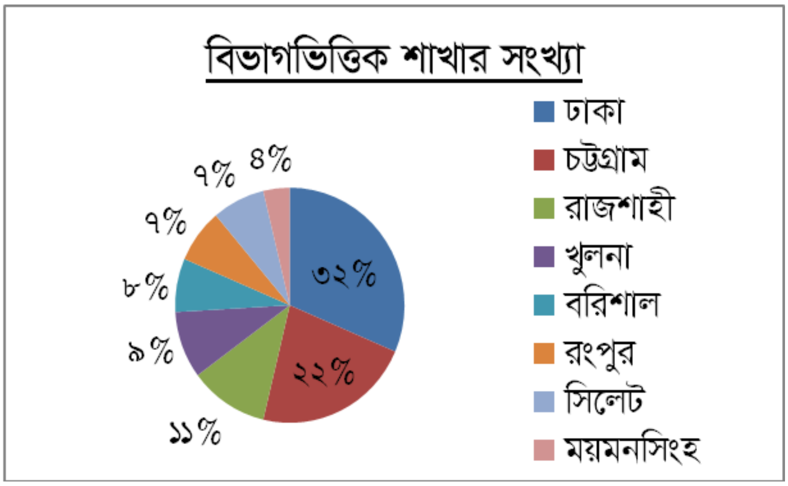

৪.৪.২ অর্থ বছর ভিত্তিক ঋণ বিতরণ, আদায় ও স্থিতিঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রম	অর্থ বছর	ঋণ বিতরণ		ঋণ আদায়	ঋণ স্থিতি
		সংখ্যা	টাকা		
০১	২০১৬-২০১৭	৬,৩০৪	৭৪.৭৯	৬৪.৪৮	১১১.৮৬

৪.৪.৩ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বিপরীতে অর্জন (৩০ জুন,২০১৭ পর্যন্ত):

ক্রম.	কার্যক্রমের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬-১৭)	প্রকৃত অর্জন	অর্জনের হার(%)
১.	ঋণ বিতরণ (কর্মচারি ঋণ ব্যতিত)	কোটি টাকা	৭০.০০	৭৪.৭৯	১০৬.৮৪%
২.	ঋণ আদায়	কোটি টাকা	৫০.০০	৬৪.৪৮	১২৮.৯৬%
৩.	শাখা অটোমেশনকরণ	পুঞ্জিভূত সংখ্যা	৬০	*৫৪	১০০%
৪.	মামলা নিস্পত্তির হার	%	৮.২৫	১১.৭৬	১৪২.৫৪%

* ৫৪টি শাখা খোলা হয়েছে এবং ৫৪টি শাখাই অটোমেশনের আওতায় রয়েছে। তাই অটোমেশন খাতে অর্জন ১০০%।

৪.৪.৪ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসারঃ

ক্রম	কার্যক্রম	অগ্রগতি
০১	শাখা সম্প্রসারণঃ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সেবা দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে নতুন ০৯ টি শাখা খোলার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে।	নতুন ০৯ টি শাখা খোলার চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ৫৪ টি শাখা আছে। অদূর অবিষ্যতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে ০৯ টি শাখাসহ সর্বমোট শাখার সংখ্যা হবে (৫৪+৯)=৬৩ টি।

০২	বিশেষায়িত তফসিলি ব্যাংকে রূপান্তরঃ অভিবাসন ও পুনবাসন ঋণ বৃদ্ধি করা, ব্যয় সাশ্রয়ী পন্থায় রেমিট্যান্স দেশে আনয়ণের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকটিকে বিশেষায়িত তফসিলি ব্যাংকে রুপান্তরকরণ।	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে বিশেষায়িত তফসিলি ব্যাংকে রূপান্তরকল্পে পরিশোধিত মূলধন বাবদ ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) কোটি টাকা অর্থ বিভাগ কর্তৃক এবং ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই মোতাবেক ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে গত ১৬.০৪.২০১৭ তারিখে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা প্রদান করা হয়। অবশিষ্ট ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) কোটি টাকা অর্থ বিভাগ থেকে প্রাপ্তি সাপেক্ষে ব্যাংকটিকে বিশেষায়িত তফসিলি ব্যাংকে রুপান্তর করা সম্ভব হবে।
০৩	প্রচার কার্যক্রম পরিচালনাঃ ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিতকরণ।	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পোস্টার, ব্রোসিয়ার, লিফলেট বিতরণ এবং জনসংযোগের মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।
০৪	কম্পিউটারাইজেশনঃ ব্যাংকের সকল শাখাকে অটোমেশনের আওতায় আনা।	➢ ব্যাংকের সকল শাখা অনলাইনের আওতায় রয়েছে।
০৫	ব্যতিক্রমী ও অন্যান্য সেবা প্রদানঃ অনলাইন ব্যাংকিং এবং ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সেবা প্রদান।	➢ ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে প্রতিদিন গড়ে ২৫০০-৩০০০ জন বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীকে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ➢ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ঋণ প্রস্তাব অনলাইনে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং অনলাইনে মঞ্জুরী পত্র শাখায় পাঠানো হয়। এই প্রক্রিয়ায় ৩ দিনের মধ্যে ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ সম্ভব হয়।

অধ্যায় ৫

উপসংহার

সাম্প্রতিক কালে বিশ্বজনীন অভিবাসন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত।

২০১৬-১৭ সালে বিদেশে প্রেরিত কর্মীর সংখ্যা ৮,৯৪,০৫৪ জন এবং অর্জিত রেমিট্যান্স ১২৭৬৯.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে অভিবাসন খাতের যে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটছে তা পূর্বের যে কোন সরকারের আমলের চেয়ে বেশী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও দুরদর্শী দিক-নির্দেশনা এবং এ মন্ত্রণালয়ের ব্যাপক শ্রম কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে ইতোপূর্বে মালয়েশিয়ায় ২ লক্ষ ৬৬ হাজার, সৌদি আরবে প্রায় ৮ লক্ষ অবৈধ বাংলাদেশি কর্মীকে বৈধকরণের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। অন্যান্য যে সকল দেশে অবৈধভাবে বাংলাদেশি কর্মী বসবাস করছে, তাদেরকেও পর্যায়ক্রমে বৈধকরণের বিষয়ে শ্রম কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে কর্মী প্রেরণকারী দেশসমূহের মূল লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বর্তমান সরকার বদ্ধ পরিকর। তন্মধ্যে যৌক্তিক অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ, কর্মস্থলে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা এবং নিরাপদ অভিবাসন অন্যতম। পুরুষ কর্মীর পাশাপাশি নারী কর্মীর অভিবাসন দেশের অর্থনীতিকে করেছে আরও সমৃদ্ধ। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিদেশে প্রেরিত মহিলা কর্মীর সংখ্যা ১,১২,৪৩১ জন। বর্তমান সরকারের সফল শ্রম কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে সৌদি আরব অধিক সংখ্যক নারী কর্মীর পাশাপাশি তাদের সুরক্ষার জন্য নিকট আত্নীয় পুরুষ কর্মী নিতে সম্মত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৪-৬ জুন ২০১৬ ইং তারিখে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলসহ সৌদি আরব সফর করেছেন। সৌদি বাদশার সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বাংলাদেশ থেকে অধিক হারে কর্মী নিয়োগের বিষয়ে অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। এর ধারাবাহিকতায় গত ১০ আগস্ট ২০১৬ তারিখে সৌদি সরকার বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে কর্মী গ্রহণের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয় যা এ মন্ত্রণালয়ের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। অভিবাসন ব্যয় হ্রাসের প্রয়াস হিসেবে এ অর্থবছরেই জিটুজি প্লাস পদ্ধতিতে বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণ শুরু হয়েছে। তাছাড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েতসহ ১৫টি দেশের অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া বিনা/স্বল্প ব্যয়ে বিদেশে কর্মী প্রেরণে বোয়েসেল একটি অন্যতম সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

বর্তমান সরকারের সফল শ্রম কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে বিদ্যমান শ্রমবাজার ধরে রাখার পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে নতুন নতুন শ্রমবাজার হিসাবে ইতোমধ্যে হংকং, জর্ডান, মরিশাস, পোল্যান্ড, সুইডেন, বেলারুশ, পাপুয়া নিউগিনি, সিসিলি, আলজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, এ্যাঙ্গোলা, কঙ্গো, তাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, কোরিয়া, রুমানিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, রাশিয়া, সুদান, মালদ্বীপ, থাইল্যান্ডসহ প্রভৃতি দেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে কর্মী প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন শ্রম বাজার অনুসন্ধান এবং বিদ্যমান শ্রমবাজার ধরে রাখার লক্ষ্যে International Labour Organization(ILO), UN Women এর সহায়তায় Market Analysis এর মাধ্যমে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া ও ব্রাজিলসহ মোট ১০টি নতুন দেশে শ্রমবাজার সম্পর্কে স্ট্যাডি সম্পন্ন করে এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিদ্যমান Trend ও মহিলা কর্মীদের জন্য Diversified Trend Indetitfy করে রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে বিদ্যমান ও নতুন দেশসহ ৫০টি দেশের শ্রমবাজার গবেষণার জন্য একটি অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিদেশে শ্রমবাজার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের আওতায় শ্রম উইংয়ের সংখ্যা ১৬টি থেকে ২৯টিতে উন্নীত করা হয়েছে। তবে তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রমবাজার সম্প্রসারণের কাজ পরিচালনার জন্য যথেষ্ট নয়। প্রস্তাবিত জনবলসহ সবগুলো শ্রম উইং সৃজন করা সম্ভব হলে বিদেশে শ্রমবাজার অভূতপূর্বভাবে সম্প্রসারণ হবে এবং বাংলাদেশ হতে আরও অধিকহারে কর্মী প্রেরণ করা সম্ভব হবে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের গবেষণা সেল এর মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রমিক গ্রহণকারী দেশসমূহে শ্রম বাজারের চাহিদা বিশ্লেষণ করে যেসব দেশে কর্মীর চাহিদা বেশী রয়েছে সেসব দেশে অধিকহারে বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া অধিকহারে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের বেকারত্ব নিরসনের লক্ষ্যে কর্মী গ্রহণকারী দেশসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে জনশক্তি প্রেরণের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে। কলম্বো প্রসেস, বুদাপেস্ট প্রসেস, আবুধাবী ডায়ালগ, জিএফএমডি প্রভৃতি আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ফোরামে বাংলাদেশ প্রবাসী কর্মীদের অধিকার সুরক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।বিদেশগামী ও প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণে মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থাসমূহের সেবাগুলোকে প্রতিনিয়ত জনবান্ধব ও তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর করা হচ্ছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের অধিকরত সহযোগিতায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে উত্তরোত্তর সাফল্যের পথে এগিয়ে যাবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

****

পরিশিষ্ট:ক

Serial	Country	Website	Email
1	KSA (Riyadh) (-3.00 hours)	http://www.bangladeshembassy.org.sa	sarwar13@yahoo.com [Counselor(Labor)], mission.riyad@mofa.gov.bd [Counselor(Labor)], nmuhammadm@yahoo.com [First Secretary(Labor)], mizanpmo@yahoo.com [Second Secretary(Labor)]
2	KSA(Jeddah) (-3.00 hours)	http://www.bcgjeddah.com	shofin21@yahoo.com[Counselor(Labor)], altaf.6820@gmail.com[First Secretary(Labor)], lw@begjeddah.com[Second Secretary(Labor)]
3	UAE (Abu Dhabi) (-2.00 hours)	www.bdembassyuae.org	labourwing@bdembassy.ae [Counselor(Labor)], moksedbd@yahoo.com[First Secretary(Labor)]
4	UAE (Dubai) (-2.00 hours)	http://www.cgbdubai.org	hossainasm@yahoo.com,[Counselor(Labor)], labourwingdubai@gmail.com,[Counselor(Labor)], mizan_tetulia@yahoo.com,[First Secretary(Labor)]
5	Malaysia (+2.00 hours)	http://www.bangladesh-highcomkl.com	sayedul@yahoo.com[Counselor(Labor)], bddoot@streamyx.com[Counselor(Labor)], shahida_sultana@yahoo.com[First Secretary(Labor)], mj_erd@yahoo.com[Second Secretary(Labor)],
6	Oman (-2.00 hours)	---	rabiul3531@yahoo.com [Counselor(Labor)], mission.muscat@mofa.gov.bd [Counselor(Labor)], bangla@omantel.net.om [Counselor(Labor)], anwaruddin71@gmail.com [Second Secretary(Labor)]
7	Kuwait (-3.30 hours)	---	latifkhan2611@gmail.com [Counselor(Labor)], latifshilpil@yahoo.com [Counselor(Labor)], bdoot@ncc.moc.km [Counselor(Labor)]
8	Qatar (-3.00 hours)	http://www.bdembassydoha.com	dr.siraj05@yahoo.com [Counselor(Labor)], rabili110@gmail.com [First Secretary(Labor)], bdootqat@qatar.net.qa [First Secretary(Labor)]

9	Bahrain (-3.00 hours)	http://www.banglaembassy.com.bh	bdoot@live.com[First Secretary(Labor)], ali.akbar.manama@gmail.com [First Secretary(Labor)],
10	Korea (+3.00 hours)	---	bhuiyan6725@gmail.com [First Secretary(Labor)], bdootseoul@kornet.net [First Secretary(Labor)],
11	Singapore (+2.00 hours)	http://www.bangladesh.org.sg	ayeshasiddiqua1-bd@gmail.com [Counselor(Labor)], sabbir.ahmed52@yahoo.com [First Secretary(Labor)], bdoot@singnet.com.sg [First Secretary(Labor)],
12	Libya (-4.00 hours)	---	ashraful_tax@yahoo.com [Counselor(Labor)], anywhere.bd@gmail.com [First Secretary(Labor)], ahsan.bangladesh@yahoo.com [First Secretary(Labor)]
13	Iraq (-3.00 hours)	---	sasshishu@gmail.com [Counselor(Labor)], rafiqraihanier@gmail.com [Second Secretary(Labor)], bd.bag.lw1971@gmail.com [Second Secretary(Labor)]
14	Italy (Rome) (-5.00 hours)	---	firstsecretary.labour.it@gmail.com [First Secretary(Labor)]
15	Italy (Milan) (-5.00 hours)	http://www.bcgmilan.com	rafiqul75@yahoo.com [First Secretary(Labor)]
16	Japan (+3.00 hours)	---	bdembjp@yahoo.com [First Secretary(Labor)], babypreyakary@gmail.com [First Secretary(Labor)], karmakarbaby1stsecretary@gmail.com [First Secretary(Labor)]
17	Jordan (-3.00 hours)		yasmin_lubna@yahoo.co.uk [First Secretary(Labor)], embangl@wanadoo.jo [First Secretary(Labor)]
18	Egypt(-4.00 hours)	---	limahossain07@yahoo.ca [First Secretary(Labor)], bdoot.cairo@gmail.com [First Secretary(Labor)]
19	Mauritius(-2.00 hours)	---	mission.portlouis@yahoo.com ohid08@gmail.com [First Secretary(Labor)]
20	Maldives (-1.00 hours)	---	mushi0510@yahoo.com [First Secretary(Labor)]
21	Brunei Darussalam	---	shafiulazim71@gmail.com [First Secretary(Labor)]

	(+2.00 hours)		
22	Australia (+6.00 hours)	---	nahid15056@gmail [First Secretary(Labor)]
23	Thailand (+1.00 hours)	--	monir_du04@yahoo.com [First Secretary(Labor)]
24	Spain (+5.00 hours)	---	bdembm01@gmail.com (dip wing) [First Secretary(Labor)], elite074@yahoo.com [First Secretary(Labor)]
25	Hong Kong	---	labourwinghkg@gmail.com [First Secretary(Labor)]
26	Moscow (+3.00 hours)	---	lubna15304@gmail.com [First Secretary(Labor)]
27	Greece (-4.00 hours)	---	sfnchow@yahoo.com [First Secretary(Labor)]
28	South Africa (-4.00 hours)	---	---
29	PR Geneva (+5.00 hours)	---	moha_ho2000@yahoo.com, mhmmdsarker@gmail.com[First Secretary(Labor)]

ফটো গ্যালারী

বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের আইসি ইন্জিন শপ ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণের একটি স্থির চিত্র।

বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ

চট্টগ্রাম হতে স্মার্ট কার্ড বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে কল্যাণ বোর্ড হতে পরিশোধিত মূলধনের অংশ হিসেবে ৫০ কোটি টাকা প্রদান।

১০ ডিসেম্বর,২০১৬ তারিখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত নবম জিএফএমডি সামিটের উদ্বোধন অনুষ্ঠান।

সিআইপি সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান।

প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

IM Japan এর সাথে বাংলাদেশের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

মৃত প্রবাসী কর্মীর পরিবারকে ৩ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান প্রদান।

উন্নয়ন মেলা,২০১৭ এর একটি স্থির চিত্র।